বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ

রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী



বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, - - - - - - - কলিকাতা

রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন প্রণীত

[পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত ষষ্ঠ সংস্করণ]

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—দেড় টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশশিভূষণ দত্ত,
বসুমতী প্রেস, কলিকাতা।

পঞ্চম সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বঙ্গ-সাহিত্যের এই কৌস্তভরত্ন—বাঙ্গালীর কত প্রাণের জিনিষ, তাহার নূতন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। শিক্ষিত সমাজের আগ্রহে এই সকল প্রাচীন-সাহিত্য-গ্রন্থাবলীর অতি অল্পদিনে সংস্করণের পর সংস্করণ হইতে দেখিয়া—দিন দিন ইহার প্রচার ও প্রসারলাভের জন্য আগ্রহবৃদ্ধি হইতে দেখিয়া—আমরা আনন্দাতিশয্যে অধীর হইয়াছি। এই সংস্করণে রামপ্রসাদের জীবনী অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার বংশ-তালিকাও প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত রামপ্রসাদের স্বগ্রামবাসী প্রতিদ্বন্দ্বী আজু গোঁসাই তাঁহার গীতের প্রত্যুত্তরস্বরূপ যে সকল গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলিও জীবনীর সহিত প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য শেষ হইলে কোন বন্ধু রামপ্রসাদের কতকগুলি নূতন গীত ও অসম্পূর্ণ গীতের অংশবিশেষ সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে দেন, আমরা তাহা স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিলাম। ভবিষ্যৎ সংস্করণে ইহা পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। রামপ্রসাদের সঙ্গীতের অনেক পাঠান্তর দেখা যায়, আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাও যথাস্থানে প্রকাশিত করিয়াছি। আশা করি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণ যেরূপ সমাদৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান সংস্করণ সম্বন্ধে তাহার অন্যথা ঘটিবে না। এই গ্রন্থাবলী সংস্কারের ও পরিবর্দ্ধনের জন্য সুপ্রবীণ সাহিত্যিক মাননীয় শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অযাচিত সাহায্যের জন্য তাঁহার নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া ধন্যবাদ দিয়া অশিষ্টতা প্রকাশ করিব না।

বিনয়াবনত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সাধকপ্রবর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের নাম চিরদিন কীর্ত্তিত হইবে। ইংরাজ কবি গ্রে যেমন তাঁহার Elegy কবিতার জন্য শ্রেষ্ঠ বৃটিশ কবিদিগের আসন লাভ করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ সেনও সেইরূপ তাঁহার অপূর্ব্ব সঙ্গীতাবলীর জন্য বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন। ধর্ম্ম-সঙ্গীতে য়িহুদী রাজা ডেভিডের Psalms অথবা দেওয়ান হাফেজের গজল্ যে গৌরব লাভ করিয়াছে, রামপ্রসাদের ভক্তিরসাত্মক গীতের গৌরব তদপেক্ষা কোনক্রমে ন্যূন নহে—প্রত্যুত কোন কোন বিজ্ঞ সমালোচকের মতে অনেক উচ্চ। বাস্তবিক Psalms বা গজলের ন্যায় রামপ্রসাদের গীতাবলী যদি ভাষান্তরিত হইত, তাহা হইলে তুলনায় সমালোচনে গভীর ভক্তিভাব ও প্রসাদগুণে রামপ্রসাদের গীত অতুলনীয় বলিয়া সমাদৃত হইত। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় এ হেন সাধক ও ভক্ত কবির জীবনচরিত দেশের অল্প লোকই বিদিত। এমন কি কিছু কাল পূর্ব্বে "নব্যভারত" পত্রে জনৈক লেখক রামপ্রসাদ সেনকে কায়স্থবংশোদ্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন এবং প্রসাদের ভাগিনীপতির "দাশ" উপাধি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সেই উক্তি সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রসাদের জীবন-চরিত-লেখকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ঐরূপ ভ্রম-প্রমাদের পরিচয় দিয়াছেন। এই হেতু আমরা আমাদিগের প্রকাশিত এই রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলীতে কবিরঞ্জনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত প্রকাশিত করিলাম; আশা করি, এতদ্দ্বারা প্রসাদ সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত সংস্কার দূর হইবে।

আনুমানিক ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে বা ১১২৯ সালে গঙ্গাতীরবর্ত্তী কুমারহট্ট-হালিসহর গ্রামে, এক বিশিষ্ট বৈদ্যবংশে রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। এই কুমারহট্ট-হালিসহর গ্রাম এক্ষণে হালিসহর নামেই প্রসিদ্ধ এবং ইহা ২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিসহর পরগণার নৈহাটী থানার অধীনস্থ। রামপ্রসাদের জীবন-চরিত-লেখকদিগের কেহ বা তাঁহার বাসগ্রাম "হালিসহরের অন্তঃপাতি কুমারহট্ট বা কুমারহাটি," কেহ বা "হালিসহর মহকুমার অন্তবর্ত্তী কুমারহট্ট" আবার অন্যে "হালিসহর গ্রামের কুমারহট্ট পল্লী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে "কুমারহট্ট" ও "হালিসহর" এক ও অভিন্ন গ্রাম। এই দুইটি নামেরই কিছু কিছু ইতিহাস আছে, এ স্থলে তাহা বিবৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রাচীনকালে হালিসহর গ্রাম পণ্ডিতসমাজে কুমারহট্ট বলিয়াই পরিচিত ছিল। কথিত আছে, যশোহর-রাজবংশীয়েরা এই গ্রামে যোগাদি উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে আসিতেন। এই জন্য যশোহর হইতে এই গ্রাম পর্য্যন্ত "জাঙ্গাল" নামে একটি প্রশস্ত রাজবর্ত্ম ছিল। অদ্যাপি স্থানে স্থানে এই "জাঙ্গালের" ভগ্নাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পুত্র কুমার উদয়াদিত্য গঙ্গাস্নান উপলক্ষে বহু লোক সমভিব্যাহারে ঐ গ্রামে প্রায় প্রতি বৎসর আসিতেন। তাঁহার ঐ আগমনসময়ে কিছু দিন ধরিয়া তথায় হাট বসিত। ক্রমে সেই হাট স্থায়ী হয় এবং ঐ স্থান তদনুসারে কুমারহট্ট নামে অভিহিত হইতে থাকে। কেহ কেহ আবার বলেন, ঐ গ্রামে বহু কুম্ভকারের বাস হেতু উহা কুমারহট্ট আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে, তাহা অসম্ভব বিবেচিত হইলেও আমরা সাধারণের অবগতির জন্য বিবৃত করিলাম।

এক সময়ে নবদ্বীপের কতকগুলি পণ্ডিত এই গ্রামের পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এখানকার পণ্ডিতগণ বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে নবদ্বীপাগত পণ্ডিতগণকে কৌশলে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করেন। সমাগত পণ্ডিতদিগকে তাঁহারা বাসা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের পরিচর্য্যার জন্য জনৈক যুবা কুম্ভকারকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া পণ্ডিতগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করেন এবং একটি বালককে সেই স্ত্রীবেশী পরিচারকের পুত্ররূপে সেই বাসায় রাখিয়া দেন, পণ্ডিতদিগের আগমনের পরদিন প্রাতে সেই স্ত্রীবেশী পরিচারক ঘর-দ্বার পরিষ্কার ও রন্ধনাদির আয়োজন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হয়। তখন প্রত্যুষকাল। পণ্ডিতেরা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছিলেন। ঐ সময় কতকগুলি কাক চারিদিকে "কা কা" ধ্বনি করাতে, ঐ স্ত্রীবেশী তাহার পুত্ররূপ বালককে পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে বলে, "কি জন্য কাক সকল এরূপ কলরব করিতেছে" এবং তাঁহারা উত্তরে যাহা বলিবেন, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বালক যেন

কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার নিকট ফিরিয়া আইসে। বালক শিক্ষামত তদ্রূপ করে। পণ্ডিতেরা তাহা শুনিয়া বলেন, "ঐরূপ কলরব করা কাকজাতির স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম, তাই করিতেছে।" বালক তাহা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঐ স্ত্রীবেশী পরিচারকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে, "পণ্ডিতেরা জানে না। মা! তুই বল, কাক কেন এত ডাকিতেছে?" তাহাতে ছদ্মবেশী বলিল, "আমি আমাদের এখানকার পণ্ডিতদিগের নিকট কাকের এইরূপ ডাকিবার কারণ যেরূপ শুনিয়াছি, বলিতেছি, শোন্—

তিমিরারিস্তমো হন্তি শঙ্কাকুলিতমানসাঃ।
'বয়ং কাকা বয়ং কাকা' ইতি জল্পন্তি বায়সাঃ॥

ওরে, সূর্য্যদেব অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিতেছেন দেখিয়া কাকদিগের মনে ভয় হইয়াছে যে তাহাদিগের অঙ্গের কৃষ্ণবর্ণকে অন্ধকার বিবেচনায় পাছে সূর্য্যদেব তাহাদিগকেও বিনষ্ট করেন, এই ভয়ে কাক সকল 'বয়ং কাকা বয়ং কাকা, অর্থাৎ 'আমরা কাক, আমরা কাক' বলিয়া চীৎকার করিয়া সূর্য্যদেবকে আপনাদিগের পরিচয় দিতেছে॥" দূর হইতে পণ্ডিতগণ স্ত্রীবেশী পরিচারককে শুদ্ধস্বরে ঐ শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে ও তাহার এরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, সে ঐ শ্লোক কোথায় শিখিয়াছে? স্ত্রীবেশী বলিল, "শিখিব আর কোথায় বাবা ঠাকুর! বাড়ীর নিকটেই পণ্ডিতের টোল চৌবাড়ী আছে, সেখানে পণ্ডিতেরা ছাত্রদিগকে পড়াইবার কালে যে সকল শ্লোক বলেন, তাই শুনিয়াই আমাদের শেখা।" "কুম্ভকারজাতীয়া হীন নারী যে গ্রামে এমন সংস্কৃত জানে, তখন না জানি পণ্ডিতগণের বিদ্যা কত অধিক" এই চিন্তা করিয়া পণ্ডিতগণ বিচারাশায় জলাঞ্জলি দিলেন এবং আহারান্তে তাঁহারা আপন আপন পুঁটুলি লইয়া গোপনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কুম্ভকার যুবকের দ্বারা নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ এইরূপে পরাস্ত হওয়ায় হালিসহরের পণ্ডিতগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া গ্রামের সেই অংশের 'কুমারহট্ট' নাম দিয়াছিলেন। বহুকাল হইতে হালিসহরবাসীদিগের মধ্যে এই গল্প প্রচলিত থাকিলেও, ইহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এই গ্রামে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থাদি উচ্চজাতীয় লোকের বাস এত অধিক এবং এক কালে তাঁহাদিগের আভিজাত্যের ও ব্রাহ্মণ্যের যেরূপ গর্ব্ব ছিল, তাহাতে তাঁহারা কুম্ভকারজাতির নামে আপনাদিগের গ্রামের পরিচয় দিতে সম্মত হইবেন বলিয়া বোধ হয় না এবং তাহা হইলে "কুমারহট্ট" এরূপ গৌরবসূচক নামও দিতেন না।

সে যাহাই হউক, এই গ্রামের "কুমারহট্ট" ও "হালিসহর" উভয় নামই যে প্রাচীন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্ত্র-গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এই গ্রামে বাস করিতেন। মহাপ্রভু একবার গুরুর সেই বাসগ্রাম দর্শনে গিয়াছিলেন, শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে তাহা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন:—

"আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান॥
প্রভু বোলে কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বর পুরীর যে গ্রামে অবতার॥
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
আর শব্দ কিছু নাই 'ঈশ্বরপুরী' বিনে॥
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি এক ঝুলি॥
প্রভু বোলে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা মোহর জীবন ধন প্রাণ॥"

যে স্থান হইতে মহাপ্রভু ঐ মৃত্তিকা তুলিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গী বহু শিষ্যগণও তাঁহার দেখাদেখি সে স্থান হইতে ঐরূপে মৃত্তিকা তুলিয়া লইয়াছিলেন, ইহাতে স্থানটি একটি খাদে পরিণত হয়। ঐ খাদ অদ্যাপি "চৈতন্য ডোবা" নামে বিদ্যমান আছে এবং হালিসহর-বাসীরা বলেন যে, ঐ ডোবায় জল অত্যন্ত শুকার বৎসরেও শুষ্ক হয় না।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহলযাত্রাকালে ভাগীরথীর উভয়কূলে যে সকল গণ্ডগ্রাম বিদ্যমান ছিল, তাহার বর্ণনা উপলক্ষে ত্রিবেণী ও হালিসহরের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

"বামদিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দু'কূলের যাত্রীর রবে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক ঘাটে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু কেহ করে দান॥"

এই হালিসহরের প্রথমে নাম ছিল হাবেলীসহর।* মুসলমান শাসনকালে বাঙ্গালা দেশ যখন জেলা ও পরগণায় বিভক্ত হয়, তখন ২৪ পরগণার উত্তর

* উর্দ্দু ভাষায় হাবেলী অর্থে অট্টালিকা। শুনা যায়, পূর্ব্বে এইখানে ভাগীরথীর অপর পারস্থ হুগলীর ফৌজদারের "হাবেলী" ছিল। সম্ভবতঃ তাহা হইতেই গ্রামের এই নাম হইয়া থাকিবে।

সীমা বাগের খাল হইতে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের শ্যামনগর ষ্টেশনের দক্ষিণ নবাবগঞ্জের খাল পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরস্থ গ্রামগুলি 'হাবেলী সহর পরগণা' নামে অভিহিত হয় এবং উত্তরস্থ এই গ্রামখানি 'হাবেলীসহর' নামে খ্যাত হয়। কিন্তু লোকমুখে "হাবেলীসহর" ক্রমে "হালিসহরে" পরিণত হয়। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দলীল-দস্তাবেজে, পরগণা ও গ্রাম উভয়ই "হাবেলীসহর" বলিয়া উল্লিখিত হইত। কালেক্টারীর তৌজীতে অদ্যাপি "কুমারহট্ট হাবেলীসহর" নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতসমাজে হালিসহর "কুমারহট্ট" নামেই প্রসিদ্ধ। ইহা নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত সমাজচতুষ্টয়ের অন্যতম। পূর্ব্বে ভট্টপল্লীর পণ্ডিতগণ আপনাদিগকে কুমারহট্ট সমাজের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং অনেকে এখনও দেন।

রামপ্রসাদ সেন কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শনার্থ এবং তাঁহার চরিতাখ্যায়কদিগের অনেকেই তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে যে ভ্রমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সংশোধনের জন্য, আমরা এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে গ্রাম সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম। হালিসহর গ্রাম এক সময়ে যেমন জনাকীর্ণ ছিল, সেইরূপ এখানে বহু পণ্ডিতমণ্ডলীরও বাস ছিল। রামপ্রসাদের সময়ে এখানকার পণ্ডিতমণ্ডলীর জ্ঞান-গৌরবের কথা বাঙ্গালায় সর্ব্বজনবিদিত ছিল। এ হেন গ্রামে এক ধর্ম্মপরায়ণ পণ্ডিতবংশে কবি রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার স্বপ্রণীত গ্রন্থে নিজবংশের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

"ধনবন্ত মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাসতুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্টশান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশ-সমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণযুক্ত,
ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরল-হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তাঁর, কহে পদে কালিকার,
কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া॥"

ইহাতেই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে যে, রামপ্রসাদের পিতা পিতামহ সকলেই সুপণ্ডিত ও কবিগুণসম্পন্ন ছিলেন। পরেও দেখা যাইতেছে, তাঁহার পিতামহের নাম রামেশ্বর এবং পিতার নাম রামরাম সেন। অন্যত্র তিনি তাঁহার ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়ের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত করিলাম :—

"জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী।
যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি॥
ভগ্নীপতি যাঁর লক্ষ্মীনারায়ণ দাশ।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম।
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥
সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তাঁর দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তাঁরে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদচ্ছায়া।
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মা গো দেহ পদধূলি॥
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা॥"

ইহাতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, রামপ্রসাদের পিতার দুই বিবাহ ছিল। প্রথমা পত্নীর গর্ভে "বৈমাত্রেয় ভ্রাতা" নিধিরাম জন্মিয়াছিলেন, আর দ্বিতীয় গর্ভে "সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী" অম্বিকা ও রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠা ভবানী দেবীর জন্ম হয় এবং তৎপরে রামপ্রসাদ ও তদনুজ বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা নিবাসী লক্ষ্মী-নারায়ণ দাশের সহিত রামপ্রসাদের ভগ্নী ভবানীর বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের জগন্নাথ ও কৃপারাম নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। ইঁহারা মাতুল রামপ্রসাদের প্রতি একান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন। উল্লিখিত বিবরণে রামপ্রসাদ স্বীয় পত্নীর কোন উল্লেখ করেন নাই। তিনি কেবল তাঁহার রামদুলাল নামে এক পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরীনাম্নী দুই কন্যার মাত্র নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভগ্নীপতি লক্ষ্মীনারায়ণের "দাশ" উপাধি জন্য যাঁহারা রামপ্রসাদ বৈদ্যজাতীয় নহেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহা-দিগের অবগতির জন্য বলিতেছি যে, ব্রাহ্মণমাত্রেই যেমন অনেক সময়ে "দেবশর্ম্ম" উপাধি দ্বারা আত্ম-পরিচয় দেন, বৈদ্যগণও সেইরূপ সাধারণতঃ "দাশগুপ্ত" বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। এখনও ধর্ম্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠানে বৈদ্যগণ 'দাশ গুপ্ত' উপাধি উল্লেখ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ এই দাশ গুপ্ত উপাধির গুপ্ত শব্দ বাদ দিয়া আত্মপরিচয়

প্রদান করায় এক একটি বংশ কেবল 'দাশ' উপাধি দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

রামপ্রসাদ সেন তাঁহার প্রণীত "বিদ্যাসুন্দর" গ্রন্থ ব্যতীত আর কোন রচনাতে তাঁহার বংশ-পরিচয় দেন নাই। সুতরাং তাঁহার শেষ বয়সের কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের নাম কোথাও দেখা যায় না। অথচ এই রামমোহনের বংশ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া বংশের নাম রক্ষা করিতেছেন। এই রামমোহনের জন্য উপলক্ষ্যেই রামপ্রসাদ তাঁহার "এ সংসার ধোঁকার টাটি" গানটি রচনা করিয়াছিলেন। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা জীবনীর শেষ পৃষ্ঠায় রামপ্রসাদের বংশ-তালিকা প্রকাশ করিলাম।

রামপ্রসাদ সেন তাঁহার গ্রন্থে নিজ বাসগ্রাম ও সিদ্ধপীঠ বাস্তুভিটা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছিলেন :—

"ধরাতলে ধন্য সেই কুমারহট্ট গ্রাম।
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম॥
শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥"

কুমারহট্ট-হালিসহর গ্রামের বর্ত্তমান চড়কডাঙ্গা ও ঠাকুরপাড়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানেই রামপ্রসাদের পৈতৃক ভিটা। তথায় রামপ্রসাদের সাধনপীঠ পঞ্চমুণ্ডী আসনের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে একণে সেই স্থানে হালিসহরবাসিগণ রামপ্রসাদের একটি স্মৃতি-মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু অর্থাভাবে অদ্যাপি উহা সম্পূর্ণ হয় নাই। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কলঙ্কের কথা সন্দেহ নাই।

রামপ্রসাদ বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে লেখা-পড়া-শিক্ষার পর স্বজাতীয় ব্যবসা অবলম্বনের জন্যই হউক, অথবা সে সময়ে ব্রাহ্মণ-বৈদ্যাদি জাতির সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা প্রয়োজনীয় বিবেচনায় হউক, গ্রামস্থ এক চতুষ্পাঠীতে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি যে কাব্য, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিতে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহার রচনামধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। অল্পদিনের মধ্যে রামপ্রসাদের পিতা বুঝিতে পারেন, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের আলোচনায় রামপ্রসাদের অনুরাগ নাই; পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা-অর্জ্জনে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। ভবিষ্যতে তিনি যে ভব-রোগের চিকিৎসক হইবেন, পিতা তাহা বুঝেন নাই; সুতরাং তিনি তাঁহাকে তাৎকালিক অর্থকরী বিদ্যা পারস্যভাষা শিখিবার জন্য এক জন মৌলবীর নিকট পাঠাইয়া দেন। রামপ্রসাদ তাঁহার স্বাভাবিক মেধা-শক্তির গুণে অল্পদিনের মধ্যে সে ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে "মাধব ভাটের কাঞ্চীপুর-গমন" যেরূপ কবিতায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে পারস্য ও হিন্দী ভাষায় তাঁহার জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত ও পারস্য উভয় ভাষার সাহিত্যরস পান করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এরূপ সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটিল—যাহাতে রামপ্রসাদ দারুণ সংসার-চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ তাঁহার পিতৃদেব রামরাম সেন পীড়াগ্রস্ত হইয়া কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন। রামরাম সেন ধনী ছিলেন না, সুতরাং, পুত্র-পরিবারাদির ভরণ-পোষণের জন্য কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, সুতরাং রামপ্রসাদকে পরিবার-প্রতিপালনের জন্য চিন্তাকুল হইতে হইল। বলা বাহুল্য, দেশের রীতি অনুসারে ইতোমধ্যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, হয় ত দুই একটি সন্তানও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অতএব অনন্যোপায় হইয়া রামপ্রসাদকে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। সে সময়ে কলিকাতায় উপার্জ্জনের অনেকগুলি নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল, তিনি সেইখানেই তাঁহার অদৃষ্ট-পরীক্ষার জন্য গ্রাম হইতে বিদায় লইলেন। কলিকাতায় তাঁহার ভগ্নীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাশ ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রথমে তাঁহাদিগের গৃহে আশ্রয় লইয়া চাকরীর উমেদারী করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোন সংবাদই কেহ বলিতে পারেন না। তবে তিনি যে অল্পদিনের মধ্যে একটি চাকরী যোগাড় করিয়াছিলেন এবং সেই মনিব-বাড়ীতেই অবস্থিতি করেন, ইহা সকলের মুখেই শুনা যায়। কিন্তু কে তাঁহার মনিব ছিলেন, সে বিষয়ে নানা জনে নানা কথা বলেন। কেহ বলেন, ভূকৈলাসের রাজবাড়ীতে, কেহ বা বলেন, গরাণহাটার দুর্গাচরণ মিত্রের বাড়ীতে তাঁহার চাকরী হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, বাগবাজারের মদনগোপাল বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান গোকুল মিত্রই রামপ্রসাদের মনিব ছিলেন। যাহা হউক, এই মিত্র-পরিবারে চাকরী পাইয়া রামপ্রসাদ কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার কাজকর্ম্মে উপরিওয়ালা কর্ম্মচারীদিগের প্রীতিভাজন হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন বিরাগভাজন হইতে লাগিলেন।

রামপ্রসাদ সংস্কৃত ও পারসী সাহিত্যের রসাস্বাদন করিয়া যেমন কাব্যানুরাগী হইয়াছিলেন, সেইরূপ উপনয়নের পর দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অবধি তিনি ধর্ম্ম-পিপাসুও হইয়াছিলেন। তাহার পর বোধ হয় অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, আদ্যাশক্তি ভগবতীর উপর তিনি অধিকতর নির্ভরশীল হইয়াছিলেন এবং সেই জগজ্জননীকে মাতৃরূপে দর্শন করিয়া, তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন দ্বারা

শান্তিলাভ করিতেন। সে সময়ে তাঁহার মনে যখন যে ভাবের চিন্তা উদিত হইত, তিনি সেই ভাবের এক একটি গান রচনাপূর্ব্বক তাহা নির্জ্জনে গাহিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। তিনি মুহুরীগিরি চাকরী পাইয়াছিলেন, সম্মুখে হিসাবের খাতাপত্র সর্ব্বদাই থাকিত, ইহাতে যখন যে গীতটি রচনা করিতেন, তাহা ভুলিয়া যাইবার আশঙ্কায় খাতায় কপালটুকীতে বা অন্যস্থানে লিখিতেন। ক্রমে এই গানরচনায় তিনি এত বিভোর হইয়া পড়িলেন যে, কাজকর্ম্মে অনবধানতা ঘটিতে লাগিল। উপরওয়ালারা বিরক্ত হইয়া মনিবের নিকট তাহা জানাইতেন। কিন্তু সদাশয় মনিব নবাগত অল্পবয়স্ক যুবককে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের উপায় বন্ধ করা সমীচীন বোধ করেন নাই; কিন্তু উত্তরোত্তর রামপ্রসাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিয়া ক্রমে তিনিও বিরক্ত হইলেন এবং এক দিন উপরওয়ালা কর্ম্মচারীকে, তাঁহার নিকট রামপ্রসাদকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। কর্ম্মচারী সুযোগ পাইয়া রামপ্রসাদকে ত ডাকিয়া আনিলেনই, তদ্ব্যতীত হিসাবের খাতাখানিও মনিবের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং তাহার অষ্টপৃষ্ঠে রামপ্রসাদ যে কালীনাম লিখিয়াছিলেন ও গীত লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা দেখাইলেন। প্রথমেই মনিবের চক্ষে "আমায় দাও মা তবিলদারী, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী" (পদাবলী ১২১ দেখ) গীতটিতে মনিবের দৃষ্টি পড়ে। তিনি গানটি একবার দুইবার তিনবার পড়িলেন। শুনিয়াছি, "আমি বিনা মাইনের চাকর তবু চরণ-ধূলার অধিকারী" গীতের এই অংশ পাঠ করিয়া মনিবের চক্ষু অশ্রুপূরিত হইয়াছিল। তিনি বুঝিলেন, রামপ্রসাদ কেবল অন্নের সংস্থান জন্য এই সামান্য মুহুরীগিরি চাকুরী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, নতুবা ইঁহার পাণ্ডিত্যের সহিত যেরূপ ধর্ম্মপ্রাণতা দেখা যাইতেছে, তাহাতে তিনি যে উচ্চতম কার্য্যসম্পাদনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, রামপ্রসাদকে কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিতে এবং তিনি যে বেতন পাইতেছিলেন, তাহাই তাঁহাকে বৃত্তিস্বরূপ মাসে মাসে দিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রকাশ্যে রামপ্রসাদকে বলিলেন, "বাপু! তুমি এই তুচ্ছ সংসারের কাজ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই, তুমি যে 'তবিলদারী' চাহিয়াছ, তাহা তুমি সময় হইলেই পাইবে, এখন তুমি নিজের গৃহে যাইয়া সে জন্য প্রস্তুত হও। তুমি আমার দপ্তরখানার খাতা নষ্ট কর নাই, প্রত্যুত তোমার হস্তাক্ষরে উহা পবিত্র হইয়াছে। আমার দপ্তরে বংশাবলী-ক্রমে ঐ খাতা থাকিবে ও তোমার ভগবদ্ভক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এখন তুমি বাড়ী যাও, সেখানে বসিয়া তুমি আমার সংসার হইতে মাসে মাসে ৩০৲ টাকা পাইবে।" রামপ্রসাদ হালিসহরে গৃহে যাইলেন এবং সেখানে গিয়া মনের সাধে সাধন-ভজন ও মায়ের নাম গাহিতে লাগিলেন।

রামপ্রসাদের গৃহের অনতিদূরে পতিতপাবনী গঙ্গা। তিনি প্রতিদিন তথায় স্নান করিতে যাইতেন এবং আকণ্ঠ-জলে নিমগ্ন হইয়া প্রেমভরে উচ্চকণ্ঠে বহুক্ষণ ধরিয়া গান গাহিয়া "মাকে" ডাকিতেন, মায়ের নিকট কাঁদিতেন, কখনও প্রার্থনা করিতেন, কখনও বা শিশুর ন্যায় আবদার করিতেন। নিত্য যে সকল গান রচনা করিতেন, পরদিন তাহা গঙ্গাগর্ভে দণ্ডায়মান হইয়া গাহিতেন যাহারা ঘাটে স্নান করিতে যাইত, তাহারা মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিত, নৌকারোহণে যাহারা স্থানান্তরে যাইত, তাহারা ক্ষণকালের জন্য ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া অতৃপ্তকর্ণে সেই অপূর্ব্ব মধুর-স্বর-লহরীযুক্ত সঙ্গীত শুনিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত।

কথিত আছে, একদা নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নৌকারোহণে কলিকাতা যাত্রাকালে বা তথা হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনকালে হালিসহরের উল্লিখিত স্নান-ঘাটের নিকট উপস্থিত হইয়া রামপ্রসাদের কণ্ঠ-উচ্চারিত গান শুনিতে পান। যতক্ষণ রামপ্রসাদ গান গাহিতে লাগিলেন, ততক্ষণ তাঁহার তরণী গঙ্গাবক্ষে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। রামপ্রসাদ ঘাটে উঠিয়া তীরে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে বসিলে, মহারাজ তাঁহার নৌকা ঘাটে ভিড়াইলেন এবং রামপ্রসাদের পূজাহ্নিক শেষ হইলে, তিনি তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিলেন। এই আলাপ-পরিচয়ের ফলে মহারাজের সহিত রামপ্রসাদের বন্ধুতা হইল এবং মহারাজের উৎসাহে তাঁহার কবিত্বশক্তি অধিকতর বিকাশ লাভ করিতে লাগিল।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নব-রত্নের ন্যায় নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায়ও অনেকগুলি "রত্ন" ছিলেন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন তাহার শ্রেষ্ঠ রত্ন। ভারতচন্দ্র যেমন মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে অমরত্বলাভ করিয়াছেন, রামপ্রসাদও সেইরূপ মহারাজের কৃপাচ্ছায়ায় থাকিয়া "বিদ্যাসুন্দর", "কালী-কীর্ত্তন" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা এবং তাঁহার অমর সাধন-সঙ্গীত রচনাপূর্ব্বক চিরযশস্বী হইয়াছেন। রামপ্রসাদের সঙ্গীত যাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, রামপ্রসাদ কি জন্য আদিরস-প্রধান

"বিদ্যাসুন্দর" কাব্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার গীতাবলীর তুলনায় "বিদ্যাসুন্দর" অতি নিকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহা কবিত্বরস-বিবর্জ্জিত না হইলেও, সমসাময়িক প্রতিভাশালী কবি ও আদিরসে সিদ্ধহস্ত ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দরে"র ছায়ায় ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। সকলেই স্বীকার করিবেন, আদিরস-রচনা রামপ্রসাদের ক্ষেত্র ছিল না। তিনি যে রসে মগ্ন ছিলেন, সে রসের নিকট অন্য সকল রসই বিস্বাদ। সুতরাং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে আদিরস ভিয়ান করিতে গিয়া তিনি বিপাকে পড়িয়াছিলেন, কাজেই পাক ঠিক রাখিতে পারেন নাই। অন্য কাহারও রচনা হইলে কবিরঞ্জনের এই বিদ্যাসুন্দর উপেক্ষিত হইত না, প্রত্যুত সমাদৃত হইত। কিন্তু যিনি তাঁহার সাধন-সঙ্গীতে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা ফেলিয়া কে ক্ষণিক রসনা-তৃপ্তির জন্য ওরূপ অম্লরসের আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইবে? এই হেতুই কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর তাদৃশ প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। আর একটি কারণ, তাঁহার গান ও পদাবলী যেরূপ সরল, সহজ, আড়ম্বরশূন্য ভাষায় রচিত, বিদ্যাসুন্দরের ভাষা তেমন নহে। ইহা সংস্কৃতবহুল, দ্ব্যর্থবাচক, জটিল ও শব্দাড়ম্বরে পূর্ণ। পক্ষান্তরে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ভাষা গঙ্গাতরঙ্গের ন্যায় যেরূপ চলচল ছল ছল গতিতে প্রবাহিত এবং ছন্দের যেরূপ মধুময় ঝঙ্কার, তাহাতে পাঠকের মন স্বতই আকৃষ্ট হয়।

ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" ও কবিরঞ্জনের "বিদ্যাসুন্দর" একই আদর্শে রচিত, সুতরাং আখ্যান-বিষয়ে উভয় গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ মিল দৃষ্ট হয়। বোধ হয়, উভয় কবিকেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রাচীনকালে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে উভয়ে তাহা প্রণয়ন করিয়া রাজ-পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নের পর মহারাজ রামপ্রসাদকে "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান ও এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। ভারতচন্দ্রকেও "রায় গুণাকর" উপাধি এবং ঐরূপ নিষ্কর ভূমি তিনি দান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, এরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন রামপ্রসাদের প্রকৃতির উপযোগী নহে। সেইজন্য তিনি গ্রন্থখানিকে তাঁহার আরাধ্যা দেবী কালীমাতার মহিমাবর্ণনার ভাবে রচনা করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থমধ্যে যে একটা আধ্যাত্মিক ভাব লুক্কায়িত আছে, তাহা নিম্নোক্ত পদ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"কালীকিঙ্করের কাব্য কথা বোঝা ভার।
সে বুঝে অক্ষর কালী হৃদে আছে যার।"

এরূপ গ্রন্থ-প্রণয়ন অপেক্ষা মাতৃনাম গানই যে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার বস্তু, তাহাও তিনি গ্রন্থমধ্যে বলিতে ত্রুটি করেন নাই :—

"বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত।
গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব মত্ত।"*

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থখানি ভারতচন্দ্র আগে রচনা করিয়াছিলেন, কি রামপ্রসাদ আগে লিখিয়াছিলেন, এ বিষয়ে নানা লোক নানা কথা বলিয়া থাকেন। তবে প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত "কালিকা-মঙ্গল" নামধেয় বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে নিম্নোক্ত কয়েক পংক্তি দেখিয়া বোধ হয়, রামপ্রসাদের গ্রন্থ ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছিল এবং তৎপূর্ব্বে নিমতাগ্রামনিবাসী কবি কৃষ্ণরাম "কালিকা-মঙ্গল" নাম দিয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন।

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ।
বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা যাঁর বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥"

বিদ্যাসুন্দর রচনার পর কবিরঞ্জন আর কোন কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন নাই। অতঃপর তিনি "কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম" ও তাঁহার সর্ব্বস্ব সেই এলোকেশীর গুণ কীর্ত্তন করিয়াই তাঁহার আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যিক পিপাসা মিটাইতেন।

রামপ্রসাদ সেন শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি যথাবিহিত তান্ত্রিক আচারানুযায়ী শক্তিসাধনায় মনঃপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি এই শক্তি সাধনার জন্য নিজ গৃহের এক অংশে পঞ্চমুণ্ডী আসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তদুপরে উপবিষ্ট হইয়া যোগ-ধ্যানাদি করিতেন। তিনি প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে গিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার নিজের অভিনব সুরে মায়ের নাম গাহিয়া আপনি যেমন তৃপ্তি লাভ করিতেন, তেমনই গঙ্গাস্নানে সমাগত জনগণকেও মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরের

* বিদ্যাসুন্দরের "কালী-বন্দনায়" রামপ্রসাদ আভাষ দিয়াছেন যে, এই গ্রন্থরচনার জন্য দেবী তাঁহার পত্নীকে প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "অখিলজননী তব চরিত্র কেমন। হেদে গো করুণাময়ি! এ আর কেমন॥ মম দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এতো বিমুখ আমারে॥"

এমনই মোহিনী শক্তি ছিল যে, অতি দুর্বৃত্ত পাষণ্ড ব্যক্তিও সে গান শুনিয়া কিছুকালের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইত। এ বিষয়ে হালিসহরে নানা গল্প প্রচলিত আছে। সে সময়ে নবাব সিরাজুদ্দৌলা নৌকারোহণে মধ্যে মধ্যে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন। একবার এইরূপ গমনকালে তিনি দূর হইতে রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া পরিচারকদিগকে, "কে গান গাহিতেছে," অনুসন্ধান করিতে বলেন। পরিচারকেরা নৌকার উপরে উঠিয়া কূলে রামপ্রসাদকে দেখিতে পাইয়া নবাবকে বলে যে, এক হিন্দু গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া গান করিতেছে। নবাব তখনই তাঁহার নৌকা কূলে লইয়া যাইতে আদেশ করেন এবং তথায় কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে প্রসাদের গান শুনিয়া পরে তাঁহাকে নৌকায় উঠিতে অনুরোধ করেন। প্রসাদ বিনা আপত্তিতে সে অনুরোধ রক্ষা করেন। তখন নবাব বলেন, তিনি তাঁহার গান শুনিতে ইচ্ছা করেন। প্রসাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে যে অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত সুরই সাক্ষ্য দিতেছে; সুতরাং তিনি প্রথমে নবাবের বুঝিবার উপযোগী একটী হিন্দী গান গাহিতে আরম্ভ করেন। গানটি শেষ হইলে নবাব বলিলেন, "ও গান নহে, তুমি যে গান এতক্ষণ গাহিতেছিলে, তাহাই আমাকে শুনাও।" তখন রামপ্রসাদ মধুরকণ্ঠে তাঁহার স্বরচিত সাধন-সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করেন। সিরাজুদ্দৌলা সেই গান শুনিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার সহিত মুর্শিদাবাদে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রসাদ তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। তবে অন্য এক সময়ে তথায় গিয়া তাঁহার সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

হালিসহর যেমন শাক্তপ্রধান স্থান ছিল, তেমনই তথায় বহু ভক্ত বৈষ্ণবের বাসও ছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন প্রভৃতি তাঁহার বহু শিষ্যগণ কুমারহট্ট ও নিকটবর্ত্তী কাঁচরাপাড়া গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। এই হেতু হালিসহরে বৈষ্ণবের সংখ্যা বড় অল্প ছিল না। পূর্ব্বে শাক্ত-বৈষ্ণবের মধ্যে অনেক সময়ে পরিহাসচ্ছলে বিবাদ হইত, কিন্তু সে জন্য তাঁহাদিগের মনোমালিন্য ঘটিত না। শাক্তকে বিদ্রূপ করিয়া বৈষ্ণব তাঁহার ধর্ম্মের নিন্দা করিতেন, আবার শাক্ত বৈষ্ণবের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। এই বিবাদ উপলক্ষে এ দেশে অনেক ছড়া, গান প্রভৃতি প্রচলিত আছে। রামপ্রসাদের সময় হালিসহরে আজু গোঁসাই নামে এক রসিক বৈষ্ণব ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। কেহ বলেন, অযোধ্যানাথ গোঁসাই, কেহ বলেন, অচ্যুত গোঁসাই, আবার অন্যে বলেন, তাঁহার নাম ছিল রাজচন্দ্র বা রাজু গোঁসাই, নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা "রাজু"র পরিবর্ত্তে "আজু" বলিত। শেষে সেই নামেই তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি এক জন গ্রাম্য কবি ছিলেন; ছড়া, গান ইত্যাদি বাঁধিবার তাঁহার শক্তি ছিল। কিন্তু সে জন্য তাঁহার প্রসিদ্ধিলাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু "অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে, পুষ্প সহ কীট যথা উঠে সুরমাথে," সেইরূপ সাধক কবি রামপ্রসাদের সংস্রবে আসিয়া আজু গোঁসাইও অমর হইয়াছেন। শাক্ত রামপ্রসাদ যে সকল গীত রচনা করিতেন, আজু গোঁসাই তাহার উত্তরস্বরূপ শাক্তের নিন্দা ও বৈষ্ণবের প্রশংসাসূচক পদ রচনা করিতেন। আজু গোঁসাইয়ের সেই সকল গীতের মধ্যে কোন ঈর্ষ্যা-দ্বেষের ভাব দেখা যায় না। গানগুলি বিদ্রূপাত্মক ও হাস্যোদ্দীপক। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, আজু গোঁসাই একবারে কবিত্বশক্তিহীন ছিলেন না। তিনি যেমন পরিহাসরসিক ছিলেন, তেমনি সুপণ্ডিত ও ভাবুক ছিলেন। কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও সময়ে সময়ে হালিসহরে গিয়া এই শাক্ত-বৈষ্ণবের বিবাদসূচক সঙ্গীত-সংগ্রাম উপভোগ করিতেন। আমরা রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইয়ের সঙ্গীত-সংগ্রামের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি; পাঠকগণ দেখিবেন, ইহা কিরূপ উপভোগ্য। রামপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের জন্মের পর রামপ্রসাদ, "এ সংসার ধোঁকার টাটী" (পদাবলী ১৭১ সংখ্যক) এই ভাবের একটি গীত রচনা করিয়া নিজের সংসারাসক্তির জন্য আক্ষেপ করেন। আজু গোঁসাই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া সেই গীতের এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন :—

"এ সংসার রসের কুটি।
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি।
ওরে যার যেমন মন, তার তেমন ধন,
মন কর রে পরিপাটী।
ওহে সেন, নাহি জ্ঞান, বুঝ তুমি মোটামুটি।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি।
রমণীরে বিষ ভেবেছ, তাতেও ত না দেখি ত্রুটি।
তুমি ইচ্ছা-সুখে খেলে পাশা, কাঁচিয়েছ পাকা গুঁটী,
মহামায়ায় বিশ্ব ছাওয়া, ভাবছ মায়ার বেড়ী কাটি।
তবে শ্যামের পদে অভেদ জেনো শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।"

আজু গোঁসাই এই গানে যেমন রামপ্রসাদের গীতের সকল উক্তির প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, তেমনই তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণও নিক্ষেপ করিয়াছেন; আবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনেও ত্রুটি

করেন নাই। পূর্ব্বে প্রায় প্রতি গ্রামেই এরূপ গ্রাম্য কবি বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অনেকেরই গীত লুপ্ত হইয়াছে। রামপ্রসাদের অন্য আজু গোঁসাইয়ের কয়েকটি গীত এখনও লোক-মুখে চলিয়া আসিতেছে। আমরা আরও কয়েকটি গীত দ্বারা আজু গোঁসাইয়ের শক্তির পরিচয় দিতেছি। রামপ্রসাদের "ডুব দে মন কালী ব'লে" (পদাবলী ১২২ সংখ্যক) গান শুনিয়া আজু গোঁসাই গাহিলেন:—

"ডুবিস্ নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি॥
একে তোমার কফো নাড়ী, ডুব দিও না বাড়াবাড়ি।
তোমার হ'লে পরে জ্বরজাড়ী মন
যেতে হবে যমের বাড়ী॥
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট মিছে কষ্ট কেন করি।
ও তুই ডুবিস নে মন ধর্ গে ভেসে,
শ্যাম কি শ্যামার চরণতরী॥"

প্রসাদের—"আর মন বেড়াতে যাবি,
কালী কল্পতরু-তলে গিয়ে চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।"
(পদাবলী ৭২ সংখ্যক) গীতের উত্তরে
আজু গোঁসাই গাহিলেন:—
"কেন মন বেড়াতে যাবি।
কারো কথায় কোথাও যাস্‌নে রে তুই,
মাঠের মাঝে মারা যাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রে মন নিজে কভু না চিনিবি।
ও তুই মদের ঝোঁকে কর্ত্তে পারিস্
মাঝ গাঙ্গেতে ভরা ডুবি॥
বাঁশ-বনে গিয়ে ডোম কাণা হয় এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি।
শেষে কল্প-তরুর তলায় গিয়ে কি ফল
নিতে কি ফল নিবি॥"

তান্ত্রিক মতে শক্তি-সাধনায় যে সুরাপানের বিধি আছে, রামপ্রসাদ তদনুসারে সুরা পান করিতেন, এরূপ একটি প্রবাদ আছে। আজু গোঁসাই তাই উল্লিখিত গীতে তাঁহাকে একটু শ্লেষ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ শ্লেষের উত্তরেই রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

"মন ভুল না কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল ব'লে॥
সুরা পান করি নে রে, সুধা খাই রে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ
মদ মাতালে মাতাল বলে।" ইত্যাদি
পদাবলী ১৬৩ হইতে ১৬৫ সংখ্যক গীত)

বাস্তবিক রামপ্রসাদ সুরা পান করিতেন কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু তিনি যে তাঁহার একটি গীতে বলিয়াছেন, "আমার জ্ঞান-শুঁড়ীতে চুঁয়ায় ভাঁটি, পান করে মোর মন মাতালে" (পদাবলী ১৬৫ সংখ্যক) সে কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। যে "পেয়ালার" জন্য হাফেজ সর্ব্বদাই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন, রামপ্রসাদও সেইরূপ "যে সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মিলে" সেই সুরারই পিয়াসী ছিলেন।

আজু গোঁসাইয়ের আর দুই একটি গীতের পরিচয় দিয়া, আমরা রামপ্রসাদ-আজুগোঁসাই-কাহিনী শেষ করিব। রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তনে "মায়ের গোষ্ঠগমন" নামে যে ভজনটি (৭ম পৃষ্ঠা) আছে, তাহার উত্তরে আজু গোঁসাই এইরূপ একটি গীত রচিয়াছিলেন:—

"না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁটালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি বনে পাঠায় রে॥"

রামপ্রসাদ গাহিলেন, "মুক্ত কর মা মায়াজালে।"

এ গানটি অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কথিত আছে, ইহার উত্তরে আজু গোঁসাই গাহিয়াছিলেন:—

"বদ্ধ কর মা ক্ষেপলা জালে।
যাতে চুনোপুঁটি পালাবে না, মজা মারবো ঝোলে ঝালে।"

রামপ্রসাদের সর্ব্বজনবিদিত "এবার কালী তোমায় খাব" (পদাবলী ১৪২ সংখ্যক) গীতের উত্তরে আজু গোঁসাইয়ের গীত এইরূপ:—

"সাধ্য কি তোর কালী খাবি।
ও যে রক্তবীজের বংশ খেলে
তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি॥
সর্ব্বাঙ্গে নয়, উভয় গালে ভুষো কালী মেখে যাবি।
আবার কালেরে দেখাতে কলা
নিজে যে কলা দেখিবি॥"

প্রসাদের—"মন রে আমার এ মিনতি,
তুমি পড়া-পাখী হও করি স্তুতি।"
(পদাবলী ১৪৭ সংখ্যক) গীতের উত্তর এইরূপ—
"হয়ো না মন পড়া-পাখী।
ওরে বন্দী হ'লে হয় না সুখী॥
পাখী হ'লে তত্ত্ব ভুলে দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি।
তুমি মুখে বলবে পরের বুলি, পরম তত্ত্বের জানিবে কি॥
ভক্তি-গাছে মুক্তি ফলে, সে ফল উড়ে খাও গে দেখি।
খেলে মায়ার ফাঁদে পড়বে না আর,
শমন-ব্যাধে দিবে ফাঁকি॥"

আজু গোঁসাই সদানন্দ সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিত, তাই একবার রামপ্রসাদ একটা কথার সূত্রে গোঁসাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"কর্ম্মের ঘাট, তেলের কা'ট ও পাগলের ছা'ট যোলেও যায় না।" গোঁসাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—"বর্ম্মচোর, স্বভাবচোর, আর মদের ঘোর মোলেও যায় না।" গোঁসাই কিরূপ প্রত্যুৎপন্নমতি উপস্থিতবক্তা ছিলেন, ইহাতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আজিকার দিনে এরূপ উদারপ্রাণ, রসজ্ঞ ও রসিক লোক বড়ই বিরল।

বৈষ্ণব আজু গোঁসাই যদিও শাক্ত রামপ্রসাদের গীতের কথার ছল ধরিয়া নানা বিদ্রূপ করিতেন, কিন্তু রামপ্রসাদ কখনও তাঁহার প্রতি সেরূপ ব্যবহারের পরিচয় দেন নাই। প্রসাদ সাধনের যে উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা শাক্ত, বৈষ্ণব, সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিসংবাদ ও ভেদাভেদজ্ঞানের অতীত। মানুষের এই ভেদবুদ্ধি দূর করিবার জন্য তিনি আপনাকে উদ্দেশ করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন :—

"মন ক'র না দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম-পুরাণে করিলাম
কত খোঁজ-তল্লাসী।
ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম,
সকল আমার এলোকেশী" ইত্যাদি॥
(পদাবলী ৪৯)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন তাঁহার রচিত গানের জন্যই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার রচিত সমগ্র গান এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি এক লক্ষ গান রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা তাঁহার একটি সঙ্গীতের—

"লাখ উকিল করেছি খাড়া।
সাধ্য কি মা ইহার বাড়া॥"
(৬৩ সংখ্যক পদাবলী)

এই উক্তিটির উল্লেখ করেন। মনুষ্য-জীবনে লক্ষ গীত রচনা করা কতদূর সম্ভব, তাহার বিচার না করিয়া আমরা যখন বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার রচিত ২৫০ গীতও সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তখন সে কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও ক্রমে লোকমুখে কতরূপে যে বিকৃত হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। এই গানে বিভিন্ন গায়ককে বিভিন্ন শব্দ যোজনা করিয়া গাহিতে আমরা শুনিয়াছি। তাঁহার চরিতাখ্যায়কদিগের কেহই তাঁহার হস্তলিখিত গীতের প্রতিলিপি পান নাই। "প্রসাদ-প্রসঙ্গ"-রচয়িতা ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রসাদের বংশধরদিগের নিকট হইতে যে সকল কাগজ-পত্র লইয়া গিয়াছিলেন, তন্মধ্যেও তাঁহার হস্তলিখিত কোন গীত তিনি পান নাই। এই হেতু লোকমুখে শ্রুত গানই প্রকাশকদিগের একমাত্র অবলম্বন। তবে প্রসাদের গীতের ভাষার একটি বিশেষত্ব আছে, যাহাতে দুই একটি কথার পরিবর্ত্তন ঘটিলেও মূল গীতটি যে তাঁহার রচিত, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমাদিগের সংগৃহীত গীত সকল সেইরূপ পরীক্ষার দ্বারাই আমরা প্রসাদের গীত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি; যে সকল গীতে প্রসাদের ভাষা ও ভাবের ব্যত্যয় দেখিয়াছি, আমরা সাধ্যমত সে সকল গীত এ গ্রন্থমধ্যে প্রকাশ করি নাই। আমাদিগের এ সকল কথা বলিবার হেতু এই যে, প্রসাদী সুরে ও প্রসাদের ভণিতায় অনেক গীত প্রসাদের নামে প্রচলিত আছে।

প্রসাদ-প্রসঙ্গ-রচয়িতা বলেন, পূর্ব্ববঙ্গে রামপ্রসাদ নামে এক ব্রাহ্মণ প্রসাদী সুরে "দ্বিজ রামপ্রসাদ" ভণিতায় অনেক গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সকল গীত "কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের" গীত বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ' প্রকাশের পর বহু দিন অতীত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি পূর্ব্ববঙ্গের কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ লোক সেই "দ্বিজ রামপ্রসাদের" কোন পরিচয়ই আমাদিগকে দেন নাই, তখন ঐ নামীয় কোন গীত-রচয়িতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের সন্দেহ হইলে কাহারও বিস্মিত হইবার কারণ নাই। আমাদিগের মনে হয়, খ্যাতনামা কবিরঞ্জনের গীত বিদ্যমান থাকিতে, সেই নামের অন্য কোন গীত-রচয়িতা আপনার গীতগুলি যাহাতে অন্যের নামে পরিচিত না হয়, সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। কেবলমাত্র "দ্বিজ রামপ্রসাদ" ভণিতাযুক্ত তাঁহার গীতগুলি যে কবিরঞ্জনের নহে, ইহা বিবেচনা করিবার হেতু নাই, যেহেতু, "সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে" এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে বৈদ্য রামপ্রসাদেরও দ্বিজ শব্দে অভিহিত হইবার অধিকার ছিল। বৈদ্যগণের ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের ন্যায় উপনয়নসংস্কার হইয়া থাকে এবং বৈশ্যের ন্যায় তাঁহারা পঞ্চদশ দিবস মৃতাশৌচ গ্রহণ করেন। এই হেতু আমরা "দ্বিজ রামপ্রসাদ" ভণিতায় গানও কবিরঞ্জনের রচনা বলিয়া এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছি। সে গানগুলির রচনার ভঙ্গী দেখিয়া অন্য কোন ব্যক্তির রচিত বলিয়া মনে হয় না।

কবিরঞ্জনের "কালী-কীর্ত্তন", "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" ও "শিব-সংকীর্ত্তন" গীতচ্ছন্দেই রচিত। শিব-সংকীর্ত্তন সম্পূর্ণ

খাও পাওয়া যায় না। কালী-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মধ্যেও রামপ্রসাদ তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

আমরা কবি রামপ্রসাদের পরিচয় দিয়াছিলাম। এক্ষণে সাধক রামপ্রসাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া, এই মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী শেষ করিব। রামপ্রসাদ যে প্রথম-জীবন হইতেই ধর্ম্মানুরাগী ও ভক্তিমান্ ছিলেন, তাহার পরিচয় আমরা তাঁহার মনিবের হিসাবের খাতায় "আমায় দাও মা তবিলদারী" গীত লেখাতেই পাই। ভাবে বিভোর না হইলে, ভক্তিপ্রেমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য না হইলে, কেহ এমন করে না। তৎপরে তিনি সাংসারিক কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, সেই ভক্তি-সাধনায় মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া অচিরকাল-মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার গ্রামবাসীরা তাঁহাকে সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং সে জন্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতেন না।

রামপ্রসাদ যে তাঁহার আরাধ্যা দেবীকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাক্ষাৎকারে প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিতেন, তাঁহার রচিত বহু সঙ্গীত তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। জগজ্জননীকে তিনি যে সাক্ষাৎ গর্ভধারিণীর মত দেখিতেন, এবং সে জন্য কখন কখন তাঁহার নিকট আবদার করিতেন, কখনও অভিমান করিতেন, আবার কখনও বা ক্রোধ প্রকাশ করিতেন, ইহা তাঁহার সঙ্গীতে যেমন দেখা যায়, এমন আর কোন কবির রচনায় পরিলক্ষিত হয় না। "এবার আমি বুঝ্‌ব হরে", "মা মা ব'লে আর ডাকিব না", "মা মা ব'লে আর ডাকিস্ না রে মন, মাকে কোথা পাবে ভাই" ইত্যাদি গীত ভক্তি-সাহিত্যে অতুলনীয়। তিনি যে মায়ের অভয়পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং সে জন্য শমন-ভয়শূন্য হইয়াছিলেন, তাহা "আমি ক্ষেপার খাস তালুকের প্রজা," "আমার সনদ দেখে যা রে" (পদাবলী ৫৪ ও ৫৫) প্রভৃতি গীতে স্পষ্টরূপে সূচিত হয়। জগন্মাতা যে রামপ্রসাদকে সশরীরে দেখা দিতেন, ইহা রামপ্রসাদের গ্রামবাসীরাও বিশ্বাস করিতেন এবং সে বিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে নানা অতিপ্রাকৃত কাহিনীও প্রচলিত আছে। পাঠকদিগের অবগতির জন্য তাহার দুই একটি এ স্থলে উল্লিখিত হইল।

এক দিন রামপ্রসাদ ঘরের বেড়া বাঁধিতেছিলেন। তিনি তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরীকে বেড়ার অপর দিকে গিয়া বেড়ার ছিদ্রপথে দড়ি ফিরাইয়া দিতে আদেশ করেন। জগদীশ্বরী কিছুক্ষণ তাহা করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। কিন্তু সে কারণ দড়ি ফিরানতে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। বেড়া বাঁধা শেষ হইলে জগদীশ্বরী তথায় আসিয়া উপস্থিত হন, এবং কে দড়ি ফিরাইয়াছিল, পিতাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। রামপ্রসাদ বিস্মিত হইয়া কন্যাকে বলিলেন "কেন, তুমিই ত দড়ি ফিরাইতেছিলে।" কিন্তু জগদীশ্বরী যখন পিতাকে প্রকৃত কথা জানাইল, তখন আর রামপ্রসাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, স্বয়ং জগদীশ্বরী আসিয়াই তাঁহার বেড়া বাঁধায় সাহায্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে রামপ্রসাদ "মন কেন মার চরণ ছাড়া" * * * "মা ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া" (পদাবলী ১৪৫) গীতটি রচনা করিয়াছিলেন।

আর একটি প্রবাদ আছে যে, এক দিন স্বয়ং অন্নপূর্ণা এক সামান্যা স্ত্রীলোকের বেশে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং তাঁহার গান শুনিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রামপ্রসাদ তখন গঙ্গাস্নানে বাহির হইয়াছিলেন, এ জন্য স্ত্রীলোকটিকে ক্ষণকাল তাঁহার গৃহে অপেক্ষা করিতে বলেন এবং স্নান করিয়া গৃহে আসিয়া তাঁহাকে গান শুনাইবেন বলিয়া চলিয়া যান। কিন্তু প্রসাদ চক্ষুর অন্তরাল হইলে, অন্নপূর্ণা তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে নিম্নোক্ত কথা কয়টি লিখিয়া অন্তর্হিত হন, "আমি কাশীর অন্নপূর্ণা, তোমার গানশুনিতে আসিয়াছিলাম, তোমার কথামত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, পুনরায় কাশী চলিলাম। তুমি সেখানে গিয়া আমাকে গান শুনাইও।" রামপ্রসাদ গৃহে ফিরিয়া দেওয়ালের লেখা দেখিয়া আর কালব্যাজ করিলেন না; কাশীযাত্রা করিলেন। কিন্তু ত্রিবেণী পর্য্যন্ত যাইলে, তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল, "তোমাকে কাশী যাইতে হইবে না, তুমি ঘরে বসিয়া আমাকে গান শুনাইও।" এই উপলক্ষে তিনি, "আর কাজ কি আমার কাশী" (পদাবলী ১২৬ সংখ্যক) গীত রচনা করিয়াছিলেন।

প্রসাদ যে জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন, তাঁহার অলৌকিক মৃত্যুই তাহার প্রমাণ। হালিসহরবাসীরা পুরুষানুক্রমে এই অদ্ভুত মৃত্যু-কাহিনী বিবৃত করিয়া, রামপ্রসাদ যে প্রকৃত সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন, তাহার পরিচয় দিয়া থাকেন। কথিত আছে, রামপ্রসাদ প্রতি বৎসর স্বগৃহে মহাসমারোহে শ্যামাপূজা করিতেন, পূজার পরদিন প্রতিমা বিসর্জ্জন করিবার জন্য আপনি ঘট মস্তকে লইয়া প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরে যাইতেন। মৃত্যুর বৎসরেও সেইরূপ করেন। কিন্তু সেই বৎসর তীরে প্রতিমা রাখিয়া বহুক্ষণ তাঁহার সম্মুখে ধ্যানস্তিমিতনেত্রে বসিয়া থাকেন এবং প্রতিমাকে জলে লইয়া যাইতে বলিয়া আপনিও জলে নামেন। তিনি জলে নামিতে নামিতে একে একে চারিটি গান গাহেন। শেষ গীতটি গাহিবার সময় তিনি আকণ্ঠ-জলে দেহ নিমজ্জিত করিয়া দণ্ডায়মান হন। প্রথমে "তিলেক

দাঁড়াও ওরে শমন বদন ভ'রে মাকে ডাকি।" (পদাবলী ১১০ সংখ্যক) তৎপরে "বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে।" (পদাবলী ২২৩ সংখ্যক), তার পরে "এলাম ভূতের ব্যাগার খেটে।" (পদাবলী) ১২৫ সংখ্যক) ও সর্ব্বশেষে "তারা, তোমার আর কি মনে আছে" (পদাবলী ২২৫ সংখ্যক) ভক্তিভরে গাহিতে লাগিলেন। এই শেষ গীতের শেষ চরণ যখন গাহিতে লাগিলেন, তখন প্রসাদের মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি গাহিতে লাগিলেন, "প্রসাদ বলে মন দৃঢ়, দক্ষিণার জোর বড়, মা গো! ও মা! আমার দফা হ'ল রফা দক্ষিণা হয়েছে।" এই "দক্ষিণা হয়েছে" বাক্যটি যেমন মুখ হইতে নির্গত হইল, অমনি প্রসাদের ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া ব্রহ্মজ্যোতিঃ নির্গত হইল, ও তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ প্রাণশূন্য হইল। ভাগীরথী ভক্তের পবিত্র দেহ নিজ অঙ্কে গ্রহণ করিয়া কলকল নাদে এই অদ্ভুত মৃত্যু-সংবাদ চৌদিকে ঘোষণা করিলেন। যাঁহারা প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া বিস্ফারিত-নেত্রে অবাক্ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন এবং ক্ষণপরে আত্মীয়স্বজনের শোকার্ত্তনাদে ভাগীরথী-কূল আকুলিত হইল। কেহ কেহ এই ঘটনা অতিপ্রাকৃত বলিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত, বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির যেমন তাড়িতের সহায়তায় সংবাদ-প্রেরণ প্রভৃতি বিষয় এক সময়ে অতিপ্রাকৃত বলিয়া মনে বিবেচিত হইত, তেমনি আধ্যাত্মিক রহস্য অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে, রামপ্রসাদের এই মৃত্যু অলৌকিক হইলেও, ইহা অতিপ্রাকৃত নহে। "There are many things in heaven and earth Horatio! than are dreamt of in your Philosophy."

রামপ্রসাদের গীতসকল আলোচনা করিয়া, তিনি সাকার উপাসক ছিলেন কি নিরাকার উপাসক ছিলেন, এ বিষয়ে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। এক জন বলিয়াছেন, তিনি প্রথমে জড়োপাসক ছিলেন, পরে নিরাকার উপাসক হইয়াছিলেন। অন্যে আবার তাঁহাকে কেবলমাত্র মূর্ত্তি-উপাসক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামপ্রসাদ যে তাঁহার জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রত্যেক সঙ্গীত তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করে। বাস্তবিক তিনি মৃন্ময়ীকে স্পষ্টরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি জড়োপাসক ছিলেন না, তিনি সাকারের মধ্যে নিরাকার, আবার নিরাকারের মধ্যে সাকার দেখিতেন। এ দেশের সাধকমাত্রেই স্বীকার করেন, "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" এবং "রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্রাংশাদিক কল্পনা।" রামপ্রসাদও সেইরূপ সাধনের সহায়তা হেতু মূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তিপূজা 'জড়োপাসনা' নহে। রামপ্রসাদ সাধনকালে যখন যে ভাবে থাকিতেন, তখন সেইরূপ গীত রচনা করিতেন। কখনও তিনি তাঁহার শ্যামা মাকে "প্রণবরূপিণী, সগুণা, নির্গুণা, স্থূলা, সূক্ষ্মা" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিতা করিয়াছেন, আবার কখন "নিরুপম বেশ, বিগলিত কেশ, বিবসনা হরহৃদে কত নাচ গো রণে" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছেন, আবার অন্য সময়ে একেবারে নিরাকার সাধকের ভাবে বলিয়াছেন,—

"ওরে শত শত সত্য বেদ তারা আমার নিরাকারা।"
"ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি
কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাও হৃদি-পদ্মাসনে॥"

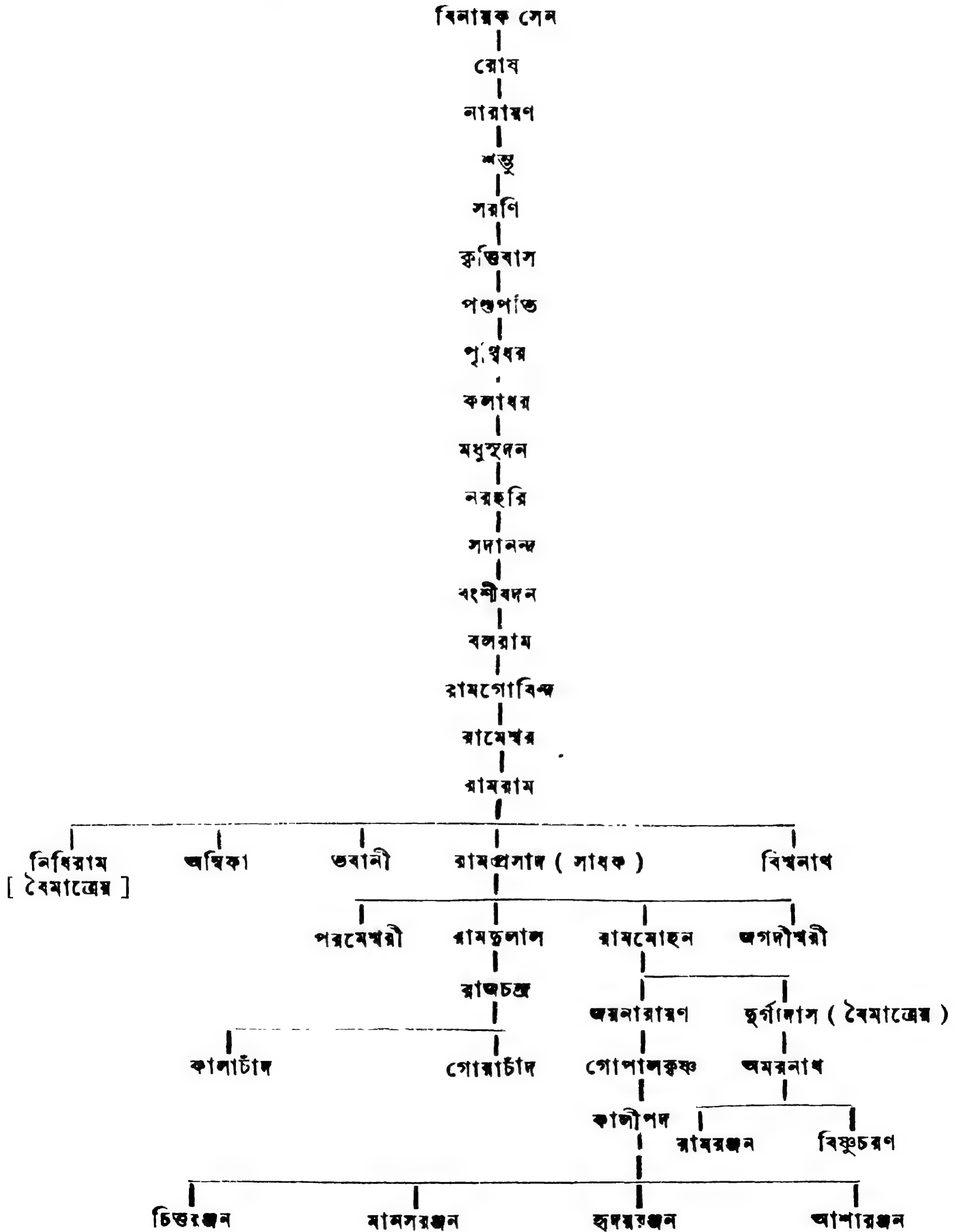
অথবা—"ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি মন তাও জান না।
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটীর মূর্ত্তি
গড়িয়ে করিস্ উপাসনা॥"

বলিয়া আপনাকে আপনি ভর্ৎসনা করিয়াছেন। অতএব তিনি সাকার উপাসক ছিলেন, কি নিরাকার উপাসক ছিলেন, সে বিচারে মাথা না ঘামাইয়া, তিনি সাধনের কি উচ্চস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা যদি চিন্তা করি, তাহা হইলে এই সকল ক্ষুদ্র তর্ক বাতাসে বিলীন হইয়া যায়।

রামপ্রসাদের ন্যায় সিদ্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ ধন্য। আবার তাঁহার ন্যায় সাধক ও ভক্ত কবি যে দেশে জন্মে, সে দেশ অধিকতর ধন্য। বঙ্গদেশ রামপ্রসাদের ন্যায় সিদ্ধ পুরুষ ও কবিকে পাইয়া বাস্তবিকই চির-ধন্য হইয়াছে। যত দিন বঙ্গভাষা থাকিবে, যত দিন বাঙ্গালীর কণ্ঠে গীত গাহিবার সুর থাকিবে, তত দিন রামপ্রসাদের গীত বাঙ্গালীর প্রাণে ভক্তি-প্রেমের অমৃত-তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া রামপ্রসাদের গৌরব চিরদিন প্রচার করিবে।

৺তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়
সাহিত্যনিধি।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বংশ-তালিকা



সূচী।

পদাবলীর সূচী।

(বর্ণানুসারে)

সমর বিষয়ক সঙ্গীত

বিদ্যাসুন্দর

রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন বিরচিত

বিদ্যাসুন্দর

—:•:—

রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন বিরচিত

—:•:—

অথ গণেশ বন্দনা

পরম পুরুষ প্রভু পুনঃ পুনঃ প্রণমহু
পর্ব্বতেশ-পুত্রী-প্রিয়-সুত।
বিভু বেদবিদাম্বর বিনায়ক বিঘ্নহর
বারণ-বদন গুণযুত॥
তরুণ অরুণ অণু অতি জ্যোতির্ম্ময় তনু
আজানুলম্বিতভুজদণ্ড।
আভরণ নানা মত মণি হেম মরকত
সিন্দূরে সুন্দর শুণ্ডগণ্ড॥
অদিতি-অঙ্গজ-শ্রেষ্ঠ আরোহণ আখু পৃষ্ঠ
আসরে উরহ একবার।
জনে যদি জপে নাম যম জিনি যোগ্য ধাম
যায় তায় করি অধিকার॥
দেব দেব দীনবন্ধু দাসে১ দেহি দয়াসিন্ধু
সবিশেষ উপদেশ সার।
শিব কর্ম্মে তুমি মূল হও শীঘ্র অনুকূল
আমি শিশু বঞ্চিত-সংস্কার॥
রামরাম সেন নাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তৎসুত রামপ্রসাদে কহে কোকনদ-পদে
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া॥

অথ সরস্বতী বন্দনা

যত্নে পুটাঞ্জলি অতি বন্দে মাতা সরস্বতী
মহাবিদ্যা সরসিজাসনী।
কুচভর-নমিতাঙ্গী ভুবনমোহন ভঙ্গী
বিদ্যারূপা ব্রহ্মাণ্ডজননী॥

১ (ক) পু-তে দীনে

শ্বেতপদ্ম শ্রীচরণ হংসবধূ অনুক্ষণ
হৃদিমধ্যে বিহর মা নিত্য।
ক্ষুদ্র আমি ক্ষীণ প্রজ্ঞা পাল মাতা নিজ আজ্ঞা
কণ্ঠে বসি কহ সুকবিত্ব॥
নানা যন্ত্র তাল মান আলাপে মোহিত জ্ঞান
রাগ ছয় ছত্রিশ রাগিণী।
ন বিদ্যা সঙ্গীত-পর যে গানে ত্রিপুরহর
দ্রব কৈলা দেব চক্রপাণি॥
সেই বস্তু এই গঙ্গা নির্ম্মল সুতুঙ্গভঙ্গা
কণামাত্রে মহাপাপ হরে।
সত্য সত্য বেদে উক্তি দর্শনে কৈবল্য মুক্তি
স্নানফল কহিবে কি নরে॥
ব্যাস বাল্মীকাদি-চয় মহাকবি মহাশয়
তব কৃপালেশে প্রজ্ঞাবান।
বহু কষ্টে চিত্তে খেদ সঙ্কলন করি বেদ
নানা শাস্ত্র করিলা বিধান॥
তব কৃপাদৃষ্টি যারে জগত জিনিতে পারে
ধরাতলে সেই জন ধন্য।
তুমি গো যাহারে বাম জীয়া তারে কিবা কাম
মূঢ়মতি সে অতি জঘন্য॥
তুমি বিশ্ব-অন্তর্য্যামী স্তব কিবা জানি আমি
বেদাগমে অতুল্য মহিমা।
শ্রীপ্রসাদে বলে মাতা স্মর হর হরি ধাতা
কোনরূপে না পাইলা সীমা॥

অথ লক্ষ্মী বন্দনা

কমলে কমলা বন্দে কোমল শরীর।
কমলচরণে শোভে মঞ্জুল মঞ্জীর॥

শুরু উরু ডম্বরু-সুচারু মধ্যদেশ।
ত্রিবলী গভীর নাভি কি কব বিশেষ॥
কান্তিমধ্যে উভ তটে গুপ্ত যুগ্মকোক।
তব রোমাবলী কুচকুম্ভ কহে লোক॥
পঙ্কে বাস বিস সে কি বাহুদণ্ড অণু।
তুলা নহে বিসে কি সে ভেবে ক্ষীণ তনু॥
নাসা তিলফুল তাহে বিলোল বেসোর।
পূর্ণচন্দ্র-শোভা যেন পিবতি চকোর॥
জিনিয়া আরক্ত মুক্তাফল দন্তশোভা।
বিম্বাধর প্রতিবিম্ব মুক্তে মনোলোভা॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত।
মনোহর মনোহরা কিঞ্চিত কিঞ্চিত॥
নিন্দিয়া গিধিনি * শ্রুতি শ্রবণযুগল।
দরিদ্র-দ্রবিণ আশা সুদীর্ঘ কুণ্ডল॥
উপযুক্ত ভূষণ ভূষিত ঠাঁই ঠাঁই।
কি কব রূপের কথা ত্রিভুবনে নাই॥
সর্ব্বগুণহীন যদি ধনবান হয়।
তৃণতুল্য দ্বারে তার কত গুণালয়॥
তব কৃপাপাত্র মাত্র ধরাতলে পূজ্য।
সত্ত্ব দানে বিত্ত-গুণে সে লভে সাযুজ্য॥
যে গৃহিজনের প্রতি জন্মে তব কোপ।
কি তার ঐহিক ধর্ম্ম পূর্ব্ব ধর্ম্ম লোপ॥
বিষম দারিদ্র্যদোষে গুণরাশি নাশে।
থাকুক আদর কেহ কথা না জিজ্ঞাসে॥
কি আর কহিব বাড়া স্ত্রী-পুত্র অবশ।
বিরস বদনে কহে বচন কর্কশ॥
এ সর্ব্ব তোমার মায়া জানি গো জননী।
প্রসাদে প্রসন্না হও জলধিনন্দিনী॥

অথ কালী বন্দনা

কলিকাল-কুঞ্জর-কেশরী কালী নাম।
জপিলে জঞ্জাল যায়, যায় যোগ্যধাম॥
কাল কর পৃথক চিন্তহ মনে এই।
লকারে ঈকার দীর্ঘ লজ্জা বটে সেই॥
রসনাগ্রে মুখ ভরে যত্ন করে লও।
ভক্তি গজ-পৃষ্ঠে চড়ি যমজয়ী হও॥
ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি আর।
শ্রীনাথ কহিলা তত্ত্ব বস্তু সারাৎসার॥

নাম নিত্যা নৃত্যতি নিখিলনাথ উরে।
বিপরীত কাজ লাজ পরিহরি দূরে॥
কাদম্বিনী জিনিয়া নির্ম্মল বর্ণ কালো।
কলেবর কিরণ তিমিরপুঞ্জ আলো॥
কটিতটে করালি লম্বিত মুণ্ডমাল।
লোলজিহ্বা বিশালাক্ষী বদন বিশাল॥
হেরি বপু রিপুচয় ভয়ে কম্পবান।
বামে অসি মুণ্ড দাক্ষে বরাভয় দান॥
অপরূপ শবযুগ শ্রবণযুগলে।
বিগলিত কুন্তল লোটায় ধরাতলে॥
বিবস্ত্রা যোগিনী ঘটা দীর্ঘ জটা মাথে।
বিকট বদন সুধাপানপাত্র হাতে॥
সিত পীত লোহিত অসিত রূপছটা।
যুদ্ধে ক্রুদ্ধে ঊর্দ্ধমুখে গিলে রিপুঘটা॥
হত রথী সারথি তুরঙ্গ করিবর।
শিবাকুলে সঙ্কুল শ্মশান শঙ্কাকর॥
একান্ত কাতর অতি মহী যায় তল।
অকালে প্রলয় সৃষ্টি মজিল সকল॥
অখিলজননী তব চরিত্র এমন।
হেদে গো করুণাময়ি এ আর কেমন॥
যন্ত্রা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এতো বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাস-দাস-দাসীপুত্র হই॥
অষ্টরসাধার জগদম্বা-পাদপদ্ম।
পরম রহস্য কথা শুন গুণসদ্ম॥
বিলোকনে যে যে চিত্তে জন্মে যে যে রস।
বর্ণনা যোগ্যতা বটে কার্য্যকর্ত্তা যশ॥
স্বকীয় সুন্দরী-পাদপদ্ম হৃদে রাখি।
প্রাজ্ঞ মাত্র সদাশিব বিঘূর্ণিত আঁখি॥
মহাকবি পদ্ম প্রতি ঘৃণা জন্মে মনে।
কি গুণে তুলনা ছি ছি এ হেন চরণে॥
দর্পে কহে মদন বিগত বৃদ্ধ ভয়।
চির কালান্তরে পরিপূর্ণ পরাজয়॥
চন্দ্র সূর্য্য এ কোন উদয় ত্রিভুবনে।
ক্রোধযুক্ত বিধুন্তুদ শক্র নিরীক্ষণে॥
সতী সজি* সভক্তি হৃদয়পদ্মবৃন্দ।
নিতান্ত বিস্মৃত বিরিঞ্চ্যাদি সুরবৃন্দ॥

* (ক) পু গৃধিনী
† (ক) পুঃ অসি

* (ক) পুঃ অজি

মহাভীতা ধরণী সুস্থির নহে প্রাণ।
চিন্তয়তি কোন রূপে পাই পরিত্রাণ॥
স্মেরমুখী সহচরীগণ মহাহ্লাদ।
নয়ন নিমিখ-হীন বিগত বিষাদ॥
ত্রিগুণজননী তব নিরখিয়া পদ।
উথলে করুণাসিন্ধু অঙ্গ গদ গদ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস-দাস-দাসী-পুত্র হই॥

জাগরণারম্ভ

বিদ্যার পাত্রান্বেষণে

মাধব ভাটের কাঞ্চিপুর গমন

বীরসিংহ মহামতি হৃদয়ে চিন্তিত অতি
দুহিতার যোগ্য পতি কই।
রূপে গুণে কুলে শীলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ সকলে
বিশেষত বিদ্যালাপে অই॥
সে জন তাহার প্রভু প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কভু
নহে কোথা সুপাত্র এমন।
যত যত ভূপ-সুত রূপেতে বটে অদ্ভুত
বিদ্যা নাই উপায় কেমন॥
নিকটে মাধব ভাট কত মত করে ঠাট
আমি মিলাইব যোগ্য পাত্র।*
শুন শুন মহাশয় এ কথা অন্যথা নয়
কিন্তু কিছু কাল গৌণ মাত্র॥
ভাটবাক্যে অট্টহাসে সুধাসিন্ধু মধ্যে ভাসে
শিরপা করিলা তাজিঘোড়া।
ছিঁড়িয়া গলার হার নানা রত্ন দিলা আর
খাস পোষাকের খাসা যোড়া॥
বিদায় করিলা ভাটে পুনরপি রাজপাটে
রাজকর্ম্মে মন দিলা ভূপ।
মিলিবে উত্তম বর সুপুরুষ গুণধর
মনে মনে জানিলা স্বরূপ॥
মাধব তুরঙ্গ চাপে গোঁপে পাক দিয়া চাপে
সেট্যে † মারে পিছাড়ে চাবুক।
পবন-গমনে যায় পাছু পানে নাহি চায়
প্রসাদেতে পরম কৌতুক॥
ভ্রমিল অনেক ঠাঁই উপযুক্ত মিলে নাই
শেষ কাঞ্চীদেশে উপনীত।
পাঠশালে পড়ুয়া সঙ্গে সুকবি সুন্দর রঙ্গে
রূপ দেখি ভট্ট হরষিত॥
কোন শাস্ত্রে নাহি ত্রুটি যে যে কহে দৃঢ় কোটি
ক্ষণমাত্রে তাহার সিদ্ধান্ত।
মাধব জানিল দড় ভবানীর ভক্ত বড়
নিতান্ত বিদ্যার এই কান্ত॥
চিত্তে চমৎকার লাগে করযোড়ে খাড়া আগে
রায়বার পড়্যা করে স্তব।
শিরে উঠাইয়া হাত কহিতেছে হিন্দি বাত
শুনি সুখী সুন্দর নীরব॥
বাবুজি কুর্ণিস মেরা বর্দ্ধমান বিচ ডেরা
নাম তো হামারা মাধোঁ ভাট।
আরজ করোঁগে পিছে ঘড়ী এক বৈঠে নীচে
আর তো লাগায় তোম হাট॥
আয়া হোঁ যো চড়ে ঘোড়া তস্‌দিয়া পায়া হোঁ বড়া
ওলেকেন্‌ ভুল গেয়া সব।
খেলাফ না কহোঁ বাবু তোম্‌নে মুঝে কিয়া কাবু
মেই রোই তুঝে দেখা যব॥
চিন্‌লিয়ে দেওকে এয়্‌সে আপকে সুরত যেয়্‌সে
দুনিয়ামে পয়্‌দা কিয়া সোহি।
দেখাহোঁ মুলুক কেত্তা ছত্রিয়েমে রাজা যেত্তা
তেরা মোকাবিলা নাহি কোহি॥
বীরসিংহ নাম রাজা জাতমে হেয়্‌ বড়া তাজা
শোন হোঁগে ওনকা জেকের।
ওন্‌ক ঘরমে লেড়্‌কী এক তারিফ করোঁ মে কেত্তেক
রাত দেন সাদিকা ফেকের॥
কওল এত্‌না কি হেয়ও হজিম্‌ত হি দেগায়েও
শাস্ত্রমে ওহি ওস্‌কা নাথ।
তোমরা হোঁ এসা জান যো কহোঁ সো কহা মান
তোম সকোগে তাও হামারে সাথ॥
বিরলে ডাকিয়া নিয়া সুন্দর সুস্থির হৈয়া
শুনিলা বিশেষ আর কথা।
বিবাহ হইল বাই পক্ষা হৈয়া উড়ে যাই
নিবসি রমণীমণি যথা॥
পিয়া বিদ্যা নাম সুধা সুন্দরের গেল ক্ষুধা
রত্নাগারে করিলা শয়ন।
ঘোরতর নিশি শেষ ধরি কালী নিজ বেশ
সবিশেষ কহেন সপন॥

গুণবতী নাহি জানে সুন্দরের মাতা॥
গুণসাগর রাজা ইহা নাহি জানে।
না কহিল সুন্দর মাধব ভাট স্থানে॥ (বল, ১৬)
ক) পুঁ সেটে

ভাব কেন ওরে ভক্ত আমি তব অনুরক্ত
সেও তো আমার দাসী বটে।
পরম রূপসী সেই একান্ত জানিবে এই
তরুণী তোমার তরে বটে॥
প্রথমেতে গুপ্ত কাজ ব্যক্ত শেষে মহারাজ
কোটালে কহিবে কাটিবারে।
সে কিছু মানস নয় কেবল দর্শাবে ভয়
পরিচয় লইবার তরে॥
সন্ধান করিবে পুন কারণ ইহার শুন
প্রাতে চল বীরসিংহ-দেশ।
একাকী যাইবা তুমি সঙ্গে সঙ্গে যাব আমি
কদাচ না ভাবিও রে ক্লেশ॥
দশম দিবস গৌণ এত বলি মাতা মৌন
স্বস্থানে প্রস্থান কৈলা শিবা।
শ্রীকবিরঞ্জনে কয় রজনী প্রভাতা হয়
নিদ্রাভঙ্গে দেখে ধীর দিবা॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা

স্বপ্নে শৈলসুতা আজ্ঞা সত্য মনে বাসি।
আয়া হেতু যোগে যাত্রা করে গুণরাশি॥
বিল্বপত্র আঘ্রাণ লইলা গুণধাম।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেতু জপে দুর্গানাম॥
সেইক্ষণ মাহেন্দ্র কহিব বাড়া কিবা।
দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ বামে শব শিবা॥
ধেনু বৎসপ্রযুক্ত সম্মুখে বরাঙ্গনা।
পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে মত্তকুঞ্জরগমনা॥
বুঝিলা বিনোদবর বিদ্যাবতী লাভ।
প্রসন্না পর্ব্বতপুত্রী প্রকৃষ্ট প্রভাব॥
এড়াইলা স্বদেশ বিদেশ দিল দেখা।
মহারণ্যে মহাকবি প্রবেশিলা একা॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা নাহি চলে রাত্র দিবা।
কি ভয় সঙ্কটে সদা সঙ্গে সঙ্গে শিবা॥
পথশ্রমে যদ্যপি জন্মায় বড় ক্ষুধা।
শ্রুতিপথে পিয়ে বিদ্যানাম রসসুধা॥
বনে বনচর কত চরিয়া বেড়ায়।
তুষ্টতর তারা তারে ফিরে না তাকায়॥
ভক্তে ভয় দর্শাইতে দেবী ভগবতী।
মায়ায় সৃজিলা নদী বেগবতী অতি॥
ছিল না কাণ্ডারী তরী অত্যন্ত গভীর।
তালবৃক্ষ তুল্য ভাসে প্রলয়-কুম্ভীর॥
ভুজঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গ অঙ্গ কাঁপে ডরে।
কাঁফর হইল ফিরে যেতে চাহে ঘরে॥
হেনকালে শুনহ অপূর্ব্ব এক কথা।
অকস্মাৎ মহাযোগী উপস্থিত তথা॥
বিভূতিভূষিত তনু কণ্ঠে অক্ষমাল
তাম্রবর্ণ জটা তার দুই চক্ষু লাল॥
করোপরে ত্রিশূল শার্দ্দূলচর্ম্ম কক্ষে।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কিঞ্চিত কটাক্ষে॥
যোগী জেনে যতনে যুড়িয়া দুই পাণি।
ধরা লোটাইয়া পড়ে চরণ দুখানি॥
যোগী জিজ্ঞাসিলা কহ সত্য সমাচার।
কি নাম কোথায় ধাম তনয় কাহার॥
সুন্দর কহেন নিবেদন মহাশয়।
কাঞ্চীদেশ ধাম গুণসিন্ধুর তনয়॥
সুন্দর আমার নাম বিদ্যা-ব্যবসাই।
বিদ্যা অন্বেষণে বীরসিংহ-দেশ যাই॥
যোগী বলে একাকী বিষম ঘোর বনে।
পথ-প্রাজ্ঞ নহ তুমি যাইবা কেমনে॥
পুনরপি কহে আমি পথ-প্রাজ্ঞ নই।
ভরসা কেবল মাত্র কালী কৃপামই॥
দনুজ-দলনী শ্যামা জননী যাহার।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভয় কি তাহার॥
আর বার যোগী বলে শুন হে বালক।
শিবপদ ভজ তিনি জগত-পালক॥
আশুতোষ দেবদেব সৌখ্য মোক্ষদাতা।
সঙ্কটে শঙ্কর বিনা কেবা ভয়ত্রাতা॥
স্নান কর শুচি হও দণ্ড দুই রহ।
কালীমন্ত্র পরিহর হরমন্ত্র লহ॥
কোপে কাঁপে কলেবর কবি কহে কটু।
বুঝিলাম আগমে নিগমে বড় পটু॥
কেন নহিবেক চাহি এমনি যে ভক্তি।
কোন্ গুরু কহিছেন শিব ছাড়া শক্তি॥
শৈল-পুত্রী মুক্তিকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী কালী।
মূঢ়তা প্রকাশ কর একি ঠাকুরালী॥
তোমার বাতাসে সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয়।
এত বলি অধোমুখে মৌনভাবে রয়॥
ক্ষণেক অন্তরে কবি ফিরে দেখে পাছে।
ঘুচিল মায়ায় নদী যোগী নাহি কাছে॥
শুনিলা শ্রবণে কবি দৈববাণী এই।
মিথ্যা নহে স্বপ্নকথা সত্য সত্য সেই॥
ভয় নাই ভকত ভুবনে শীঘ্র যাবা।
গুণনিধে গুণবতী গত মাত্র পাবা॥

আনন্দ-সাগরে ভাসে কবি গুণধাম।
সেই নিশি সেইখানে করিলা বিশ্রাম॥
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন
শ্রীদুর্গা স্মরণ করি করিলা গমন॥
কাঞ্চীপুর হইতে শহর বর্দ্ধমান।
ছয় মাসে আসে লোক কণ্ঠাগত প্রাণ॥
কেমন কালীর কৃপা কি কব বিশেষ।
দশম দিবসে কবি করিলা প্রবেশ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস দাস দাসী পুত্র হই॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ রাজধানী ও গড় বর্ণন

প্রভাতে উদয়াদিত্য সুন্দর প্রফুল্লচিত্ত
প্রবেশিলা বীরসিংহদেশ।
স্বচ্ছন্দ সকল লোক নাহি রোগ দুঃখ শোক
নাহি কোন অধর্ম্মের লেশ॥
দিব্য পরিচ্ছদ পরে গান বাদ্য ঘরে ঘরে
তিলেক নাহিক তাল ভঙ্গ।
বাল বৃদ্ধ যুবা কিবা এই রসে রাত্রিদিবা
রাগরঙ্গ উত্তম প্রসঙ্গ॥
পরস্পর সুকৌতুক কাব্য ছাড়া একটুক
কদাচিত মুখে নাহি ভাষা।*
গোধনরক্ষক যারা সঙ্কীর্ত্তন ভাবে তারা
কে বুঝে পণ্ডিত কেবা চাষা॥
পরম পবিত্র রাজ্য পরস্পর পূর্ণকার্য্য
সুরাচার্য্য সদৃশ অনেক।
কল্পতরু তুল্য ভূপ আধিপত্য নানারূপ
দীন নাহি সে দেশে অনেক॥
চৌদিগে চৌপাড়িময় পাঠ চায় পড়ুয়াচয়
দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী।
কারো বা ত্রিহোত বাড়ী বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি
আগমন বিদ্যা অভিলাষী॥
দেবালয় ঠাঁই ঠাঁই অতিথির সীমা নাই
ব্রহ্মচারী যতি বানপ্রস্থ।

বেদবেত্তা আগমজ্ঞ ভূত-ভবিষ্যত-প্রাজ্ঞ
স্বধর্ম্মে নৈষ্ঠিক সমস্ত॥
অযাচক লক্ষ লক্ষ বাসনা সাযুজ্য মোক্ষ
ভক্ষণ কেবল মাত্র বায়ু।
প্রচণ্ড-প্রতাপতর জ্যোতির্ম্ময় কলেবর
যোগবলে দীর্ঘ পরমায়ু॥
প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য ঔষধে প্রয়োগ সদ্য
ব্যাধিযুক্ত কালেতে বিয়োগ।
ভূপতির আস্থা আছে যাতায়াত নিত্য কাছে
চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ॥
দেখিতে দেখিতে দূর দেখিলেন রাজপুর
অমরাবতীর প্রায় লাগে।*
বাহিরে সহরখানা আগে নেওয়াতির খানা
যমকে অমনি ভূত ভাগে॥
থামে বান্ধা কত বাজী ইরাণী তুরুকী তাজি
মধ্যে গাজী বসেছে সভাই।
বুকেতে ঝাম্পান ঢাল যুগল লোচন লাল
গোরা গায় চিক্কণ কাবাই॥
তার আগে দড় দড় পাঠানের চৌকী বড়
ফাটকে আটক আঁটাআঁটী।
বিদেশীর লয় ঝাড়া সেফাই আছয়ে খাড়া
হুজ্জতে ফেলায় মাথা কাটি॥
আফিঙ্গে হামেশা মত্ত হুঁসিয়ার দরবস্ত
ঘুমে আঁখি কুমারের চাক।
ব্যাঘ্রতুল্য বক্ষে আছে গোলাম দাঁড়ায় কাছে
গরবেতে গোঁজে দেয় পাক॥
কিবা কহে বিজিবিজি কত বুঝি নাও বুঝি
বিষম মগজ সদা টেড়া।
ওরে বহিনা ভুরজারি এয়সারে খশুরা গারি
বাঙ্গালীরে দেখে যেন ভেড়া॥
মগদী শোয়ার যারা বিষম কাটাও তারা
মহিমা অসীম পরাক্রম।
তাকাইতে † এতটুকু ভয়ে প্রাণ ধুকুধুকু
কেবল সাক্ষাৎ তুল্য যম॥
তুরাণি মোগল ঘটা চাঁপদাড়ী মেতীকটা
মাথার উপরে হাড্যাপাগ। ‡

---

* দেখিল নৃপতি তথা পাত্রগণ সঙ্গে।
পণ্ডিত বিচার করে নানা কাব্য রঙ্গে॥
(বঙ্গ, ৩০)

* শুন হে কুমার দেখিবে রাজার
কেবল অমরাবতী।
(বঙ্গ, ১৫)

† পাকাইতে
‡ টেঁড়ে পাগ

পারসি আরবি কয় কভু নাহি মৃত্যুভয়
সময়ে প্রখর যেন বাঘ।
মোল্লা মোকাদিমা কাজি আখিল এন্‌সাফ রাজি
ইয়ে হফীজকে কিয়ে আওয়াজ।
কোনরূপে নহে কাঁচা দিন এমানত সাঁচা
পাঁচ ওক্তে করয়ে নমাজ॥
কোহি দেল্‌মে নাহি সুজে ক্যাহোগা আখের মুঝে
কিয়া হেঁা বহুত বুরা কাম।
সাহেব জি পানা দেও এভ্‌নাই আরজ লেও
পড়া হেঁা লাচার বড়া হাম॥
তার আগে খোষখানা নানা রঙ্গে পক্ষী নানা
ময়না মদনা কাকাতুয়া।
টিয়া তোতা ফরিয়াদী কাঙ্গাল্যা চন্দনা আদি
হিরাসন লালমন শুয়া॥
পাহাড়িয়া যত পাখী দেখিতে জুড়ায় আঁখি
ডাঁড়ের উপরে আছে ঝুলি।
শিবদুর্গা শিবরাম সদা রাধাকৃষ্ণ নাম
না পড়াতে পড়ে এই বুলি॥
ফিলখানা তার আগে চিত্তে চমৎকার লাগে
নীলগিরি তুল্য করিবর।
হাজার হাজার আর ঠাঞী ঠাঞী কৃষ্ণসার
নীলগাও বাউট বিস্তার॥
লোহার জিঞ্জির পায় চক্ষু পাকাইয়া চায়
পীঁজরায় পোষা কত শের।
উল্লুক ভল্লুক মেড়া সেয়াগোস ভেঁস গড়া
জোরায়র জানোয়ার ঢের॥
ঝাম্যে দামোদর নদ গড়ভুক্ত বাঁকা নদ
চৌদিগে বেষ্টিত বেঁড়ুবাঁশ।
বুরুজ বিষম উচ্চ পাহাড় তাহার তুচ্ছ
জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাঁস॥
তোপধ্বনি সীমা কিবা হুড় হুড় রাত্রি দিবা
নিরন্তর ভূমিকম্প তথা।
নামজাদা মালগুলা গায় মাখা রাঙ্গা ধূলা
বিক্রমের কত কব কথা॥
পাথে ভানা মারে আঁটী ধমকেতে মাটী কাটি
গোড়াসুদ্ধা উপাড়ে অমনি।
পিছে হটে মারে তাল দেখিতে সাক্ষাৎ কাল
অকালেতে জলদের ধ্বনি॥
বাহুযুদ্ধে যুঝে ভেলা ভূমে পড়ে করে খেলা
সন্ধান সভাই ভাল জানে।
পরস্পর ছিদ্র চায় যে যারে পালোটে পায়
হাঁ করিয়া একা চোট হানে॥
কোটী কোটী তীরন্দাজ যে যা বিন্ধে একান্দাজ
ঝাঁঝবাঁশে কেহ নহে টুটা।
বাঘে ও মহিষে লড়ে ধারা বয়্যা রক্ত পড়ে
কোমকে সমান যুঝে দুটা॥
সপ্ত গড় ক্রমে ক্রমে সুকবি সুন্দর ভ্রমে
কত ঠাঁই কত চমৎকার।
কালিকার পূর্ণ দৃষ্টি পুরি বিশ্বকর্ম্মা সৃষ্টি
সৃষ্টিতে তুলনা নাহি যার॥
ধন্য ধন্য পুণ্য দেশ কি কাহব সবিশেষ
সাক্ষাতে শঙ্করী হেন বাসি।
কালীপাদপদ্মতলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে
আনন্দিত কবি গুণরাশি॥

বাজার বর্ণনা

তার আগে দেখে কবি রাজার বাজার।
বিদেশী বেপারি বৈসে হাজারে হাজার॥
বাণিজ্যি দোকান কত শত শত ঠাঁই।
মণি মুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই॥
বনাত মখ্‌মল পটু ভুষনাই খাসা।
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাশা॥
মালদই নলাটী চিকন সরবন্দ।
আর আর কত কব আমির পছন্দ॥
বিলাতি বহুত চিজ বেস কিস্মতের।
খরিদার নাহি পড়্যা পড়্যা আছে ঢের॥
সুলভ সকল দ্রব্য যা চাই তা পাই।
বাজারে বেদাতি নাই রাজার দোহাই॥
হাতির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল।
শমন সমান দর্প দুই চক্ষু লাল॥
চৌগোঁফা ব্রজাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল।
সফেদ পোষাক পরা কলেবর কাল॥
রক্তচন্দনের ফোঁটা বিরাজিত ভালে।
পূর্ব্বদিক প্রকাশ যেমত উষাকালে॥
ভবানীর বড় ভক্ত ভয় নাহি মাত্র।
যার পানে চায় তার কাঁপি উঠে গাত্র॥
দুইপাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলাম।
সরদার লোক যত করিছে শেলাম॥
আগে ডঙ্কা সত্তরি সত্তরি চন্দ্রবাণ।
বাজে দামা জগঝম্পা ভেঁওরি বিশান॥
হাজার সোয়ার সঙ্গে পাঠান সকল।
ধমকে চমকে তমু ধরা যায় তল॥

নকিব ফুকারে সদা হাজারির তুর।
সহরে সোরত পড়ে যায় বাহাদুর॥
সুন্দর হাসেন মনে থাক দিনকত।
পাছে যাবে বুঝা পড়া বাহাদুরি যত
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস দাস দাসী পুত্র হই॥

সরোবর বর্ণন

তদন্তরে দেখে কবি দিব্য সরোবর।
স্ফটিকে নির্ম্মিত ঘাট পরম সুন্দর॥
তীর তরু সুবর্ণ নিবদ্ধ শাখা মূল।
মঞ্জুল বঞ্জুলবনে মত্ত অলিকুল॥
নিরমল জল শতদল বিকসিত।
ঈষদ্ পাণ্ডুর সিতাসিত রক্তপীত॥
হংস হংসীসঙ্গে সঙ্গ রঙ্গরস ক্রীড়া।
বিয়োগীজনার চিত্তে জন্মে মহাপীড়া॥
শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দ্য ত্রিবিধ পবন।
তত্র মনোভব আবির্ভাব অনুক্ষণ॥
ধন্য বনস্থল সেই কি কহিব কথা।
একেকালে মূর্ত্তিমন্ত ছয় ঋতু যথা॥
অতি চিত্র বিচিত্র শুনহ ক্রমে ক্রমে।
ক্ষণেক নলিনীশোভা হত হিমাগমে॥
ক্ষণে শীত বিপরীত কম্পমান তনু।
সুধাসম হিতকারী ভানু ও কৃশানু॥
বলবন্ত বসন্ত দুরন্ত অদভুত।
রতিপতি রথী রথ মলয়মরুত॥
এমত রহস্য কাম সে নিজে অনঙ্গ।
ধৃত পুষ্পধনু চারু গুণচয় ভৃঙ্গ॥
মহাপাত্র সুপাত্র স্বকীয়গণ ওই।
তথাপিও মনোরথ ত্রিজগত জই॥
অলিকুল বিকল বকুলে পিয়ে মধু।
গুঞ্জরে মঞ্জিম রব পরভৃতবধূ॥
পুষ্করাগ্রে পুষ্কর করিতে লয় তুলি।
নিকটে করিণী মুখে যাচে কুতূহলি॥
চক্রবাক চক্রবাকী খেলে চঞ্চুপুটে।
খঞ্জন খঞ্জনী প্রেম তিলেক না টুটে॥
ক্ষণে বিবতুল্য কর সুতাপিত মহী।
সুপ্ত শিখী তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি॥
মৃগেন্দ্রে গজেন্দ্রে নিবসতি একঠাঁই।
এমন জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রমধ্যে নাই॥
কষ্টতাপে চাতকচাতকী ঊর্দ্ধে ডাকে।
বুঝা যায় সটীক ফটিকজল ডাকে॥
ক্ষণেক গগনে ঘন ঘোরতর রব।
সাঁখ দেখি শিখী শিখি সঘনে তাণ্ডব॥
ডাহুকা ডাহুকী ডাকে ভেকের কৌতুক।
প্রমদা প্রমদে নাহি ত্যজে একটুক॥
সারস সারসী নাচে দোঁহে মত্তজ্ঞান।
বিষম মকরকেতু তাহে বলবান্॥
উচ্চ তরু বিকসিত কদম্ব মঞ্জুল।
বিরহিণী কামিনীজনার নেত্রশূল॥
ক্ষণে ক্ষণে গুরুতর গরজে জলদ।
বিন্দুপাত নাহিমাত্র কেবল শরদ॥
প্রসাদ কহিছে কালী-চরণকমলে।
বসিল বিনোদবর বকুলের তলে॥

বকুলতলায় সুন্দর দর্শনে নগরনাগরীদিগের উক্তি

রাগিণী বাহার তাল যৎ॥ ধুয়া
কি মনোহর রূপপুঞ্জ সখি ঐ,
তুলনা কব কি বল না সই।
নিকটে বারেক চলনা যাই॥

কি মেরুশিখর কিবা বিধুবর
বিবেচনা কর কি তরুতলে।
শিখরী অচল এ দেখি সচল
সপক্ষ সমল সকলে বলে॥

বলরামের কালিকামঙ্গলে সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে সুন্দর কর্ত্তৃক শুকপক্ষীর দৌত্যের বিবরণ পাওয়া যায়:—

কুমার বলেন সুয়া হইবে বিদায়।
কুমারীর সমাচার জিজ্ঞাসিব কায়॥
আপনি জানহ তুমি কুমারীর মন।
তবে সে তাহার পুরে করিব গমন॥
সুয়া বলে এই স্থলে বৈসহ কুমার।
রূপ গুণ জ্ঞান জান্যা আসিব বিদ্যার॥
কুমার বসিয়া তথা রহে তরুমূলে।

শুকপক্ষী বিদ্যার নিকট গিয়া সুন্দরের পরিচয় এইরূপ ভাবে দেয়:—

সুয়া বলে পুন মন দিয়া শুন
তুষিল যে জন মোরে।
আদ্য অন্তে রয় সূর্য্য নাম কয়
অথ মধ্যম ধরাক্ষরে॥

কেহ কহে হাসি মনে হেন বাসি
সৌদামিনীরাশি এমনি হবে।
আর জন কহে যে কহ সে নহে
সৌদামিনী রহে স্থিরতা কবে॥
কি রূপ-লাবণ্য এ পুরুষ ধন্য
বিধি কার জন্য গঠিল বটে।
কহে এক সতী সেই ভাগ্যবতী
সুন্দর এ পতি যারে লো ঘটে॥
হৃদয়-মাঝারে রাখিয়ে ইহারে
নয়ন দুয়ারে কুলুপ দিয়া।
রূপ নহে কালো নিরখিতে আলো
দেখ সখি আলো আঁখি মুদিয়া॥
কহে রামা আর গলে পরি হার
এ হার কি ছার ফেলি গো টেনে।
আশা পূরে তবে হেন দিন হবে
কোন জন কবে ঘটাবে এনে॥
কহে কোন আই আমি যদি পাই
পলাইয়া যাই এদেশ থেকে।
নারী কলা কান্দে বান্ধি নানা ছান্দে
প্রাণ বড় কান্দে দেনা লো ডেকে॥
কেহ কহে আজি ওকে কয়ে রাজী
শেষে দিয়া বাজী না দিব ছেড়ে।
শাশুড়ী-শ্বশুর নাহি পতি দূর
শূন্য মোর পুর কে দিবে তেড়ে॥
কহে কোন নারী হয় আজ্ঞাকারী
ভুলাইতে পারি এ গুণ আছে।
বিধবা যেগুলা বিষম ব্যাকুলা
চক্ষে দিয়া ধূলা লবে গো পাছে॥
কেহ বলে চল দাঁড়ায়ে কি ফল
হৃদয়ে বিকল হৈয়াছি মোরা।
কামানলচয় করিছে সঞ্চয়
তনু অপচয় হবে গো ত্বরা॥
তুমি মনোরথ বুঝে সুঝে ব্রত
আগুলিলা পথ না পারি যেতে।
পরস্পর বলে চরণ না চলে
আইলাম জলে আপনা খেতে॥
কত কুল দারা চকোরীর পারা
নিরখিছে তারা সে মুখশশী।
কে ভরে জল সে ভাসায়্যা কলসে
অতনু অলসে রহিল বসি॥
শ্রীপ্রসাদে ভণে পীড়া দিয়া মনে
নিজ নিকেতনে সকলে চলো।
শুন সার কই এ কবি বিজই
বিদ্যা হেতু অই এসেছে ওলো॥

কবি দর্শনে কামিনীগণের কামোদ্দীপন

কুলের কামিনী কুঞ্জরগামিনী
কি অপরূপ রূপসী।
নাভি সরোবর পীন পয়োধর
বদন বিমল শশী॥
দশন মুকুতা মৃদুহাস্যযুতা
অমিয়া জড়িত ভাষা।
সুনীল উত্‌পল লোচন চঞ্চল
বেসোরে ভূষিত নাসা॥
কি ভুরু ভঙ্গিমা দিঠী সুরঙ্গিমা
যোগীজন মনোহরে।
নিন্দি তপনীয় কান্তি কমনীয়
চপলা চমকে ডরে॥
চারু কৃশোদরী গর্ব্ব পরিহরি
হরি বনবাসী ওই।
রম্ভাতরু উরু অতিশয় গুরু
নিতম্ব তুলনা কই॥
যুবতী নবোঢ়া কত বেনে প্রৌঢ়া
স্নান হেতু চলে জলে।
যুবক সুন্দর রূপ মনোহর
বিশ্রাম বকুল-তলে॥
আগত অনঙ্গ ঘন কাঁপে অঙ্গ
কক্ষচ্যুত হেমঘট।
রূপ পানে চেয়ে ধৈর্য্য মাথা খেয়ে
হিয়ে করে ছটফট॥
কেহ কহে রাম কেহ কহে কাম *
কহে আর এক সতী।
রাম কাম নয় এই মহাশয়
অমরাবতীর পতি॥
কেহ কহে সই নাগো আমি কই
পুরুষের কালা কানু।
ইথে নাহি বাধা বিদ্যাবতী রাধা
এবে দোঁহে গোরাতনু॥

* আর সখী বলে হরকোপে ভস্ম হৈয়া।
সেই কাম বুলে কিবা শিবেরে চাহিয়া॥

(বঙ্গ, ৩৭)

মালিনীর সহ সুন্দরের পরিচয়

* * * *

মালাকারদারা হীরা   পুষ্প দিয়া ঘরে ফিরা
যেতে পথে শুনে লোকমুখে।
তরুতলে রূপ রাশি   নিরখে নিকটে আসি
আপনা পাসরে রামা সুখে॥
জিজ্ঞাসে জুড়িয়া কর   হেদে হে পুরুষবর
কোথা ঘর কাহার নন্দন।
মনুষ্য শরীরছলে   সহস্রাক্ষ ক্ষিতিতলে
কিবা হবে রোহিণী-রমণ॥
অথবা মকরকেতু   বিদ্যাবতী লাভ হেতু
আগমন কারণ বিশেষ।
পূর্ব্বে পোড়াইল হর   হারাইলা পঞ্চশর
তথাপিও জয়ী সর্ব্বদেশ॥
কিবা রূপ কি লাবণ্য   জনক তোমার ধন্য
কত পুণ্যে জন্মে হেন পুত্র।
সে তব প্রসবস্থলী   ভাগ্যবতী তারে বলি
সে ধনী সমান নাহি কুত্র॥
হাসি কহে গুণধাম   সুন্দর আমার নাম
গুণসিন্ধু রাজার নন্দন। ১
কিন্তু বিদ্যাব্যবসাই   বিদ্যা অন্বেষণে যাই
বিদ্যা হেতু বিদেশে গমন॥২
অধিক কহিব কিবা   বিদ্যা বিদ্যা রাত্রি দিবা
মনে মনে একান্ত ভাবনা।
সেবি বিদ্যা বিদ্যা লাগি   হইয়াছি দেশত্যাগি
যদি বিদ্যা পুরাণ কামনা॥
বুঝিয়া বাক্যের ছল   হীরাবতী খল খল
হাসে ভাবে বটেছে বুঝেছি।
বিদ্যায় ভকতি আছে   বিদ্যালাভ হবে পাছে
আমি পরিচয় যে দিতেছি॥
হীরাবতী নাম ধরি   বাসে বঞ্চি একেশ্বরী
পতি পুত্র কন্যা কেহ নাই।
উদর উপায় মূল   রাজকন্যা লয় ফুল
যাতায়াত নিত্য সেই ঠাঁই॥
পরম রূপসী রামা   তুষ্টা শ্যামা গুণধামা
বিচারে জিনিবে যেই জন।
সেই তার হৃদয়েশ   খ্যাত ইহা সর্ব্ব দেশ
বিষম ধনুকভাঙ্গা পণ॥
বাকি কোথা আছে কেটা   যতেক রাজার বেটা
এসে হাসাইয়া গেল মুখ।
আগে শুনি বড় ভুর   শেষে হয় দর্প চুর
কিন্তু নৃপতির নাহি সুখ॥
সে ধনী পাইবে যেই   বড় ভাগ্যবন্ত সেই
তুলনা তাহার কার সঙ্গে।
সমুদ্র মন্থনে নিধি   উপজিল যতবিধি
নিরমিল প্রতি অঙ্গে অঙ্গে॥
আর শুন গুণযুত   তব নামে ভগ্নীসুত
কহিতে বড়ই ভয় বাসি।
যদ্যপি না ঘৃণা কর   থাকহ আমার ঘর
ধর্ম্মত তোমার আমি মাসী॥ ৩
গুণরাশি কহে হাসি   ভাল গো ভাল গো মাসি
বল মাসি বাড়ী কতদূর।
মালিনী কহিছে দূর   নহে বাপু ওই পুর
এস মোর বাপের ঠাকুর॥
মালিমহিলার সঙ্গে   চলিল পরম রঙ্গে
সেনারূপে পথ করে আলো।
কালীপাদপদ্ম তলে   শ্রীকবিরঞ্জনে বলে
বাসা ত মিলিয়া গেলো ভাল॥

মালিনীর কোন নাম বলরামের কালিকা মঙ্গলে পাওয়া যায় না।

সুন্দর বলেন মাসি করি নিবেদন।
বারে বারে জিজ্ঞাসহ কতেক বচন॥
নাম মোর সুন্দর জননী গুণবতী।
বাপ মোর শ্রীগুণসাগর মহামতি॥
(বল, ৪৪)

২ বলেন কুমার   বসতি আমার
বটে বহু দূর দেশে।
ছাড়িয়া বসতি   লৈয়া খুঙ্গি পুথি
এথা পড়িবার আশে॥
অনেক পণ্ডিত   তর্ক শাস্ত্রযুত
আছয়ে এই নগরে।
যদি বাসা পাই   থাকি সেই ঠাঁই
কহিনু তোমার তরে॥
(বল, ৪০)

৩ পতি পুত্রহীনা   আমি ত কুলীনা
নাহি মোর অন্য জন।
তুমি পুত্র সম   ইথে নাহি কম
বল মোর নিকেতন॥
বলেন সুন্দর   কোনখানে ঘর
নামে হইলে মোর মাসী॥
(বল, ৪১)

অথ বিদ্যার রূপ বর্ণন

সুন্দর কহেন মাসি মোর দিব্য লাগে।
বিদ্যার রূপের কথা কহ শুনি আগে ॥
আগো মেনে একি ঠাট ঠাটে কহে হীরা।
বালাই যেটের বাছা কেনো দেও কিরা ॥
সে রূপের সীমা কবে এত শক্তি কার।
সে পারে কহিতে কিছু শত মুখ যার ॥
পৃথিবীতে বড় আর কেবা তোমা বই।
না কহিলে নয় তাই যা জানি তা কই ॥
চাঁচর চিকুরজাল জলধর জিনি।
শ্রুতিযুগে পরাভব পাইল গৃধিনী ॥
ডুবিল কুরঙ্গ-শিশু মুখেন্দু সুধায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায় ॥
নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে।
অদ্যাপি খঞ্জন নিত্য কর্ম্ম ভোগ করে ॥
অমিয়াজড়িত ভাষা নাসা তিলফুল।
বিম্বাধর দশনে মুকুতা নহে তুল ॥
পুষ্পধনু-ধনু অণু কি ভুরুভঙ্গিমা
বাহু তুল নহে বিসে কিসের গরিমা ॥
যৌবনজলধি মধ্যে মগ্ন মত্ত গজ।
উরে দৃষ্ট কুম্ভস্থল সে নহে উরজ ॥
নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধুপান।
ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণকুম্ভস্থান ॥
কিম্বা লোমরাজিছলে বিধি বিচক্ষণ।
যৌবন কৈশোরে দ্বন্দ্ব করিল ভঞ্জন ॥
কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্য।
কেহ বলে দেব-সৃষ্টি থাকিবে অবশ্য ॥
সূক্ষ্ম বিবেচনা তাহে বুঝিবে প্রবীণ।
কিন্তু বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ ॥
নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব।
কাম-পারাবার-পার-সার অবলম্ব ॥
যদ্যপি অচিরপ্রভা চিরস্থিরা হয়।
তবে বুঝি তনুশোভা হয় কিবা নয় ॥
মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাঁকা চায়।
মনোভব পরাভব লইয়া পলায় ॥
কোন্ বা বড়াই তার পঞ্চশর তূণে।
কত কোটি খর শর সে নয়নকোণে ॥
পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্মরহর।
তাঁহার অসহ্য বালা হানে দৃষ্টিশর ॥
রূপবান্ বট বাপু গুণ কত ঘটে।
বিচারে জিনিতে পার তবে জানি বটে ॥

হৃদয়ে সন্তোষ গুণরাশি কহে হাসি।
গুণ না থাকিলে মাসি এত দূরে আসি ॥
কালীপাদপদ্মেতে যদ্যপি মন রহে।
অবলা বিচারে জিনা বড় কর্ম্ম নহে ॥
ফিরে বলে হীরে শুন পুরুষরতন।
তরুণী তোমার তরে বুঝিলাম মন ॥
ক্ষণেমাত্র উপনীত মালিনী-নিলয়।
রন্ধন ভোজন করে কবি মহাশয় ॥
বিনোদ-শয্যায় সুখে করিল শয়ন।
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন ॥
শ্রীরামপ্রসাদ কহে কালীপদতলে।
নিদ্রা ত্যজি সুন্দর উঠিলা কুতূহলে ॥

অথ মালঞ্চ বৃত্তান্ত

অদূরে উদয় রবি নিদ্রা তেজি উঠে কবি।
শিরসি-কমলে দশ-শতদলে
চিন্তয়ে শ্রীনাথচ্ছবি ॥
জপয়ে শ্রীদুর্গানাম পূর্ণহেতু মনস্কাম।
প্রাতঃস্নান করি ধৌত ধুতি পরি
সসঙ্কল্প গুণধাম ॥
নিকটে মালঞ্চ শুক্ষ দেখি মনে বড় দুঃখ।
সে জন গমনে কুসুম-কাননে
বিকশিত হয় পুষ্প ॥
কাঞ্চন কস্তুরী বক অপরাজিতা চম্পক।
মালতী মল্লিকা কুন্দ সেফালিকা
কেতকী বর্ণে কনক ॥
জুতি গন্ধরাজ ফুল নাগকেশর বকুল।
কিংশুক রঞ্জন কদম্ব মঞ্জন
কামিনীনয়নশূল ॥
সুন্দর সৌরভ ছুটে মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে।
নাসারন্ধ্রে ঘ্রাণ স্মরে দহে প্রাণ
চমকিয়া হীরা উঠে ॥
গতি গজ জিনি মন্দ হৃদয় পরমানন্দ।
কোকিল কূজিত ভ্রমর গুঞ্জিত
ফুলে পিয়ে মকরন্দ ॥
ভ্রমিতে কানন-মাঝ সম্মুখে যুবকরাজ।
পুটাঞ্জলি পাণি মুখে মৃদু বাণী
কহে তব এই কাজ ॥

সামান্য পুরুষ নহ স্বরূপে আমাকে কহ।
পূর্ণ ব্রহ্ম হরি নররূপ ধরি
কি হেতু তুমি ভ্রমহ॥
কত পুণ্যপুঞ্জ মম ধন্য কেবা মম সম
শুন মহাশয় ধন্য মমালয়
অতিথি শ্রীনরোত্তম॥
গুণরাশি কহে হাসি একথা না ভালবাসি।
হেদে শুন কই সাপরাধি হই
তুমি গো ধর্ম্মত মাসী॥
হীরাবতী মনে হাসে সুধার সাগরে ভাসে।
শ্রীপ্রসাদ বলে কবি কুতুহলে
চলিল মালিনী-বাসে॥

মালিনীর পুষ্পচয়ন ও হাটে গমন

সুন্দর চলিয়া গেলা মালিনী-নিলয়।
পরম কৌতুকে রামা তোলে পুষ্পচয়॥
তোলে বক চম্পক কস্তূরী সেফালিকা।
জাতি জুতি গন্ধরাজ মালতী মল্লিকা॥
শতদল স্থলপদ্ম সূর্য্যমণি ফুল।
কুন্দ জবা কৃষ্ণকেলি টগর বকুল॥
কাঞ্চন মাধবীলতা শোণ সর্ব্বজয়া।
অশোক অপরাজিতা নিশিগন্ধা কেয়া॥
সেঁউতি গোলাব নাগকেশর সুগন্ধ।
কিংশুক ধাতকি ঝিন্টি তোলে মুচকুন্দ॥
তুলিল কুসুম যত কত কব নাম।
পাঁচ সাত সাঝি পূরি চলে নিজ ধাম॥
বার দিয়া বসিল বিনোদবর পাশে।
বাসনা বলিতে নারে ফিক্ ফিক্ হাসে॥
ভাবে কবি এমাগী বয়সে দেখি পোড়া।
ভাবে দেখি এ প্রকার হয় নাই বুড়া॥
কটির কাপড় গাটি কতবার খোলে।
ভুজপাশ উদাস গা ভাঙ্গে হাঁই তোলে॥
হেসে হেসে আরো এসে ঘনায় নিকটে।
কি জানি কপালে মোর কোনখান ঘটে॥
কামাতুরা হইলে চৈতন্য থাকে কার।
বিশেষত নীচ জাতি নীচ ব্যবহার॥
ভয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কহে হাসি।
গোটাকত টাকা নিয়া হাটে যাও মাসি॥
প্রথমপতির প্রিয়া পূজা ইচ্ছা আছে।
এতো বলি বারো টাকা ফেলে দিল কাছে॥
আমি আজি গাঁথি মালা তোমার বদলে
দেখ দেখি নৃপতি-নন্দিনী কিবা বলে॥
ভাল বাপু বলিয়া আঁচলে বান্ধে তঙ্কা।
হাটে যায় মালিনী সংপ্রতি ঘুচে শঙ্কা॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীপদ সার।
বিরলে বিনোদবর গাঁথে পুষ্পহার॥

সুন্দরের মাল্য গ্রন্থন

বিনা সুত কি অদ্ভুত গাঁথে পুষ্পহার।
কিবা শোভা মনোলোভা অতি চমৎকার॥
জবা বক সুচম্পক কুন্দ শেফালিকা।
জাতিফুল ও বকুল মালতী মল্লিকা॥
গাঁথে বীর করবীর অশোক কিংশুক।
বাছি লয় পুষ্পচয় পরম কৌতুক॥
পদ্ম সঙ্গে গাঁথে রঙ্গে স্থলপদ্ম ভালো।
মাঝে মাঝে গন্ধরাজে আরো করে আলো॥
সমভাগ গাঁথে নাগ কেশর ধাতকী।
সর্ব্বশেষ গাঁথে বেশ কুসুম কেতকী॥
তুলা নাই কোন ঠাঁই একি অসম্ভব।
দৃষ্টিমাত্রে কাঁপে গাত্রে জন্মে মনোভব॥
কহে রাম মনস্কাম পূর্ণ কর কালী।
নৃপবালা পাবে জ্বালা এ গাঁথনী ভালী॥

কবির মাল্য-সংক্রান্ত পরিচয় লিখন

যতনে লইয়া কবি ফুল্ল সরসিজ।
প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নিজ॥
গুণসিন্ধু মহারাজা গুণের গরিমা।
প্রবল প্রতাপ যাঁর কি কব মহিমা॥
নির্ম্মল সুযশ দশ দিগ করে আলো।
সেই অভিমানে চন্দ্র অন্তরেতে কালো॥
সে তেজ তুলনা হেতু ক্রোধযুক্ত রবি।
উদয়কালীন নিজ রক্তবর্ণ ছবি॥
ক্রমে সব তেজ প্রকাশিল নানারূপে।
তথাপিও কদাচ সমতা নহে ভূপে॥
স্ত্রী পাইয়া হ্রাস পুনঃ হৃদে জন্মে ভয়।
ভাস্কর ভাস্করে করে প্রদোষ সময়॥
রত্নাকর নাম বটে ধরয়ে সমুদ্র।
নৃপ-রত্নাকর কাছে সে সমুদ্র ক্ষুদ্র॥

অধিকন্তু দোষ তাহে অপের সে নীর।
ক্ষণজন্মা ক্ষিতিপতি নির্দ্দোষ শরীর॥
কর্ণে শুনি কর্ণ মহাদাতা লোকে কহে।
চক্ষে দেখি বুঝিলাম নৃপযোগ্য নহে॥
বিস্তারিত বার্ত্তা কি বদনে যায় কহা।
ক্ষমাগুণে সমা নহে ১ যিনি সর্ব্বসহা॥
সেই মহাশয় পিতা কাঞ্চীগুণধাম ২।
শঙ্করীর কিঙ্কর সুন্দর কবি নাম॥
শ্রুতমাত্র পণপ্রাণ হেতু সে তোমার।
প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ সকল আমার॥
কর্ণ কহে প্রথমে জন্মিল মম সুখ।
চক্ষু কহে দর্শন কর্ত্তব্য বিধুমুখ॥
কাতর রসনা কহে চিরদিন ক্ষুধা।
বাসনা বড়ই বিধুবদনের সুধা॥
নাসা কহে পদ্মিনী সে তদঙ্গসুঘ্রাণ।
প্রাপ্তমাত্র যাবদীয় দুঃখ-পরিত্রাণ॥
বিকলে সকলে সাক্ষী করে কহে বাহু।
তনু হেম তব আলিঙ্গনে ইচ্ছা বহু॥
মন কহে মিথ্যা নহে সত্য কহি আমি।
তোমরা পশ্চাদে রহ হই অগ্রগামী॥
দেহরাজ্যে রাজা সেই কমলিনী শুন।
রহিল নিকটে তব না বাহুড়ে পুন॥
নপুংসক মন তবু সুখে করে ক্রীড়া।
পাপিনী ব্যবসা যার তার চিত্তে ব্রীড়া॥
কি গুণে বন্দিলা তারে চঞ্চলাক্ষী ধন্যা।
অবিচার কর কেন তুমি রাজকন্যা॥
সাঁঝর ভিতরে রাখে সাজাইয়া হার।
প্রসাদ কহিছে বালা যায় কোথা আর॥

মালিনীর হাট পরিচয়

হাট করি হীরাবতী ফিরে এলো ঘরে।
কোঁথাইয়া বলিল কবির বরাবরে॥
হারামের হাড় মাগী কথা কহে ঠাটে।
মাটী খেয়ে বাপু আজি গিয়াছিনু হাটে॥
প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাকা।
টঙ্কারিয়া হাতে নিতে মুখ করে বাঁকা॥
ছাটা ছিল গরশাল ছটা ছিল মেকী।
হয়েদরে বুঝিতে টাকার নাই সিকি॥
বাটাবাদে পাইলাম আড়কাট নয়।
কিনিতে বণিক দ্রব্য খোকে গেল ছয়॥
তবে বটে বাপু বাকি তিন টাকা থাকে।
মুখে মুখে লও লেখা দিতেছি তোমাকে॥
অগ্নিতুল্য দ্রব্য যত কব আর কি।
দু-টাকায় লইলাম দুই সের ঘি॥
এক টাকা সবেমাত্র রহে অবশেষ।
কিনিলাম তাহে বলি উপযুক্ত মেষ॥
উপহার দ্রব্য কিছু কিনা যায় নাই।
হাতকর্জ্জা লইলাম তেলিনার ঠাঁই॥
তাও বুঝি হতে পারে সিকা ছয় সাত।
খুজরার লেখাজোখা বড়ই উৎপাত॥
স্নান করি খাইদাই লেখা দিব শেষে।
উচক্ক সময় এত মনে নাহি আসে॥
পাঁচকড়া কড়ি বাপু খাই নাই মুই।
প্রত্যয় না কর বল গঙ্গাজল ছুঁই॥
টাকা সিকা কোন্ বস্তু কত কাল খাব।
বিশ্বাসঘাতকী করে নরকেতে যাব॥
পূর্ব্বজন্ম-পাপে এত পরিতাপ পাই।
দুকুলে এমন নাই তার মুখ চাই॥
বিধি গুণনিধি মিলাইল তোমা হেন।
চোরবাদ হবে মোর না মরিনু কেন॥
এই যে তোমার মাসী বোধে নহে টুটা।
কে পারে ভুলাতে কার ঘাড়ে মাথা দুটা॥
পুরুষের কান কাটে ধরে শক্তি হীরা।
ফাঁকি দিয়া চাকি ভুক্তে গায় করে ফিরা॥
সুন্দর হাসেন মনে আমি এক চোর।
চাতুরা করিয়া মাগী কড়ি খায় মোর॥
কবি বলে মরি পাইয়াছ বড় দুঃখ।
স্নানে যাও মাথা খাও শুখায়েছে মুখ॥
হীরা বলে আরে বাছা স্নানে যাব কি।
না জানি কি করে মোরে নৃপতির ঝি॥
বিষাদ ভাবিয়া হীরা করে লয় সাঝি।
প্রসাদে কহিছে কালী রক্ষা কর আজি॥

পুষ্প লইয়া মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন

মনে বড় ভয় না জানি কি হয়
গগনে উঠ্যাছে বেলা।
বীরসিংহ-সুতা আছে কোপযুতা
কহিবে করিল হেলা॥

১ নম (বং-স)
২ কাঞ্চীপুরধাম (বং-স)

যা করেন শিবা আর চায়া কিবা
না গেলে এড়ান নাই।
দাঁড়াইল এই ত্বরা করি সেই
চলিল বিদ্যার ঠাঁই॥
দাঁড়াইল আগে সতী কহে রাগে
হেদে বা কোথায় ছিলা।
সকল যোগান করি সমাধান
কি ভাগ্য যে দেখা দিলা॥
ভুলিলা সে কাল এবে ঠাকুরাল
গরবে উলসে গা।
কানে দোলে গেঁটে পথে যাও হেঁটে
ঠাহরে না পড়ে পা॥
তোরে বৃথা কই নিজে ভাল নই
এ পাপ চক্ষের লাজ।
নতুবা ইহার জানি প্রতিকার
যেমন তোমার কাজ॥
ভূমে সাক্ষি রাখি ছল ছল আঁখি
কৃতাঞ্জলি হীরা কহে।
রুষ্ট নবগ্রহ বচন নিগ্রহ
বিগ্রহ আমার দহে॥
ছিল উপরোধ ক্ষুদ্র দোষে ক্রোধ
এত কি উচিত তব।
বটি নিজ দাসী চিত্তে এই বাসি
ক্ষমহ বাড়া কি কব॥
এতেক বলিয়া চলিল কান্দিয়া
হীরা ফিরে যায় ঘরে।
কালীপদতলে শ্রীপ্রসাদ বলে
ত্রাহি মা নিজ কিঙ্করে॥

মালা দৃষ্টে বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থা

স্নান করি বিধুমুখী হৃদয়ে পরম সুখী
পূজে ইষ্টদেবতা শারদা।
চিকন গাঁথনি ফুল অতিশয় চিন্তাকুল
অনিমিখে নিরখে প্রমদা॥
দেখিয়া পুষ্পের হার পূজা করে কেবা কার
ধ্যান জ্ঞান দুই গেল দূরে।
কাছে ডাকি সুলোচনা পাতি পড়ে বিচক্ষণা
অব্যাজে যুগল আঁখি ঝুরে॥
মনেতে জানিল এই পুরুষরতন সেই
দরশন পাইব কিরূপে।

তিলেক বৎসর প্রায় বুক ফেটে জিউ যায়
সখী প্রতি কহে চুপে চুপে॥
হেদে কি হইল সই দেখ দেখি হীরা কই
ফিরা আমি পায় ধরি তার।
যদি ক্ষমা করে রোষ এতে কিছু নাহি দোষ
শুনি গো সকল সমাচার॥
কারে ঘরে দিলা ঠাঁই বুঝি বা তেমন নাই
বিদ্যাধর ধরণীমণ্ডলে।
বিরহিণী দেখি আমা প্রসন্না হইলা শ্যামা
বিধু মিলাইলা করতলে॥
সখী কয় ধৈর্য্য হও আজিকার দিন রও
প্রভাতে পাইবা দেখা হীরা।
এতই কেন উন্মত্ত মিলিবে সকল তত্ত্ব
জিজ্ঞাসা করিও দিয়া কিরা॥
বিদ্যা বলে বল বটে এখনি প্রমাদ ঘটে
আজি সে বাঁচিলে হৈবে কালি।
হের কণ্ঠাগত প্রাণ ঝাঁট কর পরিত্রাণ
সব শেষে যত দেও গালি॥
বুঝি হারা পুন তারা কহে সারা হও পারা
বাধ্য নহ সাধ্য কিবা আছে।
রাণী ঠাকুরাণী যথা যাই তথা সব কথা
নিবেদন করি তাঁর কাছে॥
ভয় দর্শাইয়া নানা জনে জনে করে মানা
কষ্টেশ্রেষ্টে শান্তাইয়া রাখে।
শ্রীকবিরঞ্জন বলে জলনিধি উথলিলে
বালির বন্ধন কোথা থাকে॥

মালিনীর প্রতি বিদ্যার অনুনয়

যথোচিত মনোভঙ্গ দুঃখানলে দহে অঙ্গ
হীরাবতী ভবনে চলিল।
সুকবি সুন্দরবরে পাছু দিয়া ঢোকে ঘরে
অনশনে রজনী বঞ্চিল॥
কুহরে কোকিলকুল ফুটে বনে নানা ফুল
তুলি গাঁথে মনোহর মালা।
নৃপতিনন্দিনী যথা লঘুগতি চলে তথা
বলে লও নৃপতির বালা॥
রাখি হার পরিহার করে করে ধরি তার
বলে বিদ্যা বচন মধুর।
কন্যা প্রতি কর কোপ বুড়ি নও বুদ্ধি লোপ
মমতা সকল গেল দূর॥

আন্তোপান্ত এই ধারা ক্রোধে হই জ্ঞানহারা
ক্ষণেক সে ভাব নাহি থাকে।
অন্তকে ডরান পিতা ততোধিক মাতা ভীতা
জান না গো তুমি কি আমাকে ॥
সহস্র মাথার কিরা ওগো হীরা চাও ফিরা
বুক চির‍্যা হৃদে থুই তোরে।
যে কহি সে কথা মান পুরুষরতন আন
দুঃখে পরিত্রাণ কর মোরে ॥
হীরা কহে করি ছল ভাল পাইলাম ফল
বাকি বল আর কিবা আছে।
মরি শোকে নিত্য মোকে হাসে লোকে কহে তোকে
বিদ্যা বিনোদিনী ডাকে কাছে ॥
তুমি মান্যা রাজকন্যা বট ধন্যা এত অন্যা-
সনে করিয়াছ কিবা কাজ।
রসময়ই শুন কই যুবা নই বৃদ্ধ হই
একা রই আই মা কি লাজ ॥
এতোকাল আছি নিষ্ঠা দেখ মিথ্যা অপ্রতিষ্ঠা
কহ কি শুনিলা কার ঠাঁই।
ক্ষমা কর ঠাকুরাণী ভব্যতা তোমার জানি
নির্লজ্জ আমার পর নাই ॥
পুন রামা কহে ভাষ ছাড় হীরা পরিহাস
তোমার চিহ্নিত আমি বটি।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে মিথ্যা নহে দেহ দহে
বিদ্যার ধরেছে ছটফটি ॥

মালিনী ও বিদ্যার পরস্পর কথোপকথন

একান্ত কাতরা বুঝি বিদ্যা বিনোদিনী।
কহে হীরাবতী হাসি শুন কমলিনী ॥
জন্মে জন্মে নানা পুণ্যপুঞ্জ তব ছিল।
সেই ফল হেতু বর এমনি মিলিল ॥
দৃষ্ট নহে শ্রুত নহে রূপ হেন রূপ।
গুণসিন্ধু-সুত গুণসিন্ধুর স্বরূপ ॥
কাঞ্চীনামে দেশ ধাম সুধাময় হাস্য।
সুন্দর সুন্দর নাম পদ্মসুন্দরাস্য ॥
বদনে বিরাজ বাণী বিধান বিপুল।
পঞ্চবক্ত্র পদ্মযোনি প্রায় সমতুল ॥
দৃষ্টিমাত্র মম দেহ দহে দিবানিশি।
বৃদ্ধার বাসনা হয় বাঁচে কি রূপসী ॥
অপরূপ কথা এই কে শুনেছে কবে।
কুটিল মালক শুক যার অনুভবে ॥

বিদ্যা বলে বাড়াবাড়ি কথায় কি কাজ।
স্নানছলে আমাকে দেখাও যুবরাজ ॥ *
এ দুঃখ সাগরে হীরা তুমি এক তরী।
হের দাঁতে করি কুটা ছুটা পায়ে ধরি ॥
ইহা বলি ছিঁড়িয়া দিলেন গলহার।
হীরা কহে ঘটকের পাছে পুরস্কার ॥ †
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস-দাস-দাসীপুত্র হই ॥

মালিনীর সুন্দর-নিকটে বিদ্যার বার্তা কথন

হার দিলা নৃপসুতা হীরাবতী হাস্যযুতা
হৃষ্টমতি শীঘ্রগতি চলে।
যথা কবি গুণরাশি আসি হাসি কহে বসি
তব জন্ম ধন্য ধরাতলে ॥
হীরা কহে শুন শুন যে করেছি নিবেদন
তার সাক্ষ্য হাতে হাতে এই।
জনে করে বহু যত্ন কোন রূপে মিলে রত্ন
রত্নজনে যত্ন করে সেই ॥
সে ধনী রতন বটে যতনে পুরুষ ঘটে
তার ইচ্ছা তুমি হও কান্ত।
চিত্তে বিবেচনা কর ভাগ্য কি ইহার পর
শিব শিবা সদয় নিতান্ত ॥
তব পত্র পাবামাত্র শিহরিল সর্ব্বগাত্র
চেতনা-রহিত পড়ে মহী।
সখী ডাকে পরিত্রাহি রামা করে আই ডাহি
মরমে দংশিল কাম-অহি ॥
ক্ষণেকে ক্ষণেকে জ্ঞান কহে দহে মোর প্রাণ
পরিত্রাণ কর মোরে সই।

---

* বিদ্যা বলে মালিনী কহিল তোর তরে।
অবশ্য দেখিব আমি তব ভাগিনারে ॥
সরোবর স্নান আমি করিব যখন।
কেমন ভাগিনা তোর দেখিব তখন ॥
(বলরাম, ৬৪ পৃঃ)

† শুনি তার বাণী নৃপতিনন্দিনী
দিলেন গলার হার।
(বলরাম, ৬৩ পৃঃ)

বিলম্ব বিহিত নয় না জানি কি পরে হয়
ফিরাও ফিরাও হীরা কই ॥
আমারে কহিল মন্দ চিত্তে বড় নিরানন্দ
প্রভাতে গেলাম তার কাছে।
বিনয় করিল যত এক মুখে কব কত
তাহা কি সকল মনে আছে ॥
দশনে লইয়া কুটা যত্নে ধরে হাত দুটা
পুনঃ পুনঃ বলে মাথা খাও।
স্নানছলে সরোবরে সুপুরুষ গুণধরে
যাও যাও বারেক দেখাও ॥
হীরাবতী যত ভাষে সুকবি সুন্দর হাসে
চাতে পায় আকাশের ইন্দু।
কালী-পাদপদ্ম তলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে
তারিণী তরাও ভবসিন্ধু ॥

বিদ্যাসুন্দরের পরস্পর দর্শন

সুপুরুষ সুন্দর সুধীর ধীরে ধীরে।
মিলিল সঙ্কেত সেই সরোবর-তীরে ॥
বিদ্যা বিনোদিনী বসি বাতায়ন-তলে ॥
বিদগ্ধ বিনোদ চলে বকুলের তলে ॥ *
শুভক্ষণে উভয়ত মুখবিলোকলন।
দৃষ্টি-শর পরস্পর জর জর মন ॥
মোহিতা মহীতে পড়ে মহীপাল-বালা।
শান্তি নাই বিষম কুসুম-শর-জ্বালা ॥
উথলে বিরহসিন্ধু ভাঙ্গে শান্তি সতু।
মৎস্যমীন ধরিল ধীবর মীনকেতু ॥

* সকল সখীরে বলে স্নান করিবার ছলে
আজি আমি যাব সরোবরে।
যত সখীগণ রঙ্গে চলহ আমার সঙ্গে
যেন করি জলের বিহারে ॥
* * * *
কুমার স্নানের ছলে
সরোবরে হৈল উপনীতে।
দুঁহে দুঁহা করে দৃষ্টি যেন চন্দ্রে সুধাবৃষ্টি
চিত্র যেন নিরমিলে রীতে ॥
* * * *
দুই ঘাটে থাকি দুইজন।
অন্য ছলে কথা কহে কেহ নাহি লখয়ে
অন্য ছলে অন্য বিবরণ ॥ (বলরাম, ৬৮)

কলেবর কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে।
বিত্তার বাসনা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ॥
সতী কহে কাম-অহি দংশিল মরমে।
লোমে লোমে পুড়ে উঠে প্রমাণ সরমে ॥
নিকটে দশম দশা চেষ্টা কর সই।
কোথা সেই সোঝা ওঝা ধন্বন্তরি সেই ॥
সখী কহে সুবদনি সাবধান হও।
হীরা ডেকে কিরা দিয়া ফিরা তত্ত্ব লও ॥
সহসা এমত কার্য্য তুমিত অভব্যা।
যদ্যপি পণ্ডিতা হও তথাপিও নব্যা ॥
বিষম প্রতিজ্ঞা তব বিখ্যাত জগতে।
পরাস্ত নহিলে বল বরিবা কি মতে ॥
ভূপতিকে জানাও আনাও বন্ধুচয়।
পশ্চাৎ যাহাতে লাজ কাজ ভাল নয় ॥
বন-মত্ত-হস্তী-মন দুষ্টাচারী বড়।
ক্ষমাঙ্কুশক্ষেপে কর কুম্ভে দড় দড় ॥
রসময়ই কহে সই প্রতিজ্ঞা তাবত।
স্মরশরে ভেদ তনু নহেক যাবত ॥
ক্ষমাঙ্কুশ খোয়া গেল অনঙ্গ অলসে।
মনমত্ত-বারণ বারণ হবে কিসে ॥
কান্ত-তনু একান্ত একান্ত মোর বটে।
আর ইচ্ছা নাই সই স্বামী হেন ঘটে ॥
সুন্দর সুরূপ রূপ ভূপসুত কই।
যত্নরত্ন মিলাইল কালী কৃপাময়ই ॥
দেবীপুত্র দীপ্তিমান মহাজন এই।
এজনে যে কহে মূর্খ মহামূর্খ সেই ॥
সুন্দর লইয়া কিছু শুন বিবরণ।
রূপস রূপসী-রূপ করে নিরীক্ষণ ॥
শ্রীরামপ্রসাদ কহে ঘনায়েছে দিন।
মিলিবে সুন্দর বর সকলে প্রবীণ ॥

স্নান ব্যপদেশে সরোবরে বিদ্যাসুন্দরের সাক্ষাৎ হয়, সেই সরোবরে কমল বনে খঞ্জনকে দেখিয়া বিদ্যা সুন্দরকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—

শুনহ খঞ্জন তুমি বড়ই চতুর।
উড়িয়া যাইবে তুমি মোর নিজপুর ॥
তোমারে রাখিব আমি করিয়া যতন।
মোরপুরে থাকিলে বাড়িব তোর মান ॥

বিদ্যা এই কথা বলিয়া আপনার বিরহ প্রকাশ করিলে ;—

এমত সময়ে বৈসে কমলে ভ্রমরী।
দেখিয়া কুমার কিছু বলেন চাতুরী ॥

সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সখীপ্রতি উক্তি

সুন্দর সুন্দর বর এই বটে আলি।
দড় দড় কি কব কহ কি শুনে আলি॥
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি মুখ-কমলজ।
কি রূপ কি রূপ করি কৈল কমলজ॥
তনু তনু চিন্তায় কেমনে জ্বালা সই।
জীবন জীবন মধ্যে ত্যজি মেনে সই॥
মন্দ মন্দগ্রহ মোর বুঝেছি একান্ত।
কালী কালি দিলা মনে না দিলা একান্ত॥
বারণ বারণ-মন কদাচ না মানে।
ক্ষপা ক্ষপাদিবা ছোটে কি করিবে মানে॥
সর্ব্ব সর্ব্বকাল পুঁজ পীড়া এই ধারা।
নিত্যা নিত্যাবধি দিলা দুনয়নে ধারা॥
তারা তারাপতি যদি মিলাইলা করে।
ফের ফের দিয়া বিধি বঞ্চনা বা করে॥
হর হরবধূ দুঃখ তনয় প্রসাদে।
বিদ্যা বিদ্যা কবিবরে করহ প্রসাদে॥

বিদ্যা দর্শনে সুন্দরের মোহ

কি রূপসী	অঙ্গে বসি	অঙ্গ খসি	পড়ে।
প্রাণ দহে	কত সহে	নাহি রহে	ধড়ে॥
মধ্যে ক্ষীণ	কুচ পীন	শশহীন	শশী।
আস্তবর	হাস্যোদর	বিম্বাধর	রাশি॥
নাসাতুল	তিলফুল	চিন্তাকুল	ঈশ।
বাক্যসৃষ্টি	সুধাবৃষ্টি	লোলদৃষ্টি	বিষ॥
দন্তাবলী	শিশু অলি	কুন্দকলি	মাঝে।
ভুরু অনু	কামধনু	হেমতনু	সাজে॥
নীলগিরি	শুকপুরি	তনুপরি	ভুজ।
মঞ্জুরব	মনোভব	মহোৎসব	রজ॥
নৃপসুত	মোহযুত	এ অদ্ভুত	দেখি।
কহে রাম	অনুপাম	গুণধাম	একি॥

শুন মধুকরী আমি বলি তোর তরে।
বলিব তোমারে কিছু বিরহ কাতরে॥
সকল বান্ধব ছাড়ি ফিরি একাকিনী।
তোর কুচে আলিঙ্গন করিয়া বাছনি॥
আজি মনোরথ মোর পুরিব নিশ্চয়।
শুন মধুকরি তোর যাইব নিলয়॥

(বলরাম, ৭২)

বিদ্যা কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব

বিদ্যা রূপবতী সতী কৃতাঞ্জলি শুদ্ধমতি
কায়মনোবাক্যে করে স্তব।
তুমি নিত্যা পরাৎপরা জন্মজরামৃত্যুহরা
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি ভব॥
তুমি জল তুমি স্থল ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল
তুমি সন্ধ্যা দিবা বিভাবরী।
তুমি কুলাচল সিন্ধু তুমি রবি তুমি ইন্দু
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী॥
তুমি শান্তি পুষ্টি সুধা তুমি লজ্জা তুমি মেধা
মহামায়া করালরূপিণী।
শক্তিরূপা সর্ব্বভূতে বিহরসি শৈলসুতে
কুণ্ডলিনী চক্রবিভেদিনী॥
ত্রিগুণা সচ্চিদানন্দ রূপিণী লিখনকন্দ
স্থূলসূক্ষ্মা ধরণী-ধারিণী।
অপর্ণা অভয়া উমা ভবানী ভৈরবী ভীমা
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী॥
কৃপা কর কৃপাময়ি কেহ নাহি তোমা বই
শঙ্করী কিঙ্করী তব ডাকে।
সুন্দর সুন্দর তনু অভিন্ন কুসুমধনু
সেই পতি দেহি মা আমাকে॥
একান্ত কাতরা বিদ্যা তুষ্টা মহাবিদ্যা আদ্যা
পড়িলা প্রসাদ জবাফুল।
শ্রবণে শুনিল এই তোমার হৃদেশ সেই
আজি নিশি সকল প্রতুল॥
পুলকিতা পঙ্কজিনী হাসি কহে মৃদুবাণী
কর সখী উচিত যে কাজ।
ভাগ্যের নাহিক লেখা নিশিযোগে হবে দেখা
ভেটিবে সুন্দর যুবরাজ॥
বিদ্যার মনের কথা বুঝি সখীচয় তথা
কৌতুকে করয়ে চারুবেশ।
কালীপাদপদ্ম তলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে
দূর কর নিজ সুত ক্লেশ॥

বিদ্যার বাসর সজ্জা

সুন্দরীর সহচরী ভালো জানে চর্য্যা।
রতনমন্দিরে করে মনোহর শয্যা॥
দুই দুই তাকিয়া খাটের দুইপাশে।
রূপবতী বিদ্যাবতী মনে মনে হাসে॥

বড় এক গিরদা শিয়রে সখী রাখে।
এই খটে দেখ এসে হেসে হেসে ডাকে॥
ঢোল ভাজি টাঙাইল চিকন মশারি।
ভৃঙ্গারে পূরিত রাখে সুবাসিত বারি॥
ভক্ষ দ্রব্য নানাজাতি মণ্ডা মনোহরা।
সরভাজা নিখুতি বাতাসা রসকরা॥
অপূর্ব্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা।
ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা॥
সাজাইল বাটাতে কর্পূর সাঁচি খিড়া।
ভক্ষণে যুবক জনা সুখে করে ক্রীড়া॥
কৌটা ভরা ছাঁকা চূণ কর্পূরের সঙ্গ।
এলাইচ জায়ফল জইত্রি লবঙ্গ॥
কালাগুরু মৃগমদ কুঙ্কুম কস্তূরী।
সুগন্ধ চন্দনগন্ধে আমোদিত পুরি॥
মল্লিকা মালতি মালা সুবর্ণের পাত্রে।
যুবক যুবতী দেহ দহে ঘ্রাণ মাত্রে॥
প্রসাদে প্রফুল্লা * হও কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কবির ভগবতী স্তব

হেথা কবিবর সুন্দর সুন্দর
নিরখি নৃপজারূপ।
ভাবে গদগদ নাহি চলে পদ
শর হানে স্মর ভূপ॥
কহ উপদেশ কিরূপে প্রবেশ
হব বিদ্যাবতী বাসে।
দুরন্ত প্রহরী দিবা বিভাবরী
জাগে তনু কাঁপে ত্রাসে॥
নমো ভগবতি কিবা জানি স্তুতি
প্রধানা প্রকৃতি কালী।
শ্মশানবাসিনী দনুজনাশিনী
মুণ্ডমালী মা করালী॥
ত্রৈলোক্যবন্দিনী ভূধরনন্দিনী
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-মাতা।
সকল সিদ্ধিদা গিরীশ-প্রমদা
তুমি হরি হর ধাতা॥
স্তব করে কবি পরিতুষ্টা দেবী
পুনরপি আজ্ঞা হয়।
ভয় নাহি বচ্ছ ইহা কোন্ তুচ্ছ
সুখে কর পরিণয়॥
অপরূপ কথা অকস্মাৎ তথা
হইল সুড়ঙ্গ পথ।
প্রসাদের বাণী ভক্তের ভবানী
পূরাইলা মনোরথ॥

কবির সুড়ঙ্গ পথে গমনোদ্‌যোগ

বিজ্ঞবর বরাবর বিবরবিশিষ্ট।
স্ত্রীরূপিনী স্ত্রীরাখিনী হৃদয়েতে হৃষ্ট॥
নিভৃতে নাগর নানা রস করে রঙ্গে।
চন্দনে চর্চ্চিত চারু চামীকর অঙ্গে॥
কম্বুকণ্ঠে কলিত কাঞ্চন কণ্ঠমাল।
মস্তকে মুকুট মণি-মুকুতা-মিশাল॥
মোহন মুকুরে মঞ্জু মুখ নিরখিয়া।
উথলে অমিয়া-সিন্ধু উল্লাসিত হিয়া॥
যামিনী যামার্দ্ধে যাত্রা জায়া হেতু কবি।
আলো করে আন্ধারে আপন অঙ্গছবি॥
ভাগ্য ভাল ভাবিতে ভাবিতে ভয় ভাগে।
চলিতে চঞ্চল চিত্ত চমৎকার লাগে॥
ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসী-পুত্র হই॥

বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থায় সুন্দরের দর্শন

ধন্য সে যামিনী মধু কুহরে কোকিলবধূ
পূর্ণবিধু উদয় গগনে।
মত্ত মধুকরবৃন্দ ফুলে পিয়ে মকরন্দ
মুখরিত কুসুমকাননে॥
গগনেতে মেঘ দেখি আনন্দ-অপার শিখী
মন্দ মন্দ মলয় সমীর।
সুচারু কুসুম ঘ্রাণ স্মরশরে দহে প্রাণ
বিদ্যা বিনোদিনী নহে স্থির॥

প্রসন্না (বংস)

রসময়ই কহে সই কহ সে নাগর কই
তাহা বই মনে নাহি তায়।
নাহি সুখ একটুকু মহাদুঃখে ফাটে বুক
প্রায় বুঝি মোর প্রাণ যায়॥
এই যুক্তি করে বসি শরদ-পূর্ণিমা-শশী
হেনকালে উপস্থিত কবি।
রূপতুল্য বটে নাম মহাকবি গুণধাম
প্রচণ্ড প্রতাপে যেন রবি॥
সব-সখী-সম্বলিতা চন্দ্রমুখী চমকিতা
নিরখই চঞ্চল নয়নে।
কিঙ্করী যোগায় বারি পদযুগ ধৌত করি
বসিলা রতন-সিংহাসনে॥ *
ধনবন্ত মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ই॥
সেই বংশ সমুদ্ভূত ধীর সর্ব্বগুণযুত
ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার কহে পদে কালিকার
কৃপাময়ি মরি কুরু দয়া॥

বিদ্যাসুন্দরের বিচার

কামদেব-ব্যাধ-তুল্য কুমার সুন্দর।
ভুরু ছলে ধৃত ধনু দৃষ্টি খরশর॥

---

* কুমারী ভাবেন ব্যথা হেনকালে গেল তথা
সুন্দর নৃপতি কুমার।
কপট নাহিক খসে বসিলা বিদ্যার পাশে
দেখি ত্রাস হইল বিদ্যার॥ (বল, ৮৪)

বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রথম আগমনে বিদ্যার সহিত সুন্দরের রহস্যালাপ হয়; বলরামের বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে ইহা দৃষ্ট হয়; যথা, বিদ্যার উক্তি :—

ছাড় ছাড় কুমার না ছোঁয় মোর অঙ্গ।
না ধর বসন মোর ব্রত হৈল ভঙ্গ॥
এত বাক্য কুমারী বলিল যদি ছলে।
হাসিয়া কুমার তার মন ভুবি বলে॥ (বল, ৮৫)

কিঞ্চিৎ সন্ধানে হানে মানভঙ্গ-রঙ্গ।
কি আর করিবে বিদ্যা বিদ্যার প্রসঙ্গ॥
জ্ঞানহারা গোমধ্যা গোযুগে জল ঝরে।
ধূলায় ধূসর ধড় ধড়পড় করে॥
চমকিতা চঞ্চলাক্ষী চেতনা জন্মিল।
সলজ্জিতা শশিমুখী সম্ভ্রমে বসিল॥
ক্ষণেক রমণী চাহে মৌনভাবে থাকে।
হেনকালে পর্ব্বতশিখরে শিখী ডাকে॥
হাস্যযুতা সখী প্রতি কহে কমলিনী।
সুলোচনা সুধাও কিসের রব শুনি॥
ভাব বুঝি গুণরাশি মন্দ মন্দ হাসে।
অমিয়া সদৃশ শ্লোক অন্যোন্তর ভাষে॥ *

শ্লোক :

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধর হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাং।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নৃত্যন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥

অন্বার্থ :

হে গোমধ্যমধ্যে বাল-কুরঙ্গলোচনি।
সহস্রগোভূষণ কিঙ্কর-নাদ শুনি॥
গোভৃৎশিখরে মত্ত পরম উৎসব।
গোকর্ণ-শরীর-ভক্ষ করয়ে তাণ্ডব॥
সখী সম্বোধিয়া কহে বুঝা নাহি যায়।
পুনরপি হাসি কহে সুবিদগ্ধ রায়॥ †

কালিদাস জিনি কবি শুনি নিজ কানে।
সে কথা শুনিতে চাহি নিজ বিদ্যমানে॥
এমত সময়ে তথা ময়ূর ডাকিল।
রহ রহ বলি বিদ্যা কুমারে বলিল॥
না জানি কি ডাকে হোর শুন মন দিয়া।
কুমার বলেন কিছু তারে বর্ণাইয়া॥ (বল, ৮৬)

এতেক কুমার যদি বলিল বিদ্যারে।
বিস্ময় হইয়া বিদ্যা ভাবিল অন্তরে॥
কিবা সে পরের কবি কুমার পড়িল।
না জানি আপনি কিবা কবিতা করিল॥
পুনরপি পড়ে যদি এই ত বচন।
তবে সে জানিব মিথ্যা সকল কারণ॥
পুনরপি বিদ্যা সতী কুমারে জিজ্ঞাসে।
কালীপদে শ্রীকবিশেখর রস ভাষে॥ (বল, ৮৬)

শ্লোক :

স্বযোনিভক্ষকধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোহরি বিম্বপ্রতিবিম্বধারী
রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ॥

অন্বার্থ :

স্বযোনিভক্ষকধ্বজ তাহাতে উৎপত্তি।
তার মধ্যে উন্মত্ত গিরিমধ্যে স্থিতি॥
তিমিরারি-বিম্বপ্রতিবিম্বধারী যেই।
পবনভক্ষের ভক্ষ ঘন ডাকে সেই॥
চমৎকার কথা শুনি বটে গুণধাম।
পুনরপি হে সখি সুধাও দেখি নাম॥
কৃতাঞ্জলি সহচরী কহে পুনর্ব্বার।
কহ শুনি মহাশয় কি নাম তোমার॥

শ্লোক :

বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রান্তে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহং॥

অন্বার্থ :

বসু হেতু সুমূর্খ মানব গুণযুত।
বন্দয়ে মন্দ যে জাতি লোভে অনুগত॥
করভোরু রতিপ্রান্তে তিষ্ঠ মন্দ যাম।
চিন্তা কর দ্বিতীয় পঞ্চমে মোর নাম॥
এক বস্তু তিন কিন্তু একে তিন লাভ।
কহ কহ তরলাক্ষি এবা কোন ভাব॥
আন্ত অন্তে যেটা সেটা কামনা সদাই।
আন্ত অন্তে পাঠে তুণ্য কৃপালেশ পাই॥
চারি মধ্যে সুবিখ্যাত বর্ণ চারি সার।
আশ্রয়েতে চারি ফল পঞ্চ সু প্রচার॥
কালীকিঙ্করের কাব্য কথা বুঝা ভার।
বুঝে কিন্তু সে কালী-অক্ষর হৃদে যার॥
হেসে বলে হরিণাক্ষী হারিলাম আমি।
সুপুরুষ সুন্দর সুধীর সত্য স্বামী॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীকৃপাময়ই।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ

পরাভব মানি সুখি বীরসিংহ-বালা।
স্বয়ম্বরা কান্ত কণ্ঠে আরোপিল মালা॥
শুভক্ষণে অন্যান্য দর্শন কুতুহলি।
সহচরীগণ রঙ্গে দেয় হুলাহুলি॥
পতি প্রদক্ষিণ সতী করে সপ্তবার।
সুধার সাগরে ভাসে তনু দোঁহাকার॥
সুন্দরীরে সমর্পিলা সুন্দরের হাতে।
সুন্দর সিন্দুর দিলা সুন্দরীর মাথে॥
এই তব দাসী গুণরাশি মিথ্যা নহে।
আড়ালে আসিয়া অলি আড়িপাতি রহে॥
নানা উপহার কবি করিয়া ভোজন।
কর্পূর তাম্বূলে করে মুখের শোধন॥
সুশীতল মরুত মলয় মন্দ বহে।
স্মরহানে খরশর ভর কত সহে॥
মাস মধু ডাকে মধুকরবধূচয়।
কুলবধূ কামবধূ ইচ্ছা অতিশয়॥
সুশীতল সময় মলয় মন্দ বহে।
স্মর হানে খরশর ভর কত সহে॥
উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার।
বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা চিত্ত দোঁহাকার॥
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন।
বিদ্যালাপছলে বুঝি পড়ালা বচন॥
উলু দিছে ঘন ঘন পিকসীমন্তিনী।
নয়নচকোরী সুখে নাচিছে নাচনী।
বরযাত্র মলয় পবন বিধুবর।
মধুকরনিকর হইল বাদ্যকর॥
কান্তাকুচে জ্বলদগ্নি বিচারিয়া কবি।
করপদ্মে করে হোম স্নেহ করি হবি॥
উভয়ত কুটুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর।
পরস্পর ভুঞ্জে সুধা মুখেন্দু উপর॥
যুগল নিতম্ব উরু জালালি ফকির।
বিজাতীয় শব্দ করে কাঁখায়ে মঞ্জীর॥
নূপুর কিঙ্কিণীজালে নানা শব্দ হয়।
দুই দলে দ্বন্দ্ব যেন চন্দনসময়॥
পুনরপি শুন বিবাহের সমাচার।
কামিনীর করুণা ভাটের রায়বার॥
সস্ত্রীক আইলা কাম দেখিতে কৌতুক।
দম্পতিকে পঞ্চশর দিলেন যৌতুক॥
দম্পতিরে তুষ্ট হয়ে দম্পতি চলিল।
দক্ষিণা পশ্চাতে হবে সম্প্রতি রহিল॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ই।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই॥

শৃঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয়

রমণীমণি নাগররাজ কবি।
রতিনাথ-বিনিন্দিত চারু ছবি॥
ধনি-মুখ-চিবুক ধরে যতনে।
মুখ চুম্বতি সুন্দর হৃষ্টমনে॥
নাগরী রসিকা রসিক প্রবীণা।
যুবতী সময়ে হৃদয়ে কঠিনা॥
কুচপদ্ম কলি করপদ্ম ধরে।
তনু লোমাঞ্চিত রস-রঙ্গভরে॥
চমকি চমকি কহে কি করহে।
নখ ঘাতন যাতন খেদ কহে॥
যুবরাজ এ কাজ তোমার নহে।
নহি ধীর এবস্তু নহে পিব হে॥
দশনে জ্বলিছে সহেনা সহেনা।
পুন তো প্রাণ তো রহেনা রহেনা॥
বঁধু জীবন জীবন দান কর।
গুণরাশি এ দাসীর বাক্য ধর॥
রসকাল নহে হও কাল কেন।
দেহ মর্ম্মপীড়া ছিছি কর্ম্ম হেন॥
লাজ না বাস কি হাস বুক ফাটে।
কি করে পিরিতে এ রীতে না আঁটে॥
ছাড় কান্ত নিতান্ত অশান্তপনা।
প্রাণবল্লভ দুর্লভ সুল্লভনা॥
কহজে সহজে নহ যে সে ধারা।
এহি কাজ অকাজ কুকাজ করা॥
ধর হাত কি নাথ পুনঃ পুনঃ হে।
হৃদয়েশ বিশেষ কথা শুন হে॥
একি সাধ কি সাধহ বাধ কহি।
ভাব যে রূপ সে রূপ কিন্তু নহি॥
প্রভু মত্তকরী আমি পঙ্কজিনী।
করি-শৃঙ্গার-যোগ্য বটে করিণী॥
একবার প্রকার রূপে তরিলে।
হবে না হবে না হবে না মরিলে॥
শুন আলি ত কালি কুগালি দিবে।
প্রভু চোর হবে কি ভবে ছাড়িবে॥
মরিহে মরিহে ধরিহে চরণে।
রমণে এমনে জানিহে কেমনে॥
রসিকঃ সুজনঃ প্রভুহে চতুর।
মরি বালজনে কেন হে নিঠুর॥
বলে মুহু মুহু মুখে উহু উহু।
যথা কোকিল কুজিত কুহু কুহু॥
নয়নযুগলে সলিল গলিত।
কনক-মুকুরে মুকুতা রচিত॥
মদন-জ্বর না কর ছাটকটী।
কবিরাজ কহে কবিরাজ বটী॥
কুচমর্দ্দনালিঙ্গন চুম্বন লো।
শুন এই ত্রিদোষজ ভঞ্জন লো॥
যদি রোগ সুসম্যক সাম্য নহে।
রসনারস পানে কি রোগ রহে॥
শ্রমনীরে শরীর সমস্ত ভাসে।
করি ধীর সমীর সুধীর ভাবে॥
কবিরঞ্জন তোটক ছন্দ ভণে।
করুণাঙ্কুর কালি সুদীন জনে॥

শৃঙ্গারে পরস্পর উক্তি

কাতর কামিনী বদন যামিনী
নাথ মলিন হি ভেল।
মুকুতা জৈসন সোহত ঐসন
সরম জল উপজেল॥
সঘন রোদিতি বদতি পতি প্রতি
রহত বিদগ্ধ রাজ।
বাল দুরবল ধরম কৈসল
নাহিক ভয় কটু লাজ॥
কোটি পরণাম হে প্রভু গুণধাম
সুরতরস দেহ ভঙ্গ।
হাম কৃশোদরী পুরুষকেশরী
কৈসে সম তুহ সঙ্গ॥
কহই করিবর কুসুমশরবর
দহনে জর জর দেহ।
রমণীমণি ধনী নব সরোজিনী
সবহু চাতুরী এহ॥
কণতি পরভৃত মনহি কুতহুত
উয়ল নিরমল চন্দ।
মধু বিভাবরী হে বর-সুন্দরী
মলয়ানিলগতি মন্দ॥
রসিক সো বিধি বিরহ বারিধি
তরণী দেয়ল তোয়ে।
কপট কহোসি বিচেড়ু বয়েসি
কাহে নিকরুণ মোয়ে॥

শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গোক্তি

অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।
উহু উহু মুহু মুহু কেশপাশ মুক্ত॥
কাতরা কামিনী কান্দে কহে কণস্বরে।
দিয়া পীড়া ক্রীড়া ব্রীড়া না বাস অন্তরে॥
চিরদিনে অনশনে ক্ষুধা বিপর্য্যয়।
আধার সহিত সুধা পান ভাল নয়॥
যে পর্য্যন্ত কাননে কুসুম থাকে কলি।
তদবধি তাহে মধু নাহি পিয়ে অলি॥
সময়ে সকল ভাল শুনহ নিশ্চিত।
অসময় জানিবা সে হিতে বিপরীত॥
শীতে সুধাসম বহ্নি গ্রীষ্মেতে সে নহে।
বসন্তে ভ্রমণ পথ্য বর্ষাতে কে কহে॥
হত্যা হই হউক মেনে হাস যুবরাজ।
ক্ষীণা আমি ক্ষমা কর ক্ষেপাপারা কাজ॥
ভার্য্যা সঙ্গে চর্য্যা ইহা শুনি নাহি কভু।
আজি ঘর কালি কি পান্দাড় ভাব প্রভু॥
আড়ে আলি হেস্তে পড়ে এ উহার গায়।
মলি লো গোল্লায় গেলি লাজ খেলি হায়॥
ঘুম গেল ধুম বড় ঘর মেনে ছাড়ি।
বিয়া-রাত্রে বেহায়া বড় না বাড়াবাড়ি॥
মিথ্যা কষ্টা অবলা অবলা বোল ছাড়।
নামমাত্র বালা দেখি ইচ্ছা বড় গাঢ়॥
মুখে মুখে ফাসফুস একি প্রেম ঈষ।
আমরাই হইলাম দুচক্ষের বিষ॥
কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেন্তা * বড়।
ঘাগী বটে কত ঠাটে কথা দড় দড়॥
কেহ বলে থেকে থেকে পড়ে কেন চীল।
শুন নাই আচট ভুমের ভাজে খীল॥
মর্দ্দ বড় শক্ত সই কেহ কেহ বলে।
অনুমানি বুঝি ক্ষেতে সন্ত ফল ফলে॥
সহ্য নহে ক্রোধে কহে আলো আগি শোন।
হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘস্তা দিস লোন॥
শিথিল অনঙ্গ রস অঙ্গ ভঙ্গ দিয়া।
হস্ত পদ পাখালিল বাহিরেতে গিয়া॥
পুনরপি শয্যায় বিহরে দোঁহে রঙ্গে।
দোঁহে সমীরণ করে দোঁহাকার অঙ্গে॥
পরস্পর অঙ্গে রঙ্গে লেপয়ে চন্দন।
হেসে হেসে উভয়ত বদন চুম্বন॥

শ্রীকবিরঞ্জন এই কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

অথ বিপরীত শৃঙ্গার

ক্ষণেক অন্তরে কহে কবি মহামতি।
বিপরীত রতি দান দেহ লো যুবতী॥
নেকা ঢঙ্গ হয়্যে রামা কহে সেই কি।
প্রকার শুনিয়া লাজে দাঁতে কাটে জি॥
অন্তরে আনন্দ অতি সায় দিতে নারে।
পুরুষের কাজ প্রভু রমণী কি পারে॥
বিদগ্ধ বটহে প্রভো বিজ্ঞ নিজে হও।
কেমনে এমন কথা মুখ ভরে কও॥
সাঁতারে হাঁপায়্যে শেষে স্রোতে ঢাল গা।
সেইরূপ চেষ্টা পাও মনে আছে যা॥
একথা না ভুলি আর মরমে রহিল।
এমন সময় নহে কালেতে হইল॥
মিছে পরিহাস হাস কিবা প্রিয়ে ভাষ।
ভাবে বুঝি ভর্ত্তা বধে ভয় নাহি বাস॥
লংঘনে স্বামীর বাক্য জন্মে মহাপাপ।
সুধাংশুবদনে শীঘ্র শান্ত কর তাপ॥
বিদ্যা বলে পায় পড়ি সে কি এত মধু।
গণিকা ত নহি প্রভু হই কুলবধূ॥
কবি কহে যে কহ সে কহ প্রাণপ্রিয়া।
রক্ষা কর বিপরীত রতি দান দিয়া॥
নহিলে হে তাহা আমি যদি মরি আজি।
ভ্রান্ত কান্ত শান্ত হও হইলাম রাজি॥
লাজের দুয়ারে ধনী ভেজায়ে কপাট।
প্রবর্ত্ত প্রকৃত কার্য্যে তবু নানা ঠাট॥
বিগলিত জঘনে সঘনে বেণী দোলে।
যেন পূর্ণশশী পূর্ণশশী করে কোলে॥
অদ্ভুত চরিত্র চিত্ত মধ্যে লাগে ধন্দ।
প্রফুল্ল কমলে মধু পিয়ে মকরন্দ॥
চকোর খঞ্জনে প্রেম-আলিঙ্গন করে।
বিকচ কমলে চান্দে বারিবিন্দু ঝরে॥
মনের বাসনা পূর্ণ তূর্ণ রসে ক্ষমা।
মুখে মন্দ মন্দ হাস বাস পরে রামা॥
রূপস-রূপসী নিশি শেষে নিদ্রা যায়।
প্রভাকর প্রকাশিত রজনী পোহায়॥
সুকবি সুন্দর গেলা মালিনীর বাসে।
কহিলা সকল কথা বসি তার পাশে॥

হানফেনে (বং-স)

শ্রীকবিরঞ্জনে কালি হও কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই॥

পরদিন মালিনীর ও বিদ্যার রহস্য কথোপকথন

শুনিয়া নিশির কথা মনে মনে হাস্যযুতা
হীরাবতী প্রফুল্ল অন্তরে।
নানা ফুলে নানা ভাতি যেন মুকুতার পাঁতি
হার গাঁথি লইল সত্বরে॥
গেল নৃপসুতাপাশে রামা হাসে লাজ বাসে
অধোমুখে বিধুমুখ ঢাকে।
আগুসারি যত্ন করি মালিনীর হাতে ধরি
সমাদরে বসাইল তাকে॥
হীরা বলে রও রও কেন গো উতলা হও
আজি এত কেন ঠাকুরালি।
হেদে বাছা ছাড় লাজ সারাসোরা হল্যো কাজ
দেহ পুরস্কার ঘটকালি॥
কুশল সম্বাদ কহ ভাব যদি ভিন্ন নহ
তুমি বধূ বটি গো শাশুড়ী।
হবে গো দুলাল তোর সে দিন কেমন মোর
সে ডাকিবে কোথা আইবুড়ী॥
কাছে আন্যা হাত্যা আলি শিরে তৈল দিল ঢালি
আপনি আঁচড়ে বিদ্যা কেশ।
কত ঠাট জানে হীরা পুনরপি কহে ফিরা
বুড়ী আমি বৃথা কর বেশ॥
বিদ্যা বলে নহ বুড়ী মাশাশ্ রসের গুঁড়ী
মর্ মাগী এত এসে ভোরে।
ছাই কথা কি কহিস পুনঃ পুনঃ লজ্জা দিস
পায় পড়ি ক্ষেমা কর মোরে॥
যেতে হবে ঠাঁই ঠাঁই ভুলিয়াছি মনে নাই
মালিনী কৌতুকে কহে হাসি।
হইল স্নানের কাল মিছা করি গল্পগাল
সকলি শুনিব কাল আসি॥
বিদ্যা দিল চাল্ কড়ী কলাই কুমুড়া বড়ী
হীরাবতী ঘরে যায় রঙ্গে।
কি কর শাশুড়ে বসে কহে হেসে শুন এসে
যে কথা হইল তার সঙ্গে॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু অভয়-চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে॥

বিদ্যার মানভঞ্জন

কবি কহে বটে মাসি পরামর্শ পাকা।
হীরা বলে চাহি বাপু ঘটকালি টাকা॥
দেখাইল সে যে দ্রব্য পেয়েছিল তথা।
দণ্ড দুই বসি কহে নানা রস কথা॥
স্নান করি পূজে কবি শঙ্করঘরণী।
যে পদপঙ্কজ ভব-সাগর-তরণী॥
রন্ধন ভোজন করে রাজার নন্দন।
নিদ্রালস্যে কিছু কাল করিল শয়ন॥
নিশিযোগে নিজাঙ্গনা বাসে গেল রঙ্গে।
কৌতুকে রমণসুখ রমণীর সঙ্গে॥
দিবাভাগে নানা বেশ ধরে গুণধর।
ভ্রমণ করয়ে নিত্য রাজার সহর॥
কখন পরমহংস যতি ব্রহ্মচারী।
কখন বা বৈষ্ণব তিলক-কণ্ঠিধারী॥
নগরের লোক কেহ লখিতে না পারে।
পরম পুরুষ জানি ভক্তি করে তারে॥
এক দিন কৈল কবি ঔদাস্য উদয়।
না গেল সে দিন বিদ্যাবতীর আলয়॥
পতির বিরহে সতী অতি দুঃখযুতা।
জাগিয়া যামিনী পোহাইল নৃপসুতা॥
পরদিন উপনীত সুন্দরীর বাসে।
কান্তমুখ হেরি মুখ যত্নে ঢাকে বাসে॥
ধরি হাত দিয়া মাথে কত দিল কিরা।
না কহে বচন রামা নাহি চায় ফিরা॥
নয়নসলিলে ভাসে অঙ্গের বসন।
মানভঙ্গ না হয় বিমর্ষ বিলক্ষণ॥
বিচারিল মনে মনে এক যুক্তি আছে।
কপটে নিকটে গিয়া তৃণ দিয়া হাঁচে॥
মৌনব্রত ভঙ্গ-ভয়ে না কহিল জীব।
তাড়ঙ্গ দোলায় বালা চিন্তা করে শিব॥
অপ্রতিভ যুবরাজ অধোমুখে রহে।
মৃদু মৃদু হাসি পুনরপি কিছু কহে॥
রোদন করহ প্রিয়ে না করি নিষেধ।
আমার হৃদয়ে সবে এই মাত্র খেদ॥
গলিত সাঞ্জনধারা তাহে ম্লান মুখ।
চিরদুঃখ গেল চিত্তে চান্দের কৌতুক॥
সহজে কলঙ্কী সে তবাস্য সম নহে।
লজ্জা ভয় দুই হেতু দিবা গুপ্তে রহে॥
কদাচ না কহি কান্তে মিথ্যাকথাগুলা।
হের হিম কর প্রিয়ে ও বদন তুলা॥

ক্রোধে প্রিয়তমে তব তবে কিবা কাজ।
আহারে ও ব্যবহারে কার আছে লাজ ॥
ফিরা দেহ মদর্পিত চুম্ব আলিঙ্গন।
আর কেন জানা গেল চরিত্র যেমন ॥
কবিবর বিনোদ বৈদগ্ধগুণে ভাষে।
ফুরাইল মান ফিরে ফিক্ ফিক্ হাসে ॥
আবেশে অধিক আরো আঁট্যা ধরে গলা।
আলিগণ বলে মাগো এত জান ছলা ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই ॥

বিদ্যার গর্ভ দৃষ্টে সখীগণের নানা যুক্তি চিন্তা *

কত কাল গোপনে বিদ্যা নবকুসুমিতা।
সুলোচনা প্রভৃতি সকলে পুলকিতা ॥
পুনর্বিভা করে গুণসিন্ধুর তনয়।
রজোযোগে রূপবতী গর্ভবতী হয় ॥
দুই তিন চারি পাঁচ মাসেতে প্রবর্ত্ত।
সহচরী বলে বড় হইল অনর্থ ॥
বিরলে বাসয়া যুক্তি করে জনে জনে।
কেহ বলে এই দায় এড়াব কেমনে ॥
কেহ বলে ভাবিয়া জন্মিল মোর বাই।
কেহ বলে চল দেশ ছাড়িয়া পলাই ॥

* বলরামের বিদ্যাসুন্দরে এইরূপ গল্প আছে যে, বৎসরাধিক বিদ্যাসুন্দর গোপনে অতিবাহিত করিলে দেবী কালিকা আপনার পূজার প্রচার-বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়েন, তখন দেবীর দাসী,

বিমলা বলেন কলঙ্ক মালিনি।
গর্ভবতী হয় যদি রাজার নন্দনী ॥
তবে সে কোটাল ধরে নৃপতি সুন্দরে।
বিপত্তে রাখিলে পূজা হইব সংসারে ॥
এতেক শুনিঞা মাতা দেবী কাত্যায়নী।
পাতালে আছিল দৈত্য ডাক দিয়া আনি ॥
পান দিয়া তার তরে দিলেন আরতি।
বিদ্যার উদরে গিয়া জন্ম শীঘ্রগতি ॥ (বল, ৯৪)
বিদ্যারে সকল সখী জিজ্ঞাসে কারণ।
গর্ভের লক্ষণ তব দেখি কি কারণ ॥
লাজ পরিহরি বিদ্যা কহিল সভারে।
মোর দিব্য এই কথা না কহিবে কারে ॥
হইল বিষম সখী ভাবে নিরন্তর।
পাছে না সভার প্রাণ বধে নৃপবর ॥ (বল, ৯৫)

কেহ বলে নিরবধি ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
ভূপতি শুনিলে কাটিবেক নাক কাণ ॥
কেহ বলে অকস্মাৎ হেদে কি উৎপাত।
চেষ্টা কর কোন রূপে গর্ভ হয় পাত ॥
কেহ বলে বিদ্যা মেনে কামগাতিশয়।
রাজপুরে একি কাল তনয়া উদয় ॥
কেহ বলে মরুক গলায় দিয়া দড়ী।
রাতে দিনে পড়ে থাকে দুটা জড়াজড়ী ॥
বিয়ারাত্রে দেখিলাম বর চান্দপারা।
ছুড়ীর হাঁপানে ছোঁড়া হল তন্তুসারা ॥
কহিলাম কত মত ভূপতিকে বল।
তখন করিল তুচ্ছ এখন এ ফল ॥
কেহ বলে স্ত্রীবুদ্ধিতে পরমাদ ঘটে।
কেহ বলে এই কথা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে ॥
স্ত্রীবুদ্ধে মরিল দশরথ পেয়ে শোক।
স্ত্রীবুদ্ধে মজিল লঙ্কা খ্যাত তিন লোক ॥
লয়েছি সবাই শিরে কলঙ্কের ডালী।
কেহ বলে চারা নাই যে করেন কালী ॥
কেহ বলে এত কেন চিন্তা কর সই।
রাণীর নিকটে গিয়া সবিশেষ কই ॥
ভাল মন্দ তাঁর ঘাড়ে আরের তা কি।
উদরে ধরেছে কেন কুলখাকী ঝি ॥
অতি বাম মো সবারে দূর করে দিবে।
পৃথিবীটা পড়্যা আছে ঠাঁই না মিলিবে ॥
জীব দিয়াছেন কৃষ্ণ দিবেন আহার।
সে প্রভুকে লাগে সই সবাকার ভার ॥
ভাল ভাল বলিয়া সখীরা উঠে ঝেড়ে।
কেহ বলে তোরে মেনে প্রাণ দিব কেড়ে ॥
রাণীর নিকটে সব সহচরী যায়।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তারা প্রণমিল পায় ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসী-পুত্র হই ॥

সখীগণ কর্ত্তৃক রাণীর নিকট গর্ভবার্ত্তা প্রদান

আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসে রাণী সতী।
ভালতো গো আছে মোর বিদ্যা গুণবতী ॥

* বড়ই বিষম সখী নাম বিকটামুখী
চলিল কহিতে গর্ভ দেখি।

চিরদিন দেখি নাই সে চাঁদবয়ান।
বড়ই দুরাত্মা আমি হৃদয় পাষাণ॥
তোমরাও ভাল মন্দ না কহ সংবাদ।
না জানি ঘটিল আজি কিবা পরমাদ॥
উষাকালে এসেছ অবশ্য হেতু আছে।
আমার শপথ লাগে সত্য কহ কাছে॥
বিরস বদনে কেন বসিলা নিকটে।
প্রাণ করে উড়ু উড়ু হেরে বুক ফাটে॥
নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন দেখি ডানি চক্ষু নাচে :
বড় ভয় বৃদ্ধ কালে শোক পাই পাছে॥
সহচরীগণ বলে শুন ঠাকুরাণি।
কি রোগ জন্মিল তার কারণ না জানি॥
এবে দেখি বিরূপ সে রূপ গেল দূর।
উদর ডাগর বড় বরণ পাণ্ডুর॥
শয়ন সতত ভূমে মৃত্তিকা ভক্ষণ।
মাথা ঘোরে উকি তোলে ইকি অলক্ষণ॥
রাণী বলে কি কহিলে সর্ব্বনেশে কথা।
বুঝি বা খাইল বিদ্যা অভাগীর মাথা॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে দেও সাদ ভেট।
সে বড় জোয়াল মেয়ে বাদায়েছে পেট॥

গর্ভ-দর্শনে রাণীর বিদ্যাপ্রতি ভৎসন

শুনি চমৎকার রাণী উঠে।
পাছে শোনে ভূপ চুপ   বুক করে দুপ দুপ
কাঁপে কায় কালঘাম ছুটে॥
ভয়ে মুখে উড়ে ধূলা   পাছে রহে সখীগুলা
উপনীত নন্দিনী নিকটে।
যে কহিল রামাচয়   একথা অন্যথা নয়
গর্ভের লক্ষণ যত বটে॥
পূর্ব্বরূপ ছারখার   উদরের বড় ভার
ধরাতলে শুয়েছে রূপসী।
শিথিল কটির বাস   ঘন বহে মৃদুশ্বাস
আস্ত-আভা প্রভাতের শশী॥
সম্মুখে প্রসবস্থলী   উঠে বিদ্যা কৃতাঞ্জলি
প্রণমিল লাজে নত মুখ

গর্ভ ধরে বিদ্যা সতী   দেখিয়া বিষম অতি
এইসে হইয়া অশ্রুমুখী॥
কাঁদিয়া রাণীর স্থলে   করযোড় হইয়া বলে
অবধান কর পাটরাণী।   (বল, ৯৬)

কান্দে কথা কহে শুক   দেখিলাম মুখপদ্ম
কব কি জন্মিল যত সুখ॥
অনাথিনী থাকি একা   ছমাস বৎসরে দেখা
দিনেক তোমার সঙ্গে নাই।
জননী জীয়ন্ত যার   এতেক খোয়ার তার
গর্ভে কেন দিয়াছিলে ঠাঁই॥
হেদে এক কথা শোন   যদি খাওয়াতিস নোন
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মোরে।
বালাই যাইত তবে   এত কথা কেন হবে
অনুযোগ কে করিতো তোরে॥
চর্য্যা বুঝিলাম আমি   মানব-রাক্ষসী তুমি
যমের দোসর সেই বাপ।
আমার কপাল পোড়া   বিধাতা নষ্টের গোড়া
পূর্ব্ব জন্মে ছিল কত পাপ॥
রাণী বলে পাপীয়সি   প্রাণ ছাড় নীরে পশি
কিম্বা বিষ্ঠা খা লো তুই বিষ।
নহে খড়গ কর ভর   এইক্ষণে মর মর
কলঙ্কিনি কোন্ সুখে জিস॥ *
নির্ম্মল রাজার কুল   তুই কলঙ্কের মূল
জন্মিলি আমার গর্ভে আলো।
এই রাজ্য ত্যাজ্য করে   যদ্যপি ভাতার ধরে
বেরুতিস সেও ছিল ভালো॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি   শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী
বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু   অভয়-চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে॥

রাণী সহ বিদ্যার বাক্‌চাতুরী

বিদ্যা মরলো কলঙ্কিনি ঝি।
আমার কপাল পোড়া তোর দোষ কি॥
বাপের দুলালী ছিলি   তাহে তিলাঞ্জলি দিলি
কুলে খোঁটা কুলটা হলি ছিছি।
কার ঘরে নাই মেয়ে   চক্ষু খেয়ে দেখ চেয়ে
পাপক্ষণে তোরে উদরে ধরেছি॥

---

* উজ্জ্বল বরণ তোর গর্ভের লক্ষণ।
সত্য করি কহ ঝিয়ে কিসের কারণ॥
শিশুকাল হৈতে তোরে শাস্ত্র পড়াইল।
তোমার কারণে কত বর আনাইল॥   (বল, ৯৮)

প্রসাদ কহিছে বড় হেন মেয়ে আইবড়
লাজে লোক দাঁতে কাটে জি। ॥ ধুয়া ॥

আলো হেদে লো পাপিনি ঝি।
বিদ্যা বলে দোষ বা দেখিলা কি ॥
আলো কেমনে মিলিল স্বামী।
বিদ্যা বলে পুরুষ না দেখি আমি ॥
আলো কারে কর প্রতারণা।
বিদ্যা বলে চক্ষু নাই বুঝি কাণা ॥
আলো গর্ভের লক্ষণ সর্ব্ব।
বিদ্যা বলে বাতাসে কি জন্মে গর্ভ ॥
আলো উদর ডাগর তোর। *
বিদ্যা বলে উদরী হয়েছে মোর ॥
আলো স্তনে ক্ষরে কেন পয়।
বিদ্যা বলে এ রোগে বাঁচা সংশয় ॥
আলো কুচাগ্র ভাগেতে কালি।
বিদ্যা বলে প্রলেপ দিয়াছি আলি ॥
আলো শয়ন কেন ভূতলে।
বিদ্যা বলে নিরন্তর দেহ জ্বলে ॥
আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম।
বিদ্যা বলে নিদাঘ কালের ধর্ম্ম ॥
আলো পূর্ব্বরূপ গেল দূর।
বিদ্যা বলে দেখ লক্ষণ পাণ্ডুর ॥
আলো ঘন ঘন উঠে হাই।
বিদ্যা বলে বলাধান মাত্র নাই ॥
আলো ভক্ষণ যে পোড়া মাটি।
বিদ্যা বলে ছি মাগি তোরে না আঁটি ॥
তারা মায় ঝিয়ে যত ভাষে।
আড়ে থাকি বসি আলি হাসে ॥

বিদ্যার উক্তি

তুমি যে কহিলে লোকে যে শুনিলে
হইবে বড় পরমাদ ॥
গায়ে কণ্ডু দেখ কুচে নখরেখ
বিষম কণ্ডুর জালে।
যেবা পাণ্ডুগণ্ড দেখিলে প্রচণ্ড
লেপিত চন্দন কালে ॥
জ্বর কৈল পূর্ব্বে তেঞি দেখ গর্ভে
না জানি কেমন ব্যাধি।
রস শ্রীকবিরঞ্জনে কহে।
কভু গর্ভ ছাপা নাহি রহে ॥ †

(বস, ১০০)

রাণীসহ বিদ্যা ও সখীগণের পুন বাক্‌ছল

এতক্ষণ জিয়া আছ তাই আমি চাই।
বাসনা এমনি হয় আমি বিষ খাই ॥
প্রাণসম বাসি পিতা পড়াইল তোকে।
গালে দিলি কালি চুণ হাসিবেক লোকে ॥
সমুচিত শাস্তি বিদ্যা তুই পাবি কালি।
উলূটা চোরে গৃহী বান্ধে মোরে দিস্ গালি ॥
বিদ্যা বলে পুনঃ পুনঃ কত কটু কও।
চারা নাই মাগো তুমি গুরু লোক হও ॥
গলায় অঙ্গুলি দিয়া কেন তোল কাশ।
আপনিই আপনার কর সর্ব্বনাশ ॥
কাল বড় কুৎসিত আমাকে কর মাপ।
খুঁড়িতে কেচুয়া পাছে উঠে কাল সাপ ॥
কিবা ডাক ছাড় তুমি কিবা হাত নাড়।
ভাল বটে জীয়ন্ত মাছেতে পোকা পাড় ॥
বারে বারে যত কহি কথা নাহি মান।
যেমন আমার রীত সুন্দর তা জান ॥
অনাথিনী প্রায় পড়ে থাকি এই ঠাঁই।
পুরুষ কেমন কভু চক্ষে দেখি নাই ॥
সবে মাত্র স্নেহ ভাবে দেখেছেন বাপ।
গর্ভ গর্ভ বলে কেন দেহ মনস্তাপ।
দুঃখের উপরে দুঃখ এ বড় উৎপাত।
কোথা বান্ধিবেক তাগা শিরে সর্পাঘাত ॥
রাণী বলে মর মেনে একি আর পাপ।
তবে বুঝি এ কর্ম্ম করেছে তোর বাপ ॥
তোর একথায় গায় কাটে যেন বিছা।
পেটে ছেলে লড়ে চড়ে তবু বলে মিছা ॥
ক্রোধে কম্পবান তনু ঘূর্ণিত লোচন।
সখীগণ প্রতি কহে কর্কশ বচন ॥
জাতিরক্ষা হেতু আছ বিদ্যার নিকটে।
আপনারা ঘটক হইয়াছিলা বটে ॥
তো সবার দোষ নাহি কাল নহে ভালো।
মাথায় করাত দিব কি ভেবেছ আলো ॥

। ভারতচন্দ্রেও আছে যে বিদ্যা এই সময়ে তাহার মাতার সহিত বাকচাতুরী করিয়াছিলেন, তবে রামপ্রসাদের বিদ্যার ন্যায় তাহার কথায় অবজ্ঞা প্রকাশ পায় নাই।

করযোড়ে কহে তারা কেন কর রোষ।
বিবেচনা করিলে কাহারো নাহি দোষ॥
জন্মাবধি দেখি নাই পুরুষ কেমন।
রাজরাণী বট কেন কথা গো এমন॥
বাহিরে প্রহরী থাকে দুরন্ত কোটাল।
মনুষ্য সঞ্চার নাই একি ঠাকুরাল॥
উচিত কহিতে কিন্তু মর্ম্মে পাবে পীড়া।
রমণী রমণী সঙ্গে নাহি করে ক্রীড়া॥
ভগীরথজন্মকথা শুনিয়াছি কাণে।
সে কালের মেয়ে তারা একালে না জানে॥
তবে কে করিল গর্ভ এত বড় রঙ্গ।
ছাড় মেনে ঠাকুরাণি এ পাপপ্রসঙ্গ॥
আপনার মান গো আপনি যত্নে রাখি।
লোকে বলে কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকি॥
আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায়ে পড়ে।
বাড়া কিবা কহিব কথায় কথা বাড়ে॥
অবিচারে কর নষ্ট তার চারা কিবা।
যার রীত যেমন জানেন মাত্র শিবা॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥

বিদ্যার গর্ভ সংবাদ শ্রবণে ভূপতির কোটালকে ধরিতে অনুমতি

নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে।
অসম্বর অম্বর অম্বর পড়ে শিরে॥
জ্ঞানহারা তারাকারা ধারা শত শত।
গোমুখে গলিত ধারা তৃষ্ণানিষ্ঠা গত॥
বিগলিত কুন্তল জলদ-পুঞ্জ-ছটা।
নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়া বরটা॥
ভূপ উপে উপনীত মলিন বদন।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে শীঘ্র ধরণীভূষণ॥
বিমল কমল মুখ ম্লান কেন কবে।
অন্ত কাস্তে কৃতান্তে নিশান্তে কারে লবে॥
শিরে হানি পাণি রাণী বলে কব কি।
শোন পর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব গর্ভবতী ঝি॥
কি বল কাঁপিয়া উঠে মুখে উড়ে ফাক্‌কা।
ভাবনায় ভাতি ভিন্ন ভূপ যার ভাক্‌কা॥
সমূলে রুষিল যেন মাতাল মাতঙ্গ।
সুষুপ্তি সময়ে যেন দংশিল ভুজঙ্গ॥
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত নিকটে যেমন।
সেইরূপ শুনি ভূপ মহিলাবচন॥
আপদ পর্য্যন্ত অগ্নি শিখা যেন দহে। *
কোটালের কর্ম্ম এই আর কারু নহে॥
আরবার দরবার মধ্যে গিয়া ভূপ।
কাঁপে গুরু উরু ওষ্ঠ লোচন বিরূপ॥
ক্রোধে কহে তোমরা সওয়ার দশ যাও।
এহি ওয়াক্ত মেরে পাশ বাঘাই ম' লাও॥
যো হুকুম বলিয়া সওয়ার দশ লড়ে।
কেহ তাজি তুরকী টাঙ্গন পৃষ্ঠে চড়ে॥
দড় বড় গড় পাড়ে উড়াইয়া ঘোড়া।
রজপুত যমদূত গোঁপে দেয় মোড়া॥
ঘেরে কোটালের বাড়ী কহে বেহেসাব।
কাঁহা কোতোয়ালগিরি নেকাল সোতাব॥
বৈঠকখানায় কোতোয়াল শুয়ে খাটে।
সোয়ারের ঘটা দেখি ভয়ে মার্গ ফাটে॥
ধুতি পরি লেঙ্গা শির হইল হাজির।
অমনি ঢেকায় করে বেড়ায় বাহির॥
পাছে থেকে মারে কেহ বন্দুকের হুড়া।
আকটে পাপোষ মারে হাড় করে গুঁড়া॥
কোটালমহিলা কাঁদে করে হায় হায়।
এক দণ্ডে নিয়া গেল রাজার সভায়॥
নিকটে নকীব ছিল করিল জাহির।
নজর দৌলত এই বাঘাই হাজির॥
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

ভূপতির তর্জ্জনে কোতোয়ালের বিনয়

মৌনরূপে ভূপ আছে কোতোয়াল খাড়া কাছে
কোপে কহে ঘন বাহু নাড়া।
কুকুরে প্রশ্রয় দিলে কান্ধে চড়ে এক তিলে
বিশেষ কহিব কিবা বাড়া॥
ক্রোধে কাঁপে মহীপাল কহে ওরে কোতোয়াল
বুঝিলাম তোর নাহি দোষ।

এত যদি কুন্তীরাণী কহিল রাজারে।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপে পড়ে নৃপবরে॥
মোহ গেল নৃপতি পড়িল ভূমিতলে।
চারিদিকে পাত্রগণ শিরে জল ঢালে॥ (বল, ১০৩)

যেমন যুগের ধর্ম্ম তেমন উচত কর্ম্ম
মিছামিছি আমি করি রোষ ॥
কারে কব কাব্য কহ যে যাহারে সোঁপে দেহ
সে নাকি তাহার কাটে শির।
করিয়া হারামখুরি পশিয়া আমার পুরী
রাজ্যে চুরী নাকে দিব তির ॥ *
মনেতে আগুন জ্বলে পুনঃ পুনঃ কটু বলে
শান্তি নহে আরো ক্রোধ বাড়ে।
বিষম বিষয়ে মত্ত না লও বিস্তার তত্ত্ব
সবংশে গাড়িব এক গাড়ে ॥ †
সুরাপানে রাগরঙ্গে থাক বারবধূ সঙ্গে
অধর্ম্মে একান্ত পূর্ণ দৃষ্টি। ‡
বিশ্বাসঘাতকী বেটা হেন কাজ করে কেটা
এই পাপে খাবে তোর সৃষ্টি ॥
কোতোয়াল বিদ্যমান থর থর কাঁপে প্রাণ
ধীরে কহে কি করেছি আমি।
ক্রোধ সম্বরণ কর সকলি করিতে পার
মহারাজ আপনি ভূস্বামী ॥
বিষ খেতে দেন মাতা ধন লোভে বেচে পিতা
অতিবাদ যদি দেয় দারা।
অবিচার রাজদণ্ড গৃহ দহে বহ্নি চণ্ড
কি আছে ইহার আর চারা ॥
কিন্তু শুন মহাশয় বিচার করিতে হয়
দোষ দেখে একে গাড়ে পাড়।

যদ্যপি না ঘাটী থাকে প্রাণ লও মিছা পাকে
এ নহে বিহিত ক্রোধ ছাড় ॥
আর শুন গুণধাম লইলা বিদ্যার নাম
তারে রক্ষা করি আমি সদা।
অন্তরে বিষম ভয় রাত্রে নাহি নিদ্রা হয়
সাক্ষী মাত্র কেবল শারদা ॥
সতত সতর্ক থাকি দণ্ডে দশ বার ডাকি
সখী কহে প্রবোধ বচন।
হুসিয়ারে আছি ভাই আমরা কি নিদ্রা যাই
সবে বিদ্যা ঘুমে অচেতন ॥
পিপীড়ার নাহি সন্ধি নজরেতে হয় বন্দি
ইহাতে মনুষ্য কোন ছাড়।
তবে যদি যায় চোরে বিধাতা বিমুখ মোরে
নিতান্ত এ কর্ম্ম দেবতার ॥
রাজা বলে সে যা হউক সাত দিন প্রাণ রউক
ইতি মধ্যে চোর দিবে ধরে। *
ধরিয়া আনিলে চোর সম্মান করিব তোর
জায়গির দিব বহু করে ॥
যে হুকুম এই বাত শিরে উঠাইয়া হাত
ঘরে যায় সম্প্রতি সুসার।
পিছে দিল মহসিল সরিবারে এক তিল
নারে হুসিয়ার হুসিয়ার ॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জনবাণী
বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু অভয়চরণ সেতু
উমা আমা উর গো মানসে ॥

চৌর্য্য সংবাদার্থ কোটালিনীর অন্তঃপুরে গমন ও রাণীর সহ কথোপকথন †

কহিল বিরূপ ভূপ দুঃখে অঙ্গ দহে।
ঘৃণা বড় ঘরে গিয়া ঘরণীকে কহে ॥
সৃষ্টি লোপ হয় প্রিয়ে কার মুখ চাও।
এইক্ষণে রাণীর নিকটে তুমি যাও ॥

---

* আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন ॥
কোটাল দেখিয়া রাজা অধর কাঁপয়।
নিজ খড়্গ হাতে লৈয়া কাটিবারে ধায় ॥
লুট্যা দেশ খাসি বেটা দেশের কোটাল।
ভাল মন্দ মোর পুরে না কর বিচার ॥
মোর পুরে চোর আসি করয়ে প্রবেশ।
বিচার না কর বেটা লুট্যা খাও দেশ ॥ (বল, ১০৪)

† ভারতচন্দ্র এই ব্যাপারে ঠিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—
আন বাচ্ছা একখাদে গাড়িব হারামজাদে
তবে সে জানিবে মোর দণ্ড।

‡ ভারতচন্দ্র রাজার মুখে এইরূপ কথা না বলিয়া হীরার মুখ দিয়া বলিয়াছেন ;—
লোকের ঝি বহু লয়ে সদা থাক মত্ত হয়ে
তোর ঘরে যত সকলি অসত
আমি দিতে পারি কয়ে ॥

---

* গলায় কাপড় দিয়া বলেন কোটাল।
অপরাধ বড় মোর বটে মহীপাল ॥
দশরোজ ভিতরে ধরিয়া দিব চোর।
না পারিলে সবংশে গর্দ্দাণ মার মোর ॥ (রাম, ১০৪)

† বলরামের কালিকামঙ্গলে এইরূপ কোটালিনীর অন্তঃপুরে গমনের কাহিনী নাই।

বিদ্যার মন্দিরে কিবা দ্রব্য গেল চোরে।
সেই দোষে সবংশে কাটিবে রাজা মোরে ॥
শ্রুতমাত্র বিলম্ব না করে একটুক।
অমনি চলিল ত্রস্ত ভয়ে কাঁপে বুক ॥
নানা উপহার দ্রব্য সংহতি লইল।
অবিলম্বে রাণীর নিকটে উত্তরিল ॥
ভূমে লুটি প্রণমিল করি যোড়পাণি।
পরম দুঃখিতা রাণী না কহেন বাণী ॥
সে ধারা দেখিয়া তার হৃদে জন্মে ভয়।
সকরুণে কোটাল-মহিলা তবু কয় ॥
এক নিবেদন মাতা চরণে তোমার।
কৃপা করি কহ শুনি সত্য সমাচার ॥
কি দ্রব্য হইল চুরি রাজকন্যা-বাসে।
জীয়ন্তে জীবনে মরা কোটাল হুতাশে ॥
বিশেষ জানিলে চোর তবে ধরা যায়।
নতুবা সবংশে নষ্ট হই এই দায় ॥
অধোমুখে কহে রাণী কি মোরে সুধাও।
মিলিবে সকল তত্ত্ব সেইখানে যাও ॥
সে বড় দারুণ কথা বাড়া কব কি।
অভিমানে মরমে মরিয়া রয়েছি ॥
পুনঃ কহে যোড় হাতে নিশিনাথ-দারা।
বিড়ম্বনা কর যদি তবে নাই চারা ॥
অবিচারে মহাপ্রাণি হত্যা বড় পাপ।
কি কারণে ঠাকুরাণি দেহ মনস্তাপ ॥
দুগ্ধপোষ্য নহি এত বুঝি কত কত।
ভালত না শুনি মাগো বল তুমি যত ॥
চোরে গেল দ্রব্য তার এত খেদ কেন।
ভাবক্রমে বুঝি কিছু অপকর্ম্ম হেন ॥
রাণী বলে সেই বটে কি জিজ্ঞাস আর।
বিদ্যাবতী গর্ভবতী এই সমাচার ॥
কহিবার কথা একি মৃত্যু ইচ্ছা হয়।
শুনিলা এখন তুমি যাও নিজালয় ॥
দশনে রসনা চাপে চমকিয়া উঠে।
বাম্য-করাঙ্গুলী তুলি দিল নাসাপুটে ॥
আর কিছু না কহিল গেল নিজ বাসে।
কোতোয়াল শুনি বার্ত্তা মনে মনে হাসে ॥
ভূপতিকে হেয়জ্ঞান কৈল নিশিনাথ।
রাম রাম বলি দুই কর্ণে দিল হাত ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

কোটালের ভূপতি প্রতি নিন্দা

ভূপতি কেবল অজা যে জন লুটিল মজা
এড়াইল সেই আমি চোর। *
কহিতে সরম করে কন্যার ছিনালি ধরে
গরদান নিতে চাহে মোর ॥
রাজলক্ষ্মী থাকে যার সূক্ষ্ম বিবেচনা তার
সত্যাচার প্রতাপ প্রচণ্ড।
পূর্ব্ব পুণ্যপুঞ্জ হেতু কৃপান্বিত বৃষকেতু
তেঁই ধরে শিরে ছত্রদণ্ড ॥
নতুবা কি কোন রূপে এ ছার অধম ভূপে
কমলার কৃপাদৃষ্টি হয়।
মনেতে জন্মেছে অগ্নি সে বিদ্যা ধর্ম্মত ভগ্নী
কেমনে এমন কথা কয় ॥
গ্রামের সম্বন্ধে যারে মা বলিয়া ডাকে তারে
সেই ভাব করণ কর্ত্তব্য।
এ আমি নেমকে পালা হায় হায় এ কি জ্বালা
রাজা বেটা বড়ত্ত অভব্য ॥
বিতুষ্টা জননী কালী খেদমত কোতোয়ালী
গালাগালি লত্তায় ছুত্তায়।
নাহি গণে আগা পিছা যার তার খড়গাছা
প্রথমেতে আমাকে গুঁতায় ॥
মারিয়া করিল ক্ষীণ দেখি পাঁচ সাত দিন
চোরের নাগাল যদি পাই।
মনেতে সকল আছে দিয়া নৃপতির কাছে
অধিকার ছাড়া হয়ে যাই ॥
হইল সুন্দর শিক্ষা মেগে খাব মুষ্টি-ভিক্ষা
এমন সম্পদে কাজ নাই।
প্রসাদ বলিছে রও এ দায় খালাস হও
তবে তুমি যাও অন্য ঠাঁই ॥

কোটালিনী কর্ত্তৃক ভদ্রকালীর স্তুতি ও প্রসাদ পুষ্প নাথে প্রদান

কোটাল-কামিনী হেথা পূজে ভদ্রকালী।
করপুটে কহে মাগো একি ঠাকুরালী ॥

---

* ভারতচন্দ্রে এইরূপ আছে :—
পরে করি গেল সুখ আমার কপালে দুখ
ধন্তরে কোটালি খেদমত

ভাল মন্দ কভু মোর প্রভু নাহি জানে।
অপরাধ করে কেহ কেহ মরে প্রাণে॥
দয়া কর দাসে দয়াময় দাক্ষায়ণি।
দনুজদলনি দুর্গে দুর্গতিনাশিনি॥
ধব তব ভব কব তাঁর গুণ কিবা।
আশুতোষ আখ্যা এক শুন মাগো শিবা॥
সদাশিব সদাশিব সমুহ বিনাশে।
কৃপানাথ নামে কষ্ট নষ্ট অনায়াসে॥
শৈলরাজপুত্রি মাগো বিশ্ববিভুদারা।
কৃপণতা অনুচিত নাম ধর তারা॥
তবে যদি কাতর কিঙ্করে দয়া নহে।
তোমাকে করুণাময়ী কেন লোকে কহে॥
তুষ্টা মহামায়া তার ঐকান্তিক ভক্তি।
ভয় নাই শ্রবণে শুনিল দৈব-উক্তি॥
অচিরে অবশ্য ধরা পড়িবেক চোর।
সে কিন্তু মনুষ্য নহে বরপুত্র মোর॥
দেবী-অনুকূল ফুল পাইল প্রসাদ।
হাস্যযুতা বিধুমুখি হৃদয়ে আহ্লাদ॥
যত্নে সেই ফুল দিল প্রাণনাথ-হাতে।
ভক্তি করি কোতোয়াল রাখে নিজ মাথে॥
প্রমদার প্রিয়বাক্যে প্রাণ পায় ধড়ে।
হুঁকে উঠে ভূপ বাড়ে হুহুঙ্কার ছাড়ে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কোটালের চোর অন্বেষণে সজ্জা

সাজে কোতোয়াল লে খঞ্জর চাল
দো আঁখিয়া লাল সোবাণ পতঙ্গ
চড়ে গজতুঙ্গ ঘুমাও ত অঙ্গ
সেতাব করি।

বোষায়তে সাত তুরে দেওয়ে হাত
কহে মিঠী বাত পিছে হোকে আও
কোহি মত যাও মেরে সের খাও
হো পাঁও পারি॥

দেখো এহি যাও ওঁহি চোর পাও
মেনে গারি পাও কহে মুঝে ভূপ
সো বাত সরূপ আবি রহ চুপ
জি এক ঘরি।

চলে কেজে ঠাট হাঁকে কাট কাট
ভরে পুর বাট খেলাওব দোহি
লই ধূলি তোঁহি পড়ে সোকাঁহি
হাম চোর ধরি॥

হো ফৌজ হাজার জাপএটে বাজার
লোক হোয়ে লাচার ফুকরে দোহাই
কহে লুট ভাই হুজুরমে যাই
ক্যাকিয়া হোঁ চুরী।

কহি কহে আঁট ইসে আও হাঁট
যুড়ায়ে গা ঝাঁট হারাম কি হাড়
আতি গাঁড় ফাড় মারো উস্কা গাঁড়
দোহাই তেরি॥

কহে কবি রাম হোঁ পামর হাম
তারা তেরে নাম পড়া হোঁ লাচার
ওহি পদ সার মুঝে কর পার
শমন কো ডরি॥

সহরে চোর-ধরণার্থে কোটালের দৌরাত্ম্য

চোর হেতু ঘরে ঘরে বিষম বেদাতি করে
বিদেশিকে বেন্ধে মারে কোড়া।
যাহার বাটীতে থাকে ইটে খাড়া করে তাকে
কোটালিয়া বিনষ্টের গোড়া॥
স্তব্ধ হয় সব লোক দিবারাত্রি ভাবে শোক
উৎপাতের সীমা কিছু নাই।
শিষ্ট লোক যত ছিল আগে ভাগে পলাইল
দূরাদূরে গেল ঠাঁই ঠাঁই॥
গাদাও সহর তায় কত লোক আইসে যায়
সদা দেখা পথিকের সাতে।
ফাটকেতে রাখে বন্দি কে বুঝে তাহার ফন্দী
সাবল তাওইয়্যা দেয় হাতে॥
মাগ্যা খায় যারা যারা তা সবার অন্নমারা
ভয়ে কেহ সহরে না ঢোকে।
পড়্যা পড়্যা থাকে মাঠে কত বা নদীর ঘাটে
তন্দ্রাসারা মাছি পড়ে মুখে॥
নিশিতে প্রহর বাজে তার পর কেহ কাজে
দুই চারি দণ্ড যদি থাকে।
সে যেন প্রকৃত চোর দুঃখের না থাকে ওর
সারা রাত্রি হাড়্যা ঠুক্যা রাখে॥ *

* ঠকঠকি হাড়ির কোড়াব পটপটি (ভারতচন্দ্র)

যে বেটারা ছেঁচা বোঁচা বড় বড় লম্বা কোঁচা
হয় কোটালের হরকরা।
বুকে টোকা দিয়া কয় বসে থাক মহাশয়
একে দিনে যাবে চোর ধরা॥
হর্ষযুক্ত কোতোয়াল মাথায় জড়ায় শাল
পিঠ ঠুক্যা কহে ভাই রহ।
চোর ল্যানে সকো যব আরজি ইলাম তব
দেওঙ্গা ফেকের এস্কা কহ॥
হুজুরে নালিস রোজ রাজা ভাবে বুঝি খোজ
কোন রূপে পেয়েছে বাধাই।
নতুবা কি এত জোর হামেসা হাঙ্গামা সোর
তথা কারু কথা লাগে নাই॥
এথা চোরচূড়ামণি দণ্ড কমণ্ডলু-পাণি
কখন বা ব্রহ্মচারী-বেশ।
অবধৌত কোন দিন আসল শার্দ্দূলাজিন
দীপ্যমান দ্বিতীয় দিনেশ॥
কোতোয়াল করপুটে স্তব করে সন্নিকটে
নিজ দুঃখে বিশেষ রোদন।
পুরীশুদ্ধ হই নষ্ট আশীর্ব্বাদ কর কষ্ট
দূর হউক রহুক জীবন॥
হাসি কহে গুণনিধি অচিরে তোমাকে বিধি
অবশ্য হবেন অনুকূল।
বাক্য মিথ্যা নহে মোর ধরা পড়িবেক চোর
ভয় নাই হের ধর ফুল॥
পুলকিত নিশীশ্বর ফুল নিল পাতি কর
পুনরপি প্রণিপাত করে।
কালীপাদপদ্ম ভাবি রচিল প্রসাদ কবি
কোটাল চলিল স্থানান্তরে॥

কোতোয়াল চর সমূহের ছদ্মবেশে চৌর অন্বেষণ

কূটবুদ্ধি কোতোয়াল তঙ্ক করে নানা।
ঠাঁই ঠাঁই বসাইল মজবুত থানা॥
বিড়া উঠাইল পাঁচ শত হরকরা।
বুক ঠুক্যা কহে চোর জানা গেল ধরা॥
কত পাটনির ঠাটে খেয়া দেয় ঘাটে।
কতবা দানির ছলে দান সাধে মাটে॥
দশ বিশ জনে ধরে ব্রজবাসি-বেশ।
কত সবচুল কত মুড়াইল কেশ॥
কাটিতে কৌপীন মাত্র তাহাতে গিরস।
সদা করে কেবল ভক্ষণ নাম রস॥
গৌড় রাজ্যে গোঁড়াগুলা চলে যে যে-ঠাটে।
সে রূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাটে॥
খাসা চৌরা বহির্ব্বাস রাঙ্গা চৌরা মাথে।
চিকণ গুদড়ী গায় বাঁকা কোঁতকা হাতে॥
মুগ্ধ-গুঞ্জ-ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব।
দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টি ছাড়া ভাব॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট।
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥
এক এক জনার ধুমড়ী ছুটি ছুটি।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটী॥
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে।
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে॥
সে রসে রসিক নবশাক লোক যত।
উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত॥
সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী।
ভাল মতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি॥
গোষ্ঠীশুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীর কাছে।
মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে॥
নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে।
শেষে মেয়ে পুরুষেতে পত্রশেষ চাটে॥
বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়।
ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায়॥
কেমন কলির কর্ম্ম কব আর কি।
মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝি॥
শতাবধি জনে হয় খাসা রামানন্দী।
অঙ্গ সঙ্গোপনে তারা ভাল জানে সন্ধি॥
পাঁচ হাতিয়ার বান্ধা বিষম দুরন্ত।
অনেক তাহার মধ্যে প্রাচীন মহান্ত॥
দেবল দেখিলে যেন পায় ভক্ষ লাড়ু।
ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়া কেড়ে লয় গাড়ু॥
মার পিঠে ধুম ধাম করয়ে লহর।
ভয় নাই লুট্যা খায় রাজার সহর॥
কেহ বা বিষম বাঁকা জালালি ফকীর।
কাঁকালে কুঠার গাঁথা পায়েতে জিঞ্জির॥
বাঁ হাতে লোহার খাড়ু শিরে পাগ কালা।
কান্ধে ঝুলী গলে কত তর তর মালা॥
সার বাটী যায় তার নাকে আনে দম।
কয়েফেতে চুর চুর নদারদ গম॥
কত অবধৌত কত যতি ব্রহ্মচারী।
হাজারে হাজারে ফিরে নানা ভেকধারী॥
হেকমতে কত গুলা হইল কাঙ্গালি।
মরা পারা পড়্যা পড়্যা থাকে গলী গলী॥

লোকে জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কাড়ে রা।
দুই চক্ষু থেকে থেকে করে হা॥
যেয়ে হরকরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে।
চোর অন্বেষণ করে কত মায়া ধরে॥
নিদ্রা নাহি যায় লোক কোটালের ডরে।
খেতে শুতে শান্তি নাই কখন কি করে॥
সন্ধ্যার সময় বড় পড়ে তাড়াতাড়ি।
রজনীতে কেহ নাহি যায় কারু বাড়ী॥
পূর্ব্বমত গান বাদ্য নাহি রাগ রঙ্গ।
মহাভয়যুক্ত লোক সদা রঙ্গ ভঙ্গ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

চৌর সন্ধানে বিদ্যু ব্রাহ্মণীর বৃত্তান্ত

না মিলে চোরের তত্ত্ব গেল পঞ্চ দিন।
ভয়যুক্ত কোতোয়াল বদন মলিন॥
হীরা রায় নামে এক কোটালের খুড়া।
বয়স বিস্তর বড় বুদ্ধিমান বুড়া॥
কহে বাপু কেন হাপু গণ যুক্তি আছে।
সঙ্গোপনে যাও বিদ্যু ব্রাহ্মণীর কাছে॥
তাহার অসাধ্য কর্ম্ম ভূমণ্ডলে নাই।
অবশ্য চোরের তত্ত্ব পাবে তার ঠাঁই॥
এ কথা শুনিয়া কোতোয়াল কুতূহলী।
শিরে বন্দে প্রযত্নে পিতৃব্যপদধূলি॥
চলিল বাঘাই একা মধ্যাহ্ন সময়।
উপনীত সেই বিদ্যুব্রাহ্মণী-নিলয়॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি রহে।
বৈস বাপু বিদ্যু মৃদু হেসে হেসে কহে॥
কোন্ ঘাটে মুখ আজি ধুয়েছিনু মুই।
বৌও বেটা বুঝেছি নিষ্ঠুর বড় তুই॥
ভাগ্যধর হবে বাপু কুড়ায়েছি ফুল।
সুবচনী পূজে কত ছিঁড়িয়াছি চুল॥
পঞ্চম বৎসরে তোর মা মরে যখন।
মৃত্যুকালে হাতে হাতে সুঁপেছে তখন॥
এবে বাছা ঠাকুরালা দেশের ঠাকুর।
আমি সেই ভাব ভাবী তুমি সে নিষ্ঠুর॥
কোতোয়াল কহে মাসি মিছা কথা থো।
বিপাকে পড়িয়া তোর মরে বহীন-পো॥
শুনিয়া থাকিবে গো বিদ্যার সমাচার।
এ ঘোর সঙ্কটে মোকে করহ নিস্তার॥

তোমা বই গতি নাই পৃথিবীতে মোর।
পূজিব চরণ দুটি যদি পাই চোর॥
বিদ্যু বলে হাসি হাসি এত বড় দায়।
আজি যাও কালি চোর মিলিবে তোমায়॥
বাহু তুলি কুতূহলী নাচে নিশিনাথে।
আকাশের চাঁদ যেন পায় নিজ হাতে॥
কোটাল চলিয়া গেল আপনার ঘর।
বিদ্যু যায় বিদ্যা বিনোদিনীর গোচর॥
প্রণাম করিয়া বিদ্যা বসিতে বলিল।
ব্রীড়ায় বদনবিধু বসনে ঝাঁপিল॥
কৌতুকে কপট কথা কহে বিদ্যু হাসি।
শুনেছি সকল তত্ত্ব শুন গো রূপসি॥
চিন্তা কি গো চন্দ্রমুখি চুপ করে রও।
কিবা লাজ কার কাজ তার নাম লও॥
তার হাতে ঔষধ খাইয়া শীঘ্র গতি।
যাবে গো উৎপাত গর্ভপাত হবে সতি॥
একান্ত চিহ্নিত বটী শঙ্কা নাহি মাত্র।
তুমি গুণবতী দেখি সে কেমন পাত্র॥
কোটালের জানিত এ বুঝি বিনোদিনী।
সখীগণ প্রতি কহে বড় আপ্ত ইনি॥
ইহার গুণের কথা কহা নাহি যায়।
পুরস্কার দেও সখি মনে যেবা চায়॥
ইঙ্গিত পাইয়া উঠে উষা নামে আলি।
এক গালে চূণ দিল আর গালে কালী॥
ঠেসে ধর্য্যা ঠোনা মারে ঠগিনী বলিয়া।
ঘন ঘন মুখ ঘসে মাটীতে ফেলিয়া॥
কেবল ব্রাহ্মণী হেতু জীবন রহিল।
ঢেকা মেরে্য বাড়ীর বাহির করে দিল॥
হাই ফাঁই করে দুই চক্ষে পড়ে জল।
মনে ভাবে অসৎকর্ম্মে বিপরীত ফল॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালি কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যুর নিকটে কোটালের নিরাশ্বাসে মাঘাইর হিতোপদেশ

অর্দ্ধ ক্রোশ পথ চারি দণ্ডে গেল চলি।
অমনি পড়িল শেষে মরি মরি বলি॥
আমলিন শরীর উঠিতে শক্তি নাই।
কেন্দে কহে এত দুঃখ দিলা হে গোঁসাই॥

প্রভাত হইল নিশা নিশানাথ আসি।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে কহে কি কর গো মাসি॥
কোঁথায়ে কোঁথায়ে কহে আরে বাপু মরি।
অতি বুদ্ধে পোঁদে দড়ী তার ভোগ করি॥
স্বার্থ নাহি পরার্থে যে করে পরানিষ্ট।
দেবতা তাহারে দেন বিবিমত কষ্ট॥
যে জাতীয় দুঃখ দিল নৃপতির ঝি।
মেয়ে জাতি পাপ মুখে কব আর কি॥
সেট্যে ধরে আঁটা কিল মর্ম্মে পাই পীড়া।
কর্ম্মকারে পিটে যেন বড় লোহা ভিড়া॥
গালে গুতা গণে গণে গোটা বিশ গায়।
শরীরেতে সহে কত কাষ্ঠ ফেটে যায়॥
অস্থানে গস্তান গুলা শাস্তি দিল বড়ি।
স্বস্থানে প্রস্থান ইচ্ছা শক্তি নাই নড়ি॥
বিন্দু বাক্যে বিস্তর হাসিল নিশানাথ।
ক্ষমাকর মাসি বল্যে ধরে দুটী হাত॥
বস্ত্র দিল একখানি টাকা দিল দুটী।
বিদায় মাগিল কিন্তু লাগে ছটফটী॥
কেন্দে কহে কি কর মা কৃপাময়ী কালি।
আজ্ঞা তব বৃথা হয় একি ঠাকুরালি॥
যদ্যপি না মিলে চোর রাজা প্রাণ লবে।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা নাম কেন তবে॥
ছয় দিন গেল কালি কালি সপ্ত দিবা।
মরণ নিকটে মাগো বাড়া কব কিবা॥
চিন্তাযুক্ত বৃক্ষতলে বসিল বাঘাই।
করপুটে কহে কিছু তার ছোট ভাই।
বুদ্ধির সাগর তুমি বট মহাশয়।
বিপদে বিশিষ্ট লোক বুদ্ধিহারা হয়॥
ভার্য্যা বাক্যে ভগবান ভুলিলা আপনি।
কনককুরঙ্গ পাছে গেলা রঘুমণি॥
নল হেন মহারাজ বিপদে পড়িয়া।
ঘোর বনে পলাইলা ঘরণী ছাড়িয়া॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হৈয়া বুদ্ধিহারা।
পাশায় করিলা পণ আপনার দারা॥
যত বুদ্ধি পাও দাদা মনে নাহি ধরে।
সবে মেলি যাই চল রাজকন্যা ঘরে॥
সিন্দুরে মণ্ডিত কর রাজকন্যা-গৃহ। *
নিতান্ত মিলিবে চোর নাহিক সন্দেহ॥

* কোটাল বলেন ভাই এই চোর তবে পাই
এই যুক্তি করিতে জুয়ায়॥

কুতূহলে কোতোয়াল কোলে করে তাই।
ভাল কথা বলেছিস ভাইরে বাঘাই॥
অনুমতি হেতু কোতোয়াল কহে ভূপে।
রাজা বলে ভাল চোর ধর কোনরূপে॥
ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম॥
শ্রীমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥
কিঞ্চিৎ লিখিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা।
ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈলা শিবা॥
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা॥

চৌরধরণার্থে বিদ্যার মন্দিরে সিন্দুর লেপন

তখনি পঞ্চাশ মোণ আনিল সিন্দুর।
পাঁচ সাত জন গেল রাজকন্যা-পুর॥
কোটালে সম্মুখে দেখি চমকিত রামা।
সখীসঙ্গে স্থানান্তরে গেলা গুণধামা॥
কূটবুদ্ধি কোতোয়াল কত জানে ফন্দী।
সিন্দুরে মণ্ডিত কৈল না রাখিল সন্ধি॥
খট্টাদি যতেক ছিল বিচিত্র ভূষণ।
সিন্দুরে মাখিয়া রাখে রজনীরাজন॥
মুহূর্ত্তেকে পুনরপি হইল বাহির।
বন্ধুবর্গ সঙ্গে রঙ্গে যুক্তি করে স্থির॥
বাপীতটে রজকে যথায় বস্ত্র কাচে।
অলক্ষিতে অনুচর রাখে তার কাছে॥
কোতোয়াল গেল জানি বিদ্যা বিধুমুখী।
প্রবেশিলা নিজ গৃহে সঙ্গে যত সখী॥
গৃহ খট্টা যাবদীয় বিচিত্র বসন।
সকলি সিন্দুর মাখা উচাটন মন॥

চল বণিকের পুর কিনা আন সিন্দুর
সিন্দুরে মণ্ডিত কর ঘর।
বসনে পাইব চিহ্ন এই বাক্য সহে ভিন্ন
চোর ধরা পড়িব সত্বর॥

* * * *

হৈল রজনী কাল দুর্ব্বার কোটায়াল
সিন্দুরে মণ্ডিত কৈল ঘর।

(বল ১০৯)

কিবা তঙ্ক করে গেল কাল কোতোয়াল।
প্রাণনাথ লৈয়ে পাছে ঘটায় জঞ্জাল॥
ছিলা হর্ষ হরিণাক্ষী হুতাশে শুকায়।
কি আছে কপালে মোর কহা নাহি যায়॥
ভাবিতে চিন্তিতে গেল নিশি অর্দ্ধযাম।
হেনকালে উপস্থিত কবি গুণধাম॥
ভার্য্যাকে ভাবিতা দেখি ভয় পেয়ে মনে।
যতনে জিজ্ঞাসে কবি মধুর বচনে॥
কহ লো কমলমুখি কি নিমিত্তে হেন।
পেয়েছ পরমপীড়া প্রায় বুঝি যেন॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ খেলে মোর মাথা।
কে কহিল তোমাকে আসিতে আজি এথা॥
কি তঙ্ক করিয়া গেল কোটাল চতুর।
সকল গৃহেতে ছেদে দেখনা সিন্দুর॥
অকস্মাৎ কান্দে প্রাণ নাচে বামা আঁখি।
পড়িবে প্রমাদ প্রভু এই তার সাক্ষী॥
হেসে কহে কবি হরি এ অন্ধে ভাবনা।
কোন চিন্তা নাহি শুন কুরঙ্গনয়না॥
সহস্র বৎসর যদি ভ্রমে নিশানাথ।
তথাচ কদাচ তার নাহি হব হাত॥
রমণী লইয়া সুখে বঞ্চিলা রজনী।
উষাকালে উঠে গেলা কবিশিরোমণি॥
বসনে সিন্দুর মাখা দেখি কবিবর।
হীরা প্রতি কহে মাসি এক কর্ম্ম কর॥
নিশিযোগে বস্ত্রখানা দিও ধোপা-বাড়ী।
সংগোপনে কাচে যেন চুনা দিব কড়ী॥
এত বলি স্বীয় কর্ম্মে চলিলা সুন্দর।
সন্ধ্যাকালে যায় হীরা রজকের ঘর॥
চুপে চুপে কহে কথা বিরলে ডাকিয়া।
গুপ্তে একখানি বস্ত্র দিবে হে কাচিয়া॥
অন্য ঠাঁই যে পাও দ্বিগুণ দিব আমি।
প্রকাশ না হয় যেন বুদ্ধিমান তুমি॥
ভাল ভাল বলিয়া রজক দিল সায়।
হেসে হেসে হীরাবতী হাত নেড়ে যায়॥
বন্ধ দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সিন্দুরচিহ্ন বস্ত্র দৃষ্টে রজক ও হীরার শাস্তি এবং সুন্দরের সুড়ঙ্গ পথে পলায়ন

প্রভাতে রজক গেল সরোবর-তীর।
আগে ভাগে সেই বস্ত্র করিল বাহির॥
কোটালের অনুচর আছিল নিকটে।
সিন্দুরের চিহ্ন বুঝে চোরের এ বটে॥
দৌড়ে যেয়ে ঘাড় ধরে দেয় পাকনাড়া॥
তখনি কাপড় দিয়ে বান্ধে পিঠমোড়া॥
টেকাইয়া নিল যথা কোতোয়াল আছে।
সিন্দুরের চিহ্নিত বস্ত্র ফেল্যে দিল কাছে॥
কোপে কোতোয়াল কহে মুখে লাগে খুবী।
কাঁহা চোর সেতাব বাতাওগে বে ধুবী॥
কোই কহে সাহেব জি রহো এক সাত।
হকীকত বুঝা যাগা কহনে দেও বাত॥
করপুটে সংমুখে রজক কহে বাণী।
কার বস্ত্র ভাল মন্দ আমি তো না জানি॥
কালি রাত্রি মোর বাড়ী এসেছিল হীরা।
বস্ত্র দিয়া বিস্তর দিলেক মাথা কিরা॥
যে পাও দ্বিগুণ তার পাবা মোর ঠাঁই।
লুকায়ে কাচিবা যেন কেহ দেখে নাই॥
ইহা বই আমি নাহি জানি মহাশয়।
অবিচারে নষ্ট কর উপযুক্ত নয়॥
বাত এস্‌কা এহি হ্যায় চল ওস্‌কা পাশ।
বেতকসির বেচারা কো দেওজী খালাস॥
ওকে নিয়া মাথায় বান্ধিয়া দিল চিরা।
যাও শীঘ্র কি জানি পলায় পাছে হীরা॥
কালান্তক যম যেন করি পৃষ্ঠে উঠে।
মুখপানে তাকাইতে গায়ে ঘর্ম্ম ছুটে॥
লেঙ্গা তরোয়ার হাতে রাঙ্গা দুটি আঁখি।
কাঁহা হীরা হীরা ডাকে করে হাঁকাহাঁকী॥
সরদার গেল যদি তবে থাকে কে।
ঝাঁটায়ে চলিল পাছে বাকি ছিল যে॥
ঘোড়া উড়াইল বেগে সোয়ার হাজার।
কাঁপে মাটী ডাকে হাঁকে রাজার বাজার॥
ঘোর ঘটা ঘেরে ঘরবাড়ী মালিনীর।
ডেক্যে হেঁকে হীরা বুড়ী হইল বাহির॥
হীরাবতী সম্মুখে কোটাল কোপে জ্বলে।
অগ্নিতে ফেলিলে ঘৃত যেমত উথলে॥
কেঁওরে হারামজাদী এহি কাম তেরা।
সাত রোজ ফাকা লবেজান হুয়া মেরা॥

কাঁহাসে লেয়াও চোর কৌন জাতি ওহি।
কহ তুঝে কেত্তা মালিয়াত্‌ দিয়া সোহি॥
খেলাপ কহোগী বাত শের যোড়াওঙ্গা।
গাছামে চড়ায়কে চিমাইত তোড়ঙ্গা॥
কোটালের কটু বাক্যে কুপিল অধীরা।
ভয় নাহি চোট পাট কথা কহে হীরা॥ *
এই সি র াড় নাহিহোঁ দাবায় আওগে।
বে হেসাব কহগে তব্‌ সাজাই পাওগে॥
যু সামাজো খুব নাহি কহো বের বের।
রাজা কি সহরমে বেটা তেঁই হুঁয়া সের॥
কোত্তোয়াল কহো খান্দী তওভি করৃতি সের।
ঝুট নাহি কহো সেই তেরে ঘরমে চোর॥
হাত নেড়ে হীরা বলে থাক মেনে থাক।
বুঝা গেল আর মেনে বাড়া কথা রাখ॥
আমি ঘরে চোর পুষি কহোগা রাজারে।
ওরে বেটা ঠেঁটা এটা কহে কেটা মোরে॥
লাফ দিয়া কোত্তোয়াল চুলে ধরে তার।
দেখ্‌তো হারামজাদী এ কাপড়া কার॥
মজাইতে কুল ফুল যোগাইতে নিত্য।
এ কলঙ্ক রহিল যাবৎ চন্দ্রাদিত্য॥
নির্ম্মল রাজার কুলে তুই দিলি কালী।
আরো কর আঁটনী কুটনী মাগী শালী॥
পয়জার চট চট কিল গুম গুম।
আঁকপাঁক ঘুরাইল আর কোথা ঘুম॥
মারণের চোটে বটে ভয়ে ভূত ছাড়ে।
বুকে হাঁটু দিয়া ঠেঙ্গ তুল্যা বান্ধে ঘাড়ে॥
তখনি কান্দিয়া কহে ভাইরে বাধাই।
নারী হত্যা করিও না জল দেও খাই॥
কাতর দেখিয়া তার বন্ধন খুলিল।
হাসিয়া কোটাল তারে ধরিয়া তুলিল॥
রাখিল নজর বন্দী সোয়ার হাওয়ালে।
কই চোর চোর বলি চৌদিগে নেহালে॥
ফুলের বাগান ভেঙ্গে তচ নচ করে।
নেজা হাতে কোত্তোয়াল ঢুকে পা: ঘরে॥
সুন্দর সানন্দে জপে মহাকালী মন্ত্র।
কোন কিছু নাহি জানে কোটালের তন্ত্র॥
ওই চোর চোর করি ধরিতে চলিলা।
ধ্যান ভঙ্গ কাঁপে অঙ্গ সুড়ঙ্গে পশিল॥

* আমারে যেমন মারিলি তেমন
পাইবি তাহার কিরা (ভারত)

শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

চৌর ধরণার্থ কোটালের সুড়ঙ্গ খনন

অনিমিখে নিরখে বিবর নিশানাথ।
অদ্ভুত মানিয়া চিত্তে নাকে দেয় হাত॥
কেহ বলে এই চোর নাগলোকে থাকে।
কেহ বলে তবে ধরা না গেল ইহাকে॥
ঈষদ হাসিয়া কহে কোটাল বাধাই।
আমি যাহা বলি তাহা শুনহ সবাই॥
এই পথে আসে যায় বিদ্যার নিকটে।
সায় দেয় সবাই স্বরূপ কথা বটে॥
দেউড়ি জিনিয়া কেহ প্রবেশে বিবরে।
হাত পাঁচ সাত গিয়া হাঁপাইয়া মরে॥
আকুরে হুকুরে পুনঃ উপরে উঠিল।
বাপু বাপু এখনি পরাণ গিয়াছিল॥
যে পার সে যাও ভাই যাও জায়গীর।
বিদ্যার মন্দির নহে চোরের মন্দির॥
খন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম।
সহরে পড়িল বড় বেগারের ধুম।
যারে পায়ে তারে ধরে গালে মারে চড়।
পলাবে বলিয়া রাখে কাড়িয়া কাপড়॥
তখনি হাজার তিন আনিল কোদালি।
মজুরের নিঘাবানা পাঁচ শত ঢালী॥
ঘোষতত্ত্ব কোতায়াল ঘন ঘন ডঙ্কা।
নগরনিবাসী লোক পায় বড় শঙ্কা॥
কেহ বলে ধরা গেল কেহ বলে মিছা।
কেহ বলে কে ভাই উহার করে পিছা॥
সহরে গুজব উঠে একে একশত।
গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত॥
দরজায় বসে কেহ মণ্ডলের ঠ ট।
পথের মানুষ ডেকে জাগাইছে হাট॥
এক সরা ভরা টিকা হুঁকা চলে দুটা।
পোয়া দেড় গুড়াকু তামাকু চেঁকি-কুট॥
হেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর।
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য্য সমাচার॥
হাতকাটা একটা মানুষ গেল কয়ে।
চোরের সহিত নাকি ছিল দুটো মেয়ে॥
পরম রূপসী তারা স্বর্গ বিদ্যাধরী।
বিপুল নিতম্ব হরিণাক্ষী কৃশোদরী॥

চোর কাটা গেল যদি কোটালের হাতে।
সেইক্ষণে তারা পুড়ে মৈল তার সাতে॥
এথায় খন্দক খনে মজুর সকল।
বড় বড় গৃহস্থের বাড়া গেল তল॥
সীমা মুড়া পর্য্যন্ত কাটিল খাই যদি।
দেখিয়া ডরায় লোক যেন এক নদী॥
অতি পুরাতন লোক গ্রামে ছিল যারা।
শুনি নাহি জন্মে কভু হেন কহে তারা॥
কতকাল খন্দক খুঁদিল দিব রেতে।
কেহ বলে কুমার কুমার হবে জেতে॥
জ্ঞানী কহে থাকিবেক গূঢ় কিছু মর্ম্ম।
মনে নাহি বুঝি ইহা সামান্যের কর্ম্ম॥
পরম পুরুষ সেই চোররূপে ছলে।
দেবকন্যা বিদ্যাবতী শাপে ধরাতলে॥
কেহ কহে মিথ্যা নহে সত্য বটে ভাই
এখনি সভার কাছে কয়েছে বাঘাই॥
চকিতে দেখেছে চোর বলেছে সমস্ত।
সুড়ঙ্গে পশিল যেন সূর্য্য গেল অস্ত॥
প্রথমে যে দেখিল সে কহে শুন এই।
ইহাতে কে কহিবে সামান্য ব্যক্তি সেই॥
কেহ কহে সে যে হউক এ বড় সহর।
খন্দক খনিতে গেল চৌঠাই সহর॥
কেহ কহে এত দিনে গেল মেনে ভয়।
কেহ কহে দেখ আরো কিবা হয়॥
ওথা কবি উপনীত প্রমদার পাশে।
বিমল কমল মুখ মলিন হুতাশে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে বালা স্থির রও।
ভয় কি ভবানী বাণী বদনেতে কও॥

বিদ্যা বাক্যে সুন্দরের নারীবেশ ধারণ

নিরখিয়া পতি সতী অতি দুঃখযুতা।
সজলনয়নে কহে বীরসিংহসুতা॥
অমনি কোটাল আসি দেখিবে তোমাকে।
রমণী নিমিত্তে কিছু না কবে আমাকে॥
ধরিবে মরিবে প্রাণ একান্ত ভূপাল।
পশ্চাতে উপায় নাহি গর্ভে মোর কাল॥
তুমি নষ্ট হবে নষ্ট জন্ম অভাগীর।
বিজ্ঞ বট প্রভু বিবেচিয়া কর স্থির॥
এক নিবেদন করি অবধান কর।
দোষ নাহি প্রভু তুমি নারীবেশ ধর॥ *
আপনি ঈশ্বর ধরি মোহিনীর বেশ।
ভুলাইলা কামরিপু ঠাকুর মহেশ॥
ভীম পরাক্রম ভীম শমন দোসর।
নারীবেশে বধিলা কীচক বীরবর॥
সূর্য্যবংশে জন্মে দশরথ নাম ভূপ।
বিপদ সময়ে রাজা ধরে নারীরূপ॥
জাতি প্রাণ হেতু লোক তঙ্ক করে নানা।
পরিণামদর্শি যেবা কি তার যন্ত্রণা॥
সধর্ম্মিণী-বাক্য শুনি সায় দিলা রায়।
সুন্দরীসমূহ সুখে সুন্দরে সাজায়॥
আঁচড়ে চিরুণে চারু চাঁচর চিকুর।
ললাটে সিন্দুর শোভা তম করে দূর॥
সহজে সুন্দর মুখ বিনির্ম্মল ইন্দু।
চন্দ্রমধ্যে চন্দ্রদীপ্ত সুচন্দন বিন্দু॥
দশন মুকুতাবলী ওষ্ঠ বিম্বফল।
শতনরী হার গলে শ্রবণে কুণ্ডল॥
চঞ্চল নয়নকোণে কত কামশর।
বস্ত্রাবৃত দাড়িম্ব যুগল পয়োধর॥
ভূষণে ভূষিত তনু যেখানে যা সাজে।
চোর রূপ রূপবতী নজ মুখ লাজে॥
সুন্দরী বলিয়া বড় ছিল অভিমান।
সুন্দর সুন্দর রূপে গেল সেই জ্ঞান॥
নয়নে ঢাকিয়া মুখ কহে সহচরী।
কাহার রমণী গো নিছুনি লয়ে মরি॥
নিশিযোগে যদ্যপি পুরুষ করে বিধি।
বুক ছাড়া কে করে এ হেন রসনিধি॥
কহে হাসি গুণরাশি সত্য বটে সই।
ইচ্ছা হয় কিছুকাল এই বেশে রই॥
বাঘাই কোটাল উপস্থিত হেন কালে।
সসৈন্যে ঘেরিল পুরী চৌদিগ নেহালে॥

দেখিয়া কোটালে তথা নৃপতি সুন্দর।
সুড়ঙ্গের পথে গেলা বিদ্যাবতীর ঘর॥
কপাট দুয়ারে বিদ্যা শুয়্যাছিল ঘরে।
বেড়িয়া কোটালগণ আছয়ে বাহিরে॥
বিদ্যারে সকল কথা কহিল সুন্দর।
কোটাল বেড়িল গিয়া মালিনীর ঘর॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ ধর নারী বেশ।
সকল সখীর মাঝে করহ প্রবেশ॥ (বল, ১১৩)

সকলি রমণী-ঘটা পুরুষ না দেখে।
বুদ্ধিহারা ভাকা পারা ধুলা উড়ে মুখে॥
সাহসে করিয়া ভর বিচারিল মনে।
নারীরূপে আছে চোর সহচরী সনে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই।
আমি তুমা দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

চোরের স্ত্রী বেশানুভবে বিদ্যার সহচরীগণের খন্দক লঙ্ঘন পরীক্ষা

ভঙ্গ করে নিশানাথ দীর্ঘে কাটে দশ হাত
পরিসর হাত তিন সাড়ে।
করে ধরে খড়্গ ঢাল হাঁটু পাতি কোতোয়াল
খামটি করিয়া বৈসে পাড়ে॥
ক্রোধে কহে পুনঃ পুনঃ সহচরীগণ শুন
তোমরা সকলে হও ধীরা।
মাতিয়া যৌবন মদে রমণী দক্ষিণ পদে
লঙ্ঘিবে যে তার বড় কিরা॥ •
অথবা পুরুষ যেই লঙ্ঘিবে পরীক্ষা এই
কদাচিত বাম পদে কেহ।
সারোদ্ধার কহি আমি হইবে রৌরবগামী
সপ্তম পুরুষ শুদ্ধ সেহ॥
কহিলাম আগে ভাগে শত ব্রহ্মহত্যা লাগে
ধর্ম্মপথে থাকিলে মঙ্গল।
জন্মিলে মরণ আছে ভোগাভোগ হয় পাছে
নারকির জনম বিফল॥
কোটালের কটু কথা কবি করে হেঁট মাথা
বিচারিল ধরিল কোটাল।
পূর্ব্ব জগদম্বাদেশ কদাচ না রবে ক্লেশ
কিন্তু দুঃখ সম্প্রতি জঞ্জাল॥
যা করেন কৃপামই বাম্য পদে পার হই
কতকাল হৈয়া রব চোর।
যদি তরি বাম পায় কোটাল সংশে যায়
ইহা কি উচিত কর্ম্ম মোর॥

শশিমুখী শকুন্তলা সত্যবতী শশিকলা
সর্ব্বাণী সুশীলা সত্যভামা।
রাধিকা রুক্মিণী রমা রাজেশ্বরী রম্ভা উমা
অর্পণা অম্বিকা উষা শ্যামা॥
জয়ন্তী যশোদা জয়া মহেশ্বরী মহামায়া
হৈমবতী হীরা হারপ্রিয়া। •
একে একে সহচরী বাম পদে গেল তরি
ও কূলেতে দাঁড়াইল গিয়া॥
যম তুল্য নিশানাথ কখন দাড়িতে হাত
কখন বা গোঁপে দেয় পাক।
সবাকার কাঁপে বুক প্রাণ করে ধুক ধুক
কখন গভীর ছাড়ে ডাক॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী
বিমুক্ত করগো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু অভয় চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে॥

সুন্দরের বিদ্যার সহ কথোপকথন

একে একে পার হয় যত সহচরী।
গদ গদ কহে বিদ্যা কান্ত করে ধরি॥
শুন শুন প্রাণনাথ বাক্য সারোদ্ধার।
বাম পদে একান্ত খন্দক হও পার॥
ধরা গেলে কাটা যাবে নৃপতি দুর্জ্জন।
তোমার মরণে মোর নিশ্চয় মরণ॥
নহে শাস্ত্র সম্মত সসত্বা সহমৃতা।
দুরাত্মা দুর্ব্বোধ বিবেচনা শূন্য পিতা॥
অপমৃত্যু হবে তার যে করুন কালী।
তুমিতো পণ্ডিত প্রভু একি ঠাকুরালী॥
পূর্ব্বাপর শ্রুত বটে রাজনীতি ধর্ম্ম
জাতি প্রাণ হেতু সাধু করে দুষ্ট কর্ম্ম॥

• নারীর আছয়ে ধর্ম্ম বাম পদে যায়।
পুরুষের ধর্ম্ম এই ডানি পা বাড়ায়॥
এই ধর্ম্ম যেই জন করিব লঙ্ঘন।
নরকের কুণ্ডে তার হইবে বন্ধন॥
ধর্ম্ম বই সাক্ষী ইথে নাহি অন্য জন।
বাহিরে আইস যত আছ সখীগণ॥ (বল, ১১৭)

• প্রথমে মদনা সখী গর্ত্ত হইল পার।
ধর্ম্ম সাক্ষী সাক্ষী ডাকেন দুইবার॥
দ্বিতীয়েতে পার হইল সখী চন্দ্রাবলী।
তৃতীয়ে সন্তোষা যায় চতুর্থে মুরারি॥
পঞ্চমেতে পার হইল মালতী সুন্দরী।
ষষ্ঠমেতে পার হইল সখী মন্দোদরী॥
সপ্তমেতে পার হৈয়া গেল তিলোত্তমা।
অষ্টমেতে পার হৈল সখী সত্যভামা॥
নবমেতে পার হৈয়া গেল পদ্মাবতী।
কুমার পার হৈলা বিদ্যা সতী॥ (বল, ১১৮)

ভার্য্যা হেতু রামচন্দ্র সুগ্রীবে মিতালী।
বধিলা নিরপরাধে বানরেশ বালী॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁর শুন কার্য্য।
অশ্বত্থামা হত বাক্যে হত্যা দ্রোণাচার্য্য॥
সুন্দরীর কথা শুনি কবি বিচক্ষণ।
হাসি কহে শুন ইতিহাস রামায়ণ॥
কাল করে যুক্তি প্রশ্ন রামচন্দ্র সনে।
কেহ মাত্র সঙ্গে নাহি দোঁহে সঙ্গোপনে॥
কহে কৃপাময় কিন্তু কর সত্য পণ।
এখানে দেখিবা যারে করিবা বর্জ্জন॥
কালবাক্যে কমলাক্ষ প্রতিজ্ঞা স্বীকার।
লক্ষ্মণ ঠাকুরে দিলা রক্ষা হেতু দ্বার॥
দৈবে নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডান না যায়।
দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি মিলিলা তথায়॥
ভক্তিযুক্ত প্রণমিলা মুনীন্দ্র-চরণে।
মুনি বলে যাব শীঘ্র রাম-সম্ভাষণে॥
মুনি বাক্যে মহাবীর কম্পিত শরীর।
কোন রূপে চিত্তে বিবেচনা নহে স্থির॥
যদি দ্বার ছাড়ি মুনি যান সম্ভাষণ।
শ্রীরামের আজ্ঞা তবে হইবে হেলন॥
একান্ত বিহিত নহে গমনাবরোধ।
বংশ নষ্ট হবে মুনি যদি করে ক্রোধ॥
ত্যাজ্য হব যদ্যপি চ আমি যাই তথা।
সেই ভাল প্রভুকে জানাই এই কথা॥
মুনি প্রবোধিয়া গেলা রঘুনাথ কাছে।
কাল কহে প্রভু তব আজ্ঞা পূর্ব্ব আছে॥
এইক্ষণে ত্যাগ কর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
মহা শোকাকুল চিত্ত কমললোচন॥
সত্যবদ্ধ হেতু প্রভু বর্জ্জিলা লক্ষ্মণ।
সরযূর নীরে বীর ত্যজিলা জীবন॥
সৌমিত্রেয়-শোকে প্রভু সম্বরিলা লীলা।
রামায়ণে মহামুনি বাল্মীক রচিলা॥
সত্য সত্য পুনঃ সত্য শুন প্রাণপ্রিয়া।
প্রাণ গেলে সল্লোকে কি করে দুষ্ট ক্রিয়া॥
সেই রাজা যুধিষ্ঠির তার শুন কর্ম্ম।
বক রূপে যে কালে বলিলা তাঁরে ধর্ম্ম॥
প্রশ্ন যদি কহিলেন কুন্তীর নন্দন।
তথাপি কপটে প্রভু কহেন বচন॥
তুষ্ট হইলাম তুমি বর মাগো যাই।
যারে ইচ্ছা তারে চাহ জীবে এক ভাই॥
ধর্ম্মবাক্য শুনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
পরিণামদর্শি রাজা করিলেন স্থির॥
সহদেব নাহি জীয়ে অথবা নকুল।
তবেত নৈরাশ তার মাতামহকুল॥
কিঞ্চিৎ থাকিয়া কহে সর্ব্বগুণযুত।
বাঁচাও জনেক প্রভু ভাই মাদ্রীসুত॥
ধর্ম্মনিষ্ঠ বুঝি ধর্ম্ম দিলা সাধুবাদ।
চারি ভাই জীয়া উঠে ঘুচিল প্রমাদ॥
জমদগ্নি সুত জামদগ্ন্য মহাবীর।
জনক আজ্ঞায় কাটে জননীর শির॥
পিতৃতুষ্টে পুনরপি পাপপুঞ্জে মুক্ত।
মিথ্যা কথা নহে মহাভারতেতে উক্ত॥
সত্যবাক্য রক্ষা পায় যদি যায় প্রাণ।
সেও ভাল পরকালে পায় পরিত্রাণ॥
সত্য হীন ধর্ম্ম হীন বৃথা জন্ম তার।
যতোধর্ম্মস্ততোজয় বাক্য সারোদ্ধার॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

অথ চৌর ধরণ

অশ্বত্থামা হতঃ প্রিয়ে কহিলে বচন।
সেই পাপে নৃপতির নরক দর্শন॥
অবিচারে রঘুনাথ বালি কৈলা বধ।
ব্যাধরূপে তার শোধ লইল অঙ্গদ॥
কর্ম্মভোগ কার খণ্ডে ধরণীমণ্ডলে।
অন্য কে কোথায় থাকে রামচন্দ্রে ফলে॥
মম হেতু নষ্ট হবে সংবংশে কোটাল।
কহ প্রিয়ে কিরূপে রহিবে পরকাল॥
বিদ্যা কহে প্রাণনাথ যে কহ সে বটে।
কি কথা কহিবে গেলে ভূপতি নিকটে॥
সুন্দরীর বাক্য শুনি সুন্দরের হাস।
সহজে বালিকা তুমি গণিছ হুতাশ॥
ভবিষ্যত কর্ম্ম এইক্ষণে কেন ভাবি।
তখনি তেমন কব যে কহান দেবী॥
কোন চিন্তা নাহি মত্তকুঞ্জরগামিনি।
দুঃখ দূর করিবেন পুরারি-কামিনী॥
ভক্তি ভাবে ভাব ভয় ভাঙ্গা-রাঙ্গা পদ।
শক্তি কার কালিকার দাসে করে বধ॥
করালবদনী বলি বাড়াইল পা।
হেরি পতি রূপবতী ভয়ে কাঁপে গা॥

দক্ষিণ চরণে ভরি দাঁড়াইল পাড়ে।
ব্যাঘ্র প্রায় কোটাল পড়িল গিয়া ঘাড়ে॥
সুরঙ্গ ভূষণ যন্ত টানি ফেলে দূরে।
কৌতুকে কোটাল নাচে সিংহনাদ পূরে॥
কেহ বা বড়শি হানে কেহ তরোয়ার।
ফিরিল কোটাল ঠাট নাহিক নিস্তার॥
কেহ বলে বহু দুঃখ পেয়েছি হে ভাই।
ঘাড় ভেঙ্গ্যা এ বেটার রক্ত আমি খাই॥
কেহ বলে লাঠীতে মাথার ভাজি খুলী।
কেহ বলে থাক তুমি আমি করি গুলী॥
কেহ বলে চোর বটে তবে কেন ছাড়ি।
কাঁকালি পর্য্যন্ত চল মৃত্তিকাতে গাড়ি॥
তিরে তিরে জর জর করিছে ইহারে।
পোড়াইয়া মার রাজা কি করিতে পারে॥
পটুকা খুলিয়া কোতোয়াল বান্ধে হাত।
বিদ্যা কহে ধর্ম্ম কোথা ওহে প্রাণনাথ॥
মর্ম্ম দহে স্থির নহে উঠে ডাক ছেড়ে।
বুক চিরা মাণিক্য লইল কেবা কেড়ে॥
সহচরীগণ কান্দে কুমারের হেতু।
তোমা পেয়েছিল বিদ্যা সেবি বৃষকেতু॥
পূর্ব্বের কঠোর পাপে কামদেব বাম।
হারাইল তোমা হেন রূপ গুণধাম॥
কুপিল সুন্দর মুক্ত করে নিজ করে।
ঢেকা মেরা্যা দূরেতে ফেলিল নিশীথরে॥
তখনি পরিল বস্ত্র পুরুষের ছান্দে।
চুল ছিল এলো শীঘ্র দুই করে বান্ধে॥
পলাইতে পারে কবি কে রাখিতে পারে।
মনে সাধে ধরা দিল ভর্ৎসিতে রাজারে॥
মদনমোহনরূপে সবে মোহ যায়।
অনিমেষে বাখাই সুন্দর পানে চায়॥
কেহ বলে সামান্য মানুষ নহে চোর।
বিদ্যা বলে পরাণ-পুতুলি বটে মোর॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

সুন্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যার খেদোক্তি

দয়িত দুর্গতি দেখি দগ্ধ দ্বিজরাজ-মুখী
দুঃখসিন্ধু উথলিয়া উঠে।
ধরাতলে ধনী পড়ে ধাঁহারা ধূচয় বাড়ে
ধড়ে প্রাণ নাহি ঘর্ম্ম ছুটে॥
মণিহারা ফণি পারা জীয়ন্তে মরমে মরা
মোহযুতা মুনি-মনোহরা।
নয়নে নির্গত নীর নিশায় নিম্নগাভীর
নাথার্থে পদ্মিনী যেন জরা॥
স্বপ্নে সতী স্বামী-সঙ্গে সরস চাতুরী রঙ্গে
সুখে মুখে মুখ দিয়া রয়।
বিদ্যা বিনোদিনী বালা বিনোদ বকুলমালা
বিভু গলে দিতে জ্ঞান হয়॥
বিদ্যা কহে হে মা কই কি করিলা কৃপামই
কোথা যাব কি হবে উপায়।
এই যে ছিলাম সুখে একি দশা এক টুকে
আত্মহত্যা দিব গো তোমায়॥
বিষম বিরহানলে বপু বিপরীত জলে
বিদগ্ধ বল্লভ দিলা আনি।
রোপিলাম প্রেমতরু না ফলিল ফল চারু
উপাড়িলা অঙ্কুরে আপনি॥
প্রভু পূর্ব্বে প্রাণ বলে পশ্চাৎ পাবকে ফেলে
পলাইলা পাপে দিলা মন।
তোমার তুলনা তুমি তরুণ তরুণী আমি
ত্যাগ কর স্বদলজ জন॥
জনক যমের তুল জননী যাতনা মূল
জামাতা জীবনে করে বধ।
ভাবিয়া ভরসা সার ভুবনে না দেখি আর
ভয় ভাঙ্গা ভবানীর পদ॥
ফাঁপরে ফেপর রূপা ফলত করগো কৃপা
ফিকিরে ফিরাও প্রাণনাথ।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে এমত উচিত নহে
দূর কর দাসের উৎপাত॥

কোটালের প্রতি বিদ্যার বিনয়োক্তি

ভূতলে আছাড়ে গা কপালে কঙ্কণ ঘা *
বিন্দু বিন্দু বয়্যে পড়ে রক্ত।
তাহে শোভা চমৎকার অশোক কিংশুক হার
গাঁথা চান্দে দিল যেন ভক্ত॥
যথোচিত স্বামি দণ্ড কোতোয়াল ভানুচণ্ড
প্রকৃষ্ট প্রকাশ সন্নিকটে।
রাকা সুধাকরমুখী ফুল্ল ইন্দীবর আঁখী
এবে কর্ম্ম ব্যক্ত সেই বটে॥

---

* কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধির-বাণে (ভারত)

বিদ্যা বলে প্রভু ভাল না বুঝিল কালাকাল
দেখ যুগধর্ম্ম এ সকল।
পরিণামে তব দৃষ্টি অভাগীর মজে সৃষ্টি
তায় ত সাক্ষাতে এই ফল॥
হেদে হে কোটাল ভাই ভগ্নী আমি ভিক্ষা চাই
ছাড়হ আমার প্রাণনাথ।
ধর্ম্মপথে দৃষ্টি কর বারেক বচন ধর
হের এই যোড় করি হাত॥
প্রাণ মোর নহে চোর এ তো জোর মিছা সোর
এতে তব লাভ আছে কি।
পরিত্রাণ কর প্রাণ দেহ দান রাখ মান
পুণ্যবান তুমি শুনিয়াছি॥
মম কান্ত শিষ্ট শান্ত রাজা ভ্রান্ত কি দুর্দান্ত
আন্তোপান্ত কৃতান্ত সমান।
শুন ওহে মিথ্যা নহে তনু দহে কত সহে
সৃষ্টি রহে বলহে বিধান॥
কোন্ ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম পোড়ে মর্ম্ম গাত্র চর্ম্ম
দিয়া দিব পাদুকা চরণে।
হৃদয়েশ এই বেশ পায় ক্লেশ কৃপালেশ
কর ভাই অকাল মরণে॥
চক্ষু লাল কোতোয়াল কহে ভাল ঠাকুরাল
এই কাল জঞ্জালের মূল। *
জান আমা ওগো রামা গুণধামা কর ক্ষমা
ভাব শ্যামা হইবে প্রতুল॥
তুমি সতী গুণবতি ভগবতী প্রতি মতি
সামান্য মানুষ নহে এহ।
রঘুবর হলধর পুরন্দর সুধাকর
পঞ্চশর ইতি মধ্যে কেহ॥
এত বল্যে বাক্য-ছলে যায় চল্যে রামা টল্যে
পুনরপি পড়ে মহীতলে।
কহে রাম দুর্গা নাম অর্দ্ধ যাম জপ কাম
পূর্ণ হবে দেবী অনুবলে॥

যে কর পশ্চাতে মোর প্রাণনাথে
আগে মোরে ফেল হানি॥
চল নৃপ স্থলে ভূল্য পরিমলে
ভূষিত করিব তোরে।
রাখ নিবেদন খসাহ বন্ধন
নাহি মার আর চোরে॥
কুমারীর বাণী কোটালিয়া শুনি
বন্ধন করিল দূর।
করেতে বসনে করিল বন্ধনে
বাদ্য বাজে রণপুর॥ (বল, ১২০)

চৌর দৃষ্টে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিলাপ

শুনি লোক মুখে রাণী মনোদুঃখে
গেল বিদ্যাবতী বাসে।
নন্দিনীর পতি নিরখিয়া সতী
নয়নসলিলে ভাসে॥
অভিন্ন মদন পূর্ণেন্দুবদন
কনকচম্পক কান্তি।
এ নহে তস্কর শশী কি ভাস্কর
পামর লোকের ভ্রান্তি॥
রূপ কব কিবা চারু কম্বুগ্রীবা
শুক-চঞ্চু তুল্য নাসা।
নিন্দি কুন্দকলি শোভে দন্তাবলী
সুধাধিক মৃদু ভাষা॥
আজানুলম্বিত বাহু সুললিত
করি কর দর্প হর।
ফুল্ল কোকনদ মঞ্জু যুগপদ
নাভি ভূধর বিবর॥
বিদ্যাবতী মুখে মুখ দিয়া দুঃখে
ডুকরিয়া কান্দে রাণী।
জন্মে জন্মে পাপ হেন মনস্তাপ
ভুঞ্জিব স্বপ্নে না জানি॥
কি বিদগ্ধ বিধি রসময় নিধি
নিরমিল তোর লাগি।
অনেক যতনে লভ্য এ রতনে
হারালি ছি ছি অভাগী॥
আরাধিলি বিদ্যা ত্রিভুবনারাধ্যা
মহাবিদ্যা ভদ্রকালী।
পূর্ব্ব কর্ম্ম ভোগ স্বামীর বিয়োগ
যত তাঁর ঠাকুরালী॥
কিবা কব তোরে না কহিলি মোরে
গুপ্তে কণ্ঠে দিলি মালা।
বিধির লিখন না হয় খণ্ডন
এখন কে পায় জ্বালা॥
ভূপতি দুর্ব্বার নাহিক নিস্তার *
নিতান্ত কাটিবে চোরে।
হয়্যে থাক রাঁড়ী পোড়াইতে নাড়ী
এতেক দুষ্কর্ম্ম তোরে॥

* রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই।

শ্রীপ্রসাদ কহে কথা মিথ্যা নহে
কালীর কিঙ্কর যেই।
তার দুঃখ কিবা সদা সঙ্গে শিবা
ভুবনবিজয়ী সেই॥

বিদ্যার স্তবে কালীর অভয় প্রদান

স্নান করি শুচি হয় নৃপতিনন্দিনী।
মুদ্রিত লোচনে ভাবে রূপ কাদম্বিনী॥
কৃতাঞ্জলি কহে কৃপা কর কৃপাময়ি।
দাস তব দয়িত দুঃখিনী দাসী হই॥
আজ্ঞা ছিল তব সে আসিবে এথা একা।
এখন এ দশা এ কি অদৃষ্টের লেখা॥
ক্ষিতিপতি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে স্বামী।
কেমনকরি ক্ষম যোব ক্ষীণা দীনা আমি॥
নিতান্ত দেখিনু দুর্গামন্ত্র জপে যেই।
হেদে গো করুণাময়ি তার দশা এই॥
কি কব মহিমা সীমা পদতলে তব।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কটাক্ষেতে তব॥
তপস্বিনী ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকর্ত্রি।
যশোদা-জঠরজাতা জায়া জগদ্ধাত্রী॥
পার্ব্বতী পরমেশ্বরী পশুপতিদারা।
প্রভাকর-পুত্রি-পীড়া-হরা পরাৎপরা॥
বিদেশে বল্লভ বীরসিংহ করে নষ্ট।
দনুজদলনি দেবী কেন দেও কষ্ট॥
দৈববাণী শুনে রামা ভয় নাহি তোর।
সুন্দর সামান্য নহে বরপুত্র মোর॥
প্রহরের পরে পুন পতি পাবে সতি।
কি করিতে পারে বীরসিংহ নরপতি॥
এ কথা কহিলা যদি শঙ্করঘরণী।
জলধিতরণে যেন মিলিল তরণী॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

চৌর দর্শনে নাগরিকজনের খেদ

ধরা গেল চোর. সোর পড়িল নগরে।
বাল বৃদ্ধ যুবা ধায় নাহি রয় ঘরে॥
স্তন পান করে শিশু কোলে যে ধনীর।
সূতিকার কেলি ধায় হৃদয় অস্থির॥
রন্ধনশালার রামা রন্ধনে যে ছিল।
মাথার উপরে হাঁড়ী রাখিয়া চলিল॥
বেগে ধায় নাহি চায় পিছু পানে ফিরা।
কেহ বলে দাঁড়ালো মাথার লাগে কিরা॥
এক জন প্রতি আর জন বলে কই।
সে কহে অঙ্গুলি ঠারি ওই দেখ্ ওই॥
হেরি হেরি বদন মদনে অঙ্গ দহে।
কুলবধূ চিত্রিত পুতুলী যেন রহে॥
কেহ বলে এত রূপ নিরমিল বিধি।
হারাইল অভাগিনী বিদ্যা হেন নিধি॥
সজল নয়নযুগে কোন ধনী বলে।
আমাকে কাটুক রাজা চোরের বদলে॥
রাজা লবে প্রাণ সই কোন্ মূর্খ কহে।
সাধ্য নহে তার যার দেহে আত্মা রহে॥
নিরখিয়া নরপতি এ রূপ বিচিত্র।
না হবে নিতান্ত রূপ বিরূপ চরিত্র॥
আছাড়ি পাছাড়ি মহী কেন্দে কহে হীরা।
ও চাঁদ মুখের কথা শুনিব কি ফিরা॥
পতি-পুত্রহীনা দীনা শুন গুণরাশি।
কে কহিল তোমাকে কহিতে মোরে মাসী॥
দ্বাদশ বৎসর বাছা খেয়েছি গোঁসাই।
তারপর কিছু মাত্র শোক জানি নাই॥
মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর।
লোকে বলে হীরা মাগী রেখেছিল চোর॥
কেন বাড়াইলে প্রেম রাজকন্যা সনে।
তোমাকে ছাড়িয়া বিদ্যা বাঁচিবে কেমনে॥
তব মৃত্যু কথা তব শুনিলে মা বাপ।
তখনি ত্যজিবে প্রাণ পেয়ে মনস্তাপ॥
বয়স্যতা তব যার যার সঙ্গে আছে।
ছাড়িবেক প্রাণ তারা বার্ত্তা গেলে কাছে॥
তোমার মরণে এত লোকের মরণ।
কি জানি বিধির লিপি ললাটে কেমন॥
দরবারে বার দিয়া বসেছে ভূপাল।
হেনকালে চোর নিয়া গেল কোতোয়াল॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি পুটাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেও পদধূলি॥

রাজার সহ চৌরের ব্যঙ্গোক্তি

সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়।
তপ্ত তপনীয় তনু তারাপতি প্রায়॥

প্রমথেশপ্রিয়া পূজা প্রসাদ চন্দন।
ভালে বিন্দু বিধু মধ্যে বালার্ক যেমন॥
প্রচণ্ড চণ্ডার্চ্চি চয় চতুর্দ্দিগে দ্বিজ।
পুরোহিত বেষ্টিত যেমন মখভুজ॥
কিঙ্কর নিকরে করে চামর ব্যজন।
মস্তকে ধবল ছত্র কিবা সুশোভন॥
তদুপরি চন্দ্রাতপ তমো করে দূর।
বাম ভাগে মহাপাত্র পরম চতুর॥
পাঠ করে পুরাণ পাঠক নিত্য নিত্য।
যন্ত্রিগণ যন্ত্রে গান করে হরে চিত্ত॥
দুদিগে সোয়ার খাড়া বুকে ধরে ঢাল।
কারো নাহি মৃত্যুভয় যুদ্ধে যেন কাল॥
সেলাম করয়ে হাতী সম্মুখে মাহুত।
পদাতিক দুরন্ত সাক্ষাৎ যমদূত॥
চোবদার নকীব হজুরে খাড়া আছে।
বাঘাই কোটাল চোরে নিয়া গেল কাছে॥
গরীব নেওয়াজ বলি আদবে সেলাম।
নজর দৌলত এই চোর ল্যায়া হাম॥
ভূপতিকে প্রণিপাত করিলেন কবি।
সতত নির্ভয় দীপ্যমান যেন রবি॥
অপাঙ্গলোচনে নিরখিয়া রূপ ভূপ।
পরমপুরুষ চিত্তে জানিলা স্বরূপ॥
ধন্যা কন্যা অন্বেষণে মিলাইল পতি।
নররূপে কোন্ দেব ভ্রমে বসুমতি॥
রেবতীরমণ কিম্বা হবে বৃষকেতু।
কিম্বা নারায়ণ নিজে রামরম্ভা হেতু॥
কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিন্তু চাই।
রাজা বলে কাট চোরে মশানে বাঘাই॥
আঁখি ঠারে আরবার করে নিবারণ।
মিছামিছি করে কত তর্জ্জন গর্জ্জন॥
পর্ব্বতজা-পাদপদ্ম মানসে প্রণাম।
হাসি হাসি সুধাভাষা কহে গুণধাম॥
কাট রাজা তিলার্দ্ধ না করি মৃত্যুভয়।
গোটাকত কথা কহি শুন মহাশয়॥

১ম শ্লোক

অদ্যাপিতাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজিং।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং *
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি॥

অস্যার্থঃ

অদ্যাপি সা কনকচম্পকদামতনু।
প্রফুল্লকমলমুখী ভুরু কামধনু॥
নিদ্রা ভঙ্গে অলসাঙ্গী মদন বিহ্বল।
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল॥
কথা শুনি কাঁপে তনু কুপিত ভূপাল।
কহে মশানেতে চোরে কাটরে কোটাল্॥
কবি কহে কিছু কাল থাকরে বাঘাই।
গোটা দুই চারি কথা আরো কহা চাই॥

২য় শ্লোকঃ

অদ্যাপিতাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিং॥
পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতানি গাত্রাণি।
সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি॥

অস্যার্থঃ

অদ্যাপি সে শশিমুখী সুলভ যৌবনা।
পীনপয়োধরা বাল কুরঙ্গনয়না॥
তদঙ্গ পরশে অঙ্গ সদা সুশীতল।
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল॥
কাট কাট শব্দ রাজা করে পুনঃ পুনঃ।
কবি কহে গোটা দুই কথা আরো শুন॥

৩৩ম শ্লোকঃ

অদ্যাপিতাং মলয়পঙ্কজগন্ধলুব্ধ-
ভ্রাম্যদ্দ্বিরেফচয়চুম্বিতগণ্ডদেশাং।
কেশাবধূতকরপল্লবকঙ্কণানাং
তাং নোদপৈতি নিচয়ঃ সুরতং মদীয়ং॥

অস্যার্থঃ

অদ্যাপি মুখারবিন্দ সুগন্ধ বিশেষ।
অলিকুল ব্যাকুল চুম্বিত গণ্ডদেশ॥
কম্পিত চিকুর কর-কঙ্কণ সুধ্বনি।
মন মম মোহিত স্মরতি নিতম্বিনী॥
রাজা বলে নিয়া যাও মশানে বাঘাই।
কবি কহে গোটা দুই বচন শুনাই॥

---

* হেন কালে চোর লৈয়া ভেটিল কোটাল।
দেখিয়া চোরের রূপ ভাবে মহীপাল॥

মনে মনে ভাবে রাজা সেরূপ দেখিয়া।
না ধরে এমত রূপ মানুষ হইয়া॥
লোকলাজে বীরসিংহ বলে মার মার।
দক্ষিণ মশানে মাথা হানরে চোরের॥

২৮ম শ্লোকঃ

অদ্যাপি বাসগৃহতো ময়ি নীয়মানে
দুর্ব্বারভীষণকরৈর্যমদূতকল্পৈঃ।
কিং কিং তয়া বহুবিধং ন কৃতাং মদর্থে
কর্ত্তুং ন পার্য্যত ইতি ব্যথতে মনোমে॥

অস্যার্থঃ

অদ্যাপি আমাকে বাসগৃহ হতে চর।
কেশে ধরে নিল যেন শমনকিঙ্কর॥
কি কি চেষ্টা না পাইল মদর্থে কামিনী।
কিবা কব দহে দেহ দিবসরজনী॥
অদ্যাপি সা বিদ্যা মম হৃদে বিহরতি।
নিরখি মুদিলে আঁখি বিদ্যার মুরতি॥
সুপ্ত পতি মৃতপ্রায় বাক্য নাহি মুখে।
বিপরীত কাবে বিদ্যা চড়ে তার বুকে॥
নগ্ন বিদ্যা মুক্তকেশী দন্তে কাটে জি।
নয়ন নিকটে দেখ নিবেদিব কি॥
থর থর কাঁপে ভূপ ক্রোধ ভাবে চায়।
রাজা বলে কাট চোরে থরখড়্গা ঘায়॥
কবি কহে কন্যা তব পরম রূপসী।
তাহার চঞ্চল দৃষ্টি খরতর অসি॥
পুনঃ পুনঃ হানে প্রাণে বক্র নিরখিয়া।
জীয়ায় যুবতী বিম্বধরামৃত দিয়া॥
ঘূর্ণিত লোচন বীরসিংহ কহে রাগে।
এ বেটাকে ধর শীঘ্র কামানের আগে॥
কবি কহে কামান বিদ্যার যোড়া ভুরু।
সতত নিকটে ধরা বটি কল্পতরু॥
তাহাতে নয়নবাণ বিষম সন্ধান।
শশিমুখী হাসি ভস্মরাশি করে প্রাণ॥
কি জানি কি মন্ত্র জানে বিদ্যা গুণবতী।
পুনরপি প্রাণ দান পাই নরপতি॥
বাক্য পীড়া মহা ব্রাড়া বীরসিংহ বলে।
এ বেটাকে ফেল নিয়া করিপদতলে॥
মনোমত্ত কুঞ্জর মাহুত পুষ্পধনু।
সতত হলায় হাতী কমলিনী অনু॥
তার তলে পড়ো রাজা প্রাণ যায় মোর।
চোর চোর বল্যে তুমি মিছা কর সোর॥
আপনি সাক্ষাৎ যম মৃত্যুরূপা কন্যা।
রাণী ঠাকুরাণী বুঝি এইরূপ ধর্ম্মা॥
মৃত্যু প্রতি ভূপতি কারণ কহে যা।
বিদ্যায় ঘটায়্যে কবীশ্বর কহে তা॥

রাজা বলে মিথ্যা বাক্য ছলে কাজ নাই।
মশানে কাটহ শীঘ্র তস্কর জামাই॥
হাসি হাসি গুণরাশি সভা সাক্ষী করে।
জামাতা কহিলা সত্যবাদি নৃপবরে॥

৫০ম শ্লোকঃ

অদ্যাপি নোজ্‌ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং নিজপৃষ্ঠকেন
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

অস্যার্থঃ

অদ্যাপিও হলাহল ন মুঞ্চতি হর।
অদ্যাপিও পৃষ্ঠে ধরা ধরে কূর্ম্মবর॥
অদ্যাপিও বাড়বাগ্নি জলনিধি বহে।
সাধুর বচন কদাচিৎ মিথ্যা নহে॥
রাজচক্রবর্ত্তী কিন্তু রীতি কদাচার।
লোক ভয় ধর্ম্ম ভয় না দেখি তোমার॥
মম বীর্য্যে ভূপতি যে জন্মিবে সন্তান।
পরম দুর্লভ সে দিবেক পিণ্ডদান॥
জামাতা স্বীকার তুমি করিলে ভূপাল।
তথাপিও শাম্য নহ এ কি ঠাকুরাল॥
একান্ত লজ্জিত রাজা কুমার বচনে।
অধোমুখে রহে বাক্য না সরে বদনে॥
ভূপতির ভাব বুঝি কহে পাত্র ধীর।
দুরক্ষর বাক্য কহ নির্ভয় শরীর॥
সত্য কথা কহ চোর থাক কোন্ গ্রাম।
কাহার তনয় কোন্ জাতি কিবা নাম॥
দেহ পরিচয় সত্য দেহ পরিচয়।
যদি মিথ্যা কহ তবে জীবন সংশয়॥
কহে গুণরাশি হাসি পাত্র তুমি মূঢ়।
খাও হে বাপের কলা দিয়া ঝোলা গুড়॥
দাড়ি ভুঁড়ি সার কোন জ্ঞান নাহি মাত্র।
হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র॥
বন পশু বুঝেছি বলিয়া দেন তুড়ি।
রাজা বট যেন সার কাঁঠালের গুঁড়ি॥
ছয় মাস গতে কর্ম্ম সুধাও কি জাতি।
কেন না হইবে তুমি নিজে হও কাতি॥
তব চর্য্যা চর্চ্চিলাম আলাপে ক্ষণেক।
দ্বিপাদ পশুর মধ্যে তুমি হে অনেক॥
কদাচিৎ মিলে যদি তোমার দোসর।
চাবার পরশ পায় দুনা বাড়ে দর॥

অপমানে অঙ্গ দহে অঙ্গার সমান।
সভাস্থ পণ্ডিতগণ হন হতজ্ঞান॥
দ্বিজগণ কহে কহ রূপগুণযুত।
কোন্ কুলে জন্ম ধাম নাম কার সুত॥
কহে গুণরাশি হাসি শুন বীরচয়।
তোমা সবাকারে কহি নিজ পরিচয়॥
জনম মানবকুলে শম্ভুধাম ধাম।
পিতামাতা শিব শিবা কালিদাস নাম॥
কোনরূপে নিতান্ত না পরিচয় মিলে।
কোতোয়াল সঙ্গে রাজা বসিলা বিরলে॥
হেদে নিশিনাথ সুতানাথ এই বটে।
এমন সুপাত্র বহু ভাগ্য হেতু ঘটে॥
বধ করা মত নহে দিব কন্যাদান।
কিন্তু তুমি নিয়া যাও দক্ষিণ মসান॥
কোতোয়াল কহে ভাল এই বটে যুক্তি।
কৌশলে কোটালে রাজা কহে কটু উক্তি॥
পুনঃ পুনঃ কহি মত কাটিবারে চোর।
রেয়াতি করিস বেটা ওকি বাপ তোর॥
ভূপতি ভারতি শুনি কপিল কোটাল।
দুই চক্ষু ঘুরায় ঘুরায় খড়্গা ঢাল॥
চল বল্যে কোতোয়াল পাছে মারে ঠেলা।
কবি কহে কৃপাময়ি কালি কোথা গেলা॥
ক্ষণমাত্র উত্তরিল দক্ষিণ মশানে।
কেহ চড় মারে কেহ চুল ধরে টানে॥
বড়শি হানিতে বুকে চাহে কেহ কেহ।
ফাঁফর হইল থর থর কাঁপে দেহ॥
মার মার কাট্ কাট্ করে মহাধুম।
ফাকি ঝুকি সার নাই কাটিতে হুকুম॥
কিছুকাল ছিল কবি ভয়েতে নীরব।
কৃতাঞ্জলি কায়মনোবাক্যে করে স্তব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দরের কালীস্তুতি ॥ চৌত্রিশ

ক

কৃতাঞ্জলি কহে কবি কালি কপালিনি।
কালরাত্রি কঙ্কালমালিনি কাত্যায়নি॥
কাটে কাল কোটাল কর মা প্রতিকার।
কপর্দ্দি-কামিনি কিবা করুণা তোমার॥

খ

খ ভবে ব্রহ্ম মাগো হের হর ভয়।
খগেশবাহিনি শক্তি খনিকে প্রলয়॥
খর খড়্গ করে ধর্যে খল খল হাসি।
খলে বধে খেচরপালিনি রক্ষ আসি॥

গ

গিরিবরসুতা গৌরি গণেশ-জননি।
গগনবাসিনি বিত্তা গিরিশ-গৃহিণি॥
গয়া গঙ্গা গৌতমি গোমতি গোদাবরি।
গুণত্রয় গুণময়ি গোকুল শঙ্করি॥

ঘ

ঘনাঘনরূপা দেবি ঘননিনাদিনি।
ঘেরিল কোটাল বেটা ঘোর শব্দ শুনি॥
ঘৃণায় ঘরণী কিন্তু ত্যজিবেক দেহ।
ঘরে ঘরে ঘোষণা কুযশ ভব এহ॥

চ

চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
চতুর্দ্দল ক্রমে চক্রভয়বিভেদিনি॥
চঞ্চল চরণ ভরে চমকিত ফণি।
চাঁচর চিকুর চারু চুম্বিত ধরণি॥

ছ

ছায় রিপু ছলেতে নাশ গো শীঘ্র শিবা।
ছাওয়ালেরে ছেড়ে দেহ কর মা গো কিবা॥
ছল ছল চক্ষু ছাতি ফাটে গো বন্ধনে।
ছট্ ফট্ করে প্রাণ ছাড়িবে কেমনে॥

জ

জন্মভূমি জননী জনক জনার্দ্দন।
জাহ্নবী জকার পঞ্চ দুর্লভ বচন॥
জন্মিলাম কোথায় জীবনে হেথা মরি।
জয়করি রক্ষা কর জগতঈশ্বরি॥

ঝিকি মিকি খড়্গ করে ঝেকে উঠে ঢালী।
ঝাটা পড়ে গায় ঝাট রক্ষা কর কালি॥
ঝাড়া ঝাড়ে কোটালিয়া ঝাড়া লয়্যে হাতে।
ঝিমাইতে মনগো বন্ধনা পড়ে মাথে॥

ট

টঙ্কার ধনুক শব্দ টৌটাই মা বলে।
টল টল কাঁপে দেহ টাজী মারে গলে॥

৪০

টিকী ধর্য়ো টানে টন টন করে শির।
টলে পড়ি টাটাইল সকল শরীর॥

ঠ

ঠগগুলা ঠেসে ধরে ঠোঁটে এল প্রাণ।
ঠাকুরাণি ঠাকুরালি ছাড় কর ত্রাণ॥
ঠাহর না পাই ঠাট ঠাটে কত ধায়।
ঠেঁটা দায় ঠেকিলাম ঠাঁই দেহ পায়॥

ড

ডুকরিয়া কান্দি ডরে বান্ধা দুটি হাত।
ডরাইয়া উঠি ডাক ছাড়ে নিশিনাথ॥
ডিঙ্গিয়া ডাইন পায় মারা যাই প্রাণে।
ডাকিনী সহিত শীঘ্র উর গো মশানে॥

ঢক্কা বাজে ঢোল বাজে ঢেকা মারে ঢালি।
ঢল বেটা ঢেমন বলিয়া দেয় গালি॥
ঢাল খাঁড়া ঘুরিয়া ঢুলিয়া পড়ে গায়।
ঢল ঢল করে আঁখি আড়ে আড়ে চায়॥

তপস্বিনি ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকর্ত্রি।
ত্রিপুরারি ত্রিপুরা-তারিণি জগদ্ধাত্রি॥
তব তত্ত্ব ত্রিলোচন সবে মাত্র জ্ঞাত।
তথাপি তাঁহার তরে মায়া কর কত॥

থ

থর থর কাঁপে স্থির কর মহামায়া।
স্থান দেহ স্থলপদ্মপদে শম্ভুজায়া॥
স্থাবরজঙ্গম তোমা ভিন্ন কিছু নহে।
স্থান দিলে মোরে কৃপাময়ী নাম রহে॥

দ

দিগম্বরি দনুজদলনি দাক্ষায়ণি।
দুর্গতিহারিণি দুর্গে দুরিতমোচনি॥
দাসে দুঃখ দেখ মা কিরূপ দয়াময়ী।
দাসীপুত্র দাসীর দণ্ডিত দৈবে হই॥

ধ

ধূর্জ্জটিধামনি ধরাধরেশকুমারি।
ধামান বিয়ায় ধাম ধৈর্য্য মানা করি॥
ধরণীভূষণ ধীর ধর্ম্ম কিছু নাই।
ধিক ধিক ধর্য়ো বধে বলিয়া জামাই॥

ন

নমো নিত্য নারায়ণি নৃমুণ্ডমালিনি।
নবীননীরদনীলনিন্দিতবরণি॥
নলিননিন্দিতে নেত্র কোণে চাও শিবে।
নতুবা নিশ্চয় নরহত্যা মা লাগিবে॥

প

পতিতপাবনি পরা পর্ব্বত-নন্দিনি।
প্রমথেশ-প্রিয়া পাপপুঞ্জবিমর্দ্দিনি॥
পদ্মযোনি প্রভৃতি পঙ্কজপদতারে।
পার নাহি মহিমার পামর কি পারে॥

ফ

ফাঁপরে ফিরিয়া চাও ফণীন্দ্ররূপিণি।
ফের দিয়া ফান্দে ফেলে বধে গো জননী॥
ফট কর্য়ো কটু কহে ফিক্ ফিক্ হাসে।
ফুৎকারে কোটাল মারে রক্ষ নিজ দাসে॥

ব

বিশ্ববিভুদারা গো বারেক দয়া কর।
বিধির বিধাতা বট বিঘ্নরাশি হর॥
বলিতে বদন এক বাক্য কব কি।
বিবেক বিদরে বুক ব্যস্ত হইয়াছি॥

ভ

ভবানি ভৈরবি ভীমা ভবের বনিতা।
ভেশ ভয়ঙ্করা রাজ্ঞি ভূধরদুহিতা॥
ভগবতি ভারতি গো ভবের ভাবিনি।
ভক্তজনবৎসলা মা ভুবনপালিনি॥

ম

মহেশ্বরি মহামায়া মহেশমোহিনি।
মূঢ়মতি মানব মহিমা কিবা জানি॥
মহীপতি মন্দমতি মত্ত ধনমদে।
মহিষমর্দ্দিনি মাগো স্থান দেহি পদে॥

য

যোগরূপা যশস্বিনি যশোদানন্দিনি।
যোগেন্দ্রযোষিতা যজ্ঞসমূলঘাতিনি॥
যুগলচরণপদ্মে যদি দেহ স্থান।
যশ থাকে যদি মা করগো পরিত্রাণ॥

র

রণরসে রত রমা রুক্মিণী রোহিণি।
রাক্ষসসংহারকর্ত্রি রাঘবরমণি॥
রজিণি রুদ্রাণি রক্ষ দক্ষিণ মশানে।
রাজা করে বধ রাখ আসিয়া আপনে॥

ল

লহ লহ লোলজিহ্ব ললিত বদন।
লীলায় বধিলা যত দুষ্ট দৈত্যগণ॥
লক্ষিতে না পারি মাগো চরিত্র তোমার।
লক্ষ্মীরূপা ক্ষম দোষ সত্তেক আমার॥

ব

বিধিমত বিদ্যাবতী বিচারে হারিল।
বাপে না বলিয়া বিদ্যা বিরলে বরিল॥
বিপাকে বিদেশে বধে বীরসিংহ রায়।
বিরহিণী বিনোদিনী কি তার উপায়॥

শ

শিবে শবাসনা শবশিশু শোভে কানে।
শত্রুগণে শিরে ধরি বধে গো শ্মশানে॥
শঙ্করি শরণমাত্র তোমার চরণ।
শীঘ্র শান্ত কর শ্যামা নিকট মরণ॥

স

সংসার-সাগরে সার সবে মাত্র তুমি।
স্মরণ লয়েছি সরসিজপদে আমি॥
সবে সুখসম্পদদায়িনি সনাতনি।
সমর্পিলা শত্রু হস্তে শিবসীমান্তিনি॥
শঙ্করসুন্দরি সত্য তব ঠাকুরালি।
সুন্দর শ্বশুরপুরে সারা হয় কালি॥

হ

হত্যা হই হুতাশে হিংসার তুমি মূল।
হরপ্রিয়ে হৈমবতি হও অনুকূল॥
হা করিয়া হান হান কাট কাট ডাকে।
হুঙ্কারে হিয়া ফাটে পড়্যেছি বিপাকে॥

ক্ষ

ক্ষীণ দেখি ক্ষিতিপতি ক্ষমা নাহি করে।
ক্ষেমঙ্করি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে মোরে॥
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষোভ পাই ক্ষুণ্ণ মন সদা।
ক্ষপা দিবা জ্ঞান নাহি ক্ষম মা শারদা॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দর প্রতি কালীর অভয় দান এবং মশানে মাধব ভট্টের আগমন

চতুস্ত্রিংশাক্ষরে স্তব করি কহে কবি।
দক্ষিণ শ্রবণে শুনি পরিতুষ্টা দেবী॥
কহেন করুণাময়ী কেন ভয় পাও।
নৃপতিপূজিত হৈয়া নিজ দেশে যাও॥
ভয় নাই ভয় নাই বাছারে সুন্দর।
কার শক্তি কাটে তুমি কালীর কিঙ্কর॥
পর্ব্বত চালিতে পুত্র পারে কি পতঙ্গ।
ছায়ারূপে সদা আমি থাকি তব সঙ্গ॥
ভাবরে ভকত নর কালী কল্পতরু।
তারা নাম তরী তাহে কাণ্ডারী শ্রীগুরু॥
চতুষ্পদ চতুষ্পদ না লভে একান্ত।
আজ্ঞা কিন্তু আজ্ঞাপেক্ষা এ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত॥
ব্যতিক্রমে বিস্তর বিপদ পদে পদে।
ক্ষিপ্ত সেই স্বধর্ম্ম খোয়ায় খোসামোদে॥
শিষ্ট কষ্ট রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ লোকে কেহ কহে।
দ্বিতীয় ব্যক্তিতো সে সামান্য সাধ্য নহে॥
হলাহলামৃতামৃত রস হলাহল।
ক্রিয়াক্রিয়া কলিকালে শীঘ্র ফলাফল॥
পরম সংস্কৃত বিদ্যা গুরুরতিগম্যা।
বীর্য্যবন্ত সাধকজনার মনোরম্যা॥
সল্লোক যে পথগামী সেই পথে পথ।
কহে কবিরঞ্জন আমার এই মত॥
কিরূপ কালীর কৃপা কহা নাহি যায়।
মাধব নামেতে ভট্ট মিলিল তথায়॥
জরির পোষাক পরা বেশ চিরা মাথে।
কনকে জড়িত হীরা নবরত্ন হাতে॥
চিক্কণ পাথর শিরে চক মক করে।
বহুমূল্য তরুণতপনতেজো ধরে॥
ডোরে লট্‌কা তলোয়ার কোমরে খঞ্জর।
চাঁদমুখে চাঁপ দাড়ি পরম সুন্দর॥
বুকেতে চাপ পানি ঢাল তুরকীর পৃষ্ঠে।
বাঘাই কোটাল পানে চাহে কোপদৃষ্টে॥
ক্রোধেতে আরক্ত বক্তু দেহ স্থির নহে।
কোটালের প্রতি কোপে কটু কথা কহে॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কোটালের প্রতি মাধবভট্টের উক্তি

ভট্টভাখা

থর থর দেহ কোপযুত ঘন
ঘন নিরখই যামিনীনাথ বয়ান।
রকত রদ ছদ বদহি রাজন দারুণ দরপ
ছোড়ল তুহ জ্ঞান॥

লালন সুন্দর বিগ্রহ নিগ্রহ হোরত্ত যোরত্তভাট।
ধৃত করণর খর খঞ্জর ঝাঁকই হাঁকই বে
পহেলা মুখে কাট॥
সুন্দর ছো গুণসিন্ধু কি নন্দন ক্যা কহুঁ
যাকো ভবানী ছহায়।
জাকর লাগি আগি বহু যামিনী চিরদিন
পূজন পড়নি বেয়ায়॥
পরমনয়বর তুহ বি মুরখ বুঝা হাম
বাতমে হাত মেরা আও।
রাজাকি পাছ খালাছ করো যাকর
সুন্দর কো গজরাজ ঠাহরাও॥
দো আঁখিয়া ঘুমাইয়া বের বের কোটালিয়া
দেওতোর মুখে গারি।
মট দোহাই লাগে তুজে ভট্ট সেভাব কাঁহা
চোর কোতোয়াল তোহারি॥
ভট্ট কহে কোতোয়ালরে এয়ছারে
গারি মত দিজিয়ে।
ঘড়ি এক বিচমে গাবি জান খোয়ারে গা
বুৰ হমুখকে বাত কিজিয়ে॥
জৈছন হেরবি ঐছন কবি ছবি বদন
বিরাজিত নিরমল চান্দ।
কহে পরসাদ চোর কহো ছোঁ মূঢ়
কুলরমণী মনমোহন কান্দ॥

মাধবের প্রতি কোটালের কটুবাক্য

কহো কোতোয়ালরে হুকুম কেন্নে দিয়া।
ভবানি ছেবক কো এত্তরে হাল কিয়া॥
মহারাজকে বেটা বিদ্যা পূজকে মহাদেও।
সুন্দর কো খবর পায়া মেরে বাত লেও॥
ছবকা খয়ের হোগা বের বের কহোঁ মেই।
মেরে বাত না শুনেগা শাজা পাওগে তেঁই॥
ছোড় দিজে কামলাল কো লেকে চল সাত।
আপকে বরাবর যাকে কহো এহি বাত॥
কোপে কহে কোতোয়াল মৌত লাগা পাজি।
কের এয়ছা কহেগা করোজা জুতি বাজী॥
চোরকো ছরদার তেঁই বুঝা গেয়া এহি।
রাজা কি দোহাই ভাই ছোড় মত কহি॥
কোহি কহে বেলফেরাল মোচতো উখাড়ো।
কোহি কহে চোরকে সাথিল লেকে গাড়ো॥
কোহি কহে চোরকো গাধেমে চড়াও।
এহি ওক্ত ছের মুড়ায়কে সহর ঘুমাও॥
কোহি কহে জানে দেও জি জেয়ছা হিঁয়া আয়া।
বুঝা গেয়া বাতমে ছাজাই তেয়ছা পায়া॥
মান ভঙ্গ মলিন মাধব মনোদুঃখে।
কাষ্ঠবৎ কার কথা নাহি সরে মুখে॥
পন্থ দেখি গন্ত কথা বন্তপিছু করে।
বৈদ্য গ্রন্থে সত্ত ফল বৈদ্যক যা করে॥
নব্য লোক ভব্য হয় সভ্য সঙ্গে বটে।
গুণ যেন দ্রব্য যোগ দিব্য গুণ ঘটে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

ভাটমুখে সুন্দরের বার্ত্তা শ্রবণে ভূপতির সভাশুদ্ধ মশানে গমন

কোটালিয়া কটু বলে, রাজার নিকটে চলে,
ভাট কহে নির্ভয় উত্তর।
শুন শুন মহারাজ, বিপরীত তব কায,
যথোচিত উঠে বেয়ো কর॥
গুণসিন্ধু ধরাধিপ, খ্যাত নামে জম্বুদ্বীপ,
কলিযুগে যেন রঘুবীর।
নির্ম্মল যাহার যশ, প্রকাশিত দিগ দশ,
তার পুত্র সুন্দর সুধীর॥
পূর্ব্ব পুণ্যপুঞ্জ হেতু, কৃপান্বিত বৃষকেতু,
জামাতা মিলিল তেঁই হেন।
তুমি বিচক্ষণ ভূপ চরিত্র এমন রূপ
পেয়ে নিধি ঘৃণা কর কেন॥
বিদ্যা বিনোদিনী কন্যা, ধরণীমণ্ডলে ধন্যা,
শাপভ্রষ্টা জন্ম তব ঘরে।
সুন্দর সামান্য নর, না জানিও নৃপবর,
সত্য কহি তোমার গোচরে॥
জানকী-জীবন রাম, কিম্বা শ্যাম কিম্বা কাম,
কিম্বা পুরন্দর কিম্বা শশী।
সন্দেহ নাহিক মাত্র, ভুবনে এমন পাত্র,
দৃষ্ট নহে শুন গুণরাশি॥
ভট্টমুখে সুধাভাষ, নৃপমুখে মৃদুহাস,
উঠে দিল প্রেম আলিঙ্গন।
খুলিয়া অঙ্গের যোড়া, বাছিয়া তুর্কি ঘোড়া,
আর দিল বহুরত্ন ধন॥

সভাশুদ্ধ নিয়া সঙ্গে, ভূপতি পরম রঙ্গে,
উপস্থিত দক্ষিণ মশানে।
কালীর কিঙ্কর যেই, ভুবন বিজয়ী সেই,
মহিমা তাহার কেবা জানে॥
রাজ্যশুদ্ধ ভেকধর, সভাই সাধক নর,
মুখে কহে রাধাকৃষ্ণ বাণী।
চিত্তে বাঞ্ছা কালপ্রিয়া, আজ্ঞামত করে ক্রিয়া,
এইরূপে কাল কাটে প্রাণী॥
বৈশ্য ক্ষত্র বৈদ্য শূদ্র, নিত্যানন্দ বীরভদ্র,
কর্ম্ম ভাল নহে যেবা কহে।
তার কিন্তু নাহি স্বর্গ, শুন কহি ধীরবর্গ,
সেও পাপী সে সঙ্গে যে রহে॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি, শ্রীকবিরঞ্জন বাণী,
বিমুক্ত করহ মায়া পাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে॥

সুন্দরের প্রতি ভূপতির বিনয়োক্তি

শীঘ্রগতি নৃপবর ধর্য্যে জামাতার কর
মুক্ত কৈল নিগড়বন্ধন।
গলে বস্ত্র ত্রস্ত উঠে নিকটে অঞ্জলিপুটে
সবিনয় কহে সুবচন॥
যেমন গোকুলপুরী কৌতুকে নবনি চুরী
কৈলা প্রভু ত্রিভুবনপতি।
গোপীমুখে শুনি বাণী রজ্জু বান্ধে যুগপাণি
তমোগুণে রাণী যশোমতী॥
অথবা অজ্ঞাত বাসে বিরাট ভূপতি পাশে
বৎসরেক ছিলা যুধিষ্ঠির।
বিধাতা বিমুখ তারে অক্ষপাটী ফেলে মারে
ফুট্যে ভালে পড়িল রুধির॥
শেষে পেয়ে পরিচয় হৃদয়ে বিষম ভয়
সকরুণে কহে পদ পদ।
চিত্তে না জন্মিল রোষ ক্ষমা কৈল তাঁর দোষ
ধর্ম্মপুত্র শাস্ত্রবিশারদ॥
যেমত বিরাটরাজ না জানিয়া কৈল কায
আমি সেইরূপ জ্ঞানহত।
তুমি গুণসিন্ধু-সুত ধীর সর্ব্বগুণযুত
মর্য্যাদা করহ দোষ-যত॥

মাণিক নীচের ঠাঁই যেন মূর্খে বুঝে নাই
দুরদৃষ্ট হেতু জন্মে হেলা।
কিম্বা শিশু বুদ্ধিহীন বাঞ্ছা থাকে রাত্রিদিন
শিলাপুত্র সঙ্গে রঙ্গে খেলা॥
শুন শুন কল্পতরু পর্য্যায় পরম গুরু
বটি বাপা তোমার শ্বশুর।
অধিকন্তু কব কিবা মনে কিছু না করিবা
তুমি মোর বাপের ঠাকুর॥
শ্বশুর-বিনয় শুনি মহাকবি-শিরোমণি
কহে কেন হেন ঠাকুরালি।
নিজ নিজ কর্ম্মভোগ পরে বৃথা অনুযোগ
সকলি করেন ভদ্রকালী॥
যেন রথচক্রাকৃতি নরভাগ্য নরপতি
চিরকাল সমান না যায়।
দুঃসময়ে ধীর যেবা তারে নিন্দা করে কেবা
উগ্রমতি মূর্খ কহি তায়॥
ধন হেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশ সমুদ্ভব পুরুষার্থ কত কব
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

কবির বিমোচন শ্রবণে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিনয়

একাবলীছন্দ॥

বাঁচিল সুকবি সুন্দর চোর।
সাধুচিত্তে নাহি সুখের ওর॥
বিদ্যার গোচর সকলে কহে।
কমলিনি কথা মিথ্যা এ নহে॥
বাঁচিল তোমার জীবননাথ।
নিকটে নৃপতি যুড়িয়া হাত॥

সজল যুগল লোচন লোল।
গদগদ কহে মধুর বোল॥
সখী মুখে শুনি সুন্দর-বাণী।
মালিনী নিকটে চলিল রাণী॥
ধুলা ঝাড়ি তোলে কোলেতে করি।
চুম্বতি বদন চিবুক ধরি॥
বারেক বদন তুলিয়া চাও।
অভাগী মায়ের মাথাটি খাও॥
রাগে কত কটু কয়েছি তোরে।
জননী জানিয়া ক্ষমহ মোরে॥
এ মহীমণ্ডলে বটী গো ধন্যা।
উদরে ধরেছি তো হেন কন্যা॥
বিনোদিনী কহে ঈষদ হাসি।
আগো মাগো আমি তোমার দাসী॥
কন্যাকে বিনয় কি হেতু কর।
গুরু কেবা মোর তোমার পর॥
মনো দিয়া শুন করুণাময়ি।
গোটা দুই কথা তোমাকে কই॥
পুনরপি ধরা জন্ম লভিলে।
তোমা হেন যেন জননী মিলে॥
হাসি হাসি কহে যতেক আলি।
সকলি কেবল করেন কালী॥
কাতর শ্রীকবিরঞ্জনে কয়।
তরাও তারিণি শমনভয়॥

সুন্দরের বন্ধনমোচন সংবাদে বিদ্যার উল্লাস

স্নান করি শশিমুখী মহাহৃষ্ট মনে।
ভবানী ভাবয়ে ভীমা মুদ্রিত নয়নে॥
পূজে পর্ব্বতেশ-পুত্রী পরম কৌতুকে।
মেষ মহিষাদি বলি দিল মুহুর্ত্তেকে॥
বদনে রসনা-রব যত সীমন্তিনী।
শঙ্খঘণ্টাকোলাহল করে জয়ধ্বনি॥
সঙ্গোপনে জপে রামা মহাশঙ্খমালা।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বীরসিংবালা॥
কৃতাঞ্জলি কহে বিদ্যা প্রেমে গদগদ।
পরকালে পাই যেন পদকোকনদ॥
দীনদ্বিজবর্গে দিল নানাবস্ত্র ধন।
সাবিত্রী সমানা ভব কহে বিপ্রগণ॥
করালবদনা কালী কলুষনাশিনী।
সংসারসাগরে মোরে নিস্তারতারিণী॥

তুমি কৃপাময়ী মাগো কৃপানাথ ভর্ত্তা।
জগদম্বা জননী জনক বিশ্বকর্ত্তা॥
তথাপিও দুঃখরাশি না হইল দূর।
সকলে করুণাময়ী এ দীনে নিঠুর॥
অপার মহিমা নষ্ট হয় হেন বাসি।
অসুরনাশিনী আশু দয়া কর আসি॥
বদনবিকোমল পূর্ণ সুধারস ভরা।
সুবোধ কুবোধ বোধগম্য নহে ত্বরা॥
রসবেত্তা যে জন কি তার তৃষ্ণা ক্ষুধা।
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবিশাত সুধা॥
পাঠ করে পুরাণ পণ্ডিত প্রেমে ভাসে।
গবাগণ শুনে গো-ভাজিমা করে হাসে॥
অরসিক নিকটে রসস্ত নিবেদন।
ততোধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হয় যে মরণ॥
গ্রন্থ মধ্যে সঙ্কেত রহিল যে যে স্থানে।
যা জানেন মাত্র ব্যক্ত নহিলে কে জানে॥
যথা দায়া স্বপ্নে তয়া প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

ভূপতি হইতে সুন্দরের সম্মানপ্রাপ্তি

বীরসিংহ গুণনিধি পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে বিধি
তোমরা জানহ শাস্ত্রমর্ম্ম।
বিচারে পরাস্ত বালা সুন্দরে দিলেক মালা
এক্ষণে কিরূপ হবে কর্ম্ম॥
এক কালে ধীরচয় কহে শুন মহাশয়
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা বটে এহ।
গান্ধর্ব্ববিবাহ পরে পুনরপি নৃপবরে
বিবাহ না করে কোথা কেহ॥
কৃষ্ণচন্দ্র কুতূহলে রুক্মিণী হরিলা বলে
ভাব দেখি কোথা সংস্কার।
পার্থবীর ব্রহ্মচারী ভজিলা সুভদ্রা নারী
সত্যভামা যুক্ত পাত্র আর॥
গ্রন্থশ্রেষ্ঠ ভাগবত তার কিন্তু এই মত
স্বামীটিকায় নাহি কর্ম্ম নাথে।
আদিপর্ব্বে হলায়ুধ পরিহরি সর্ব্ব ক্রোধ
পুনঃ সম্প্রদান কৈলা পার্থে॥

কল্পভেদে মতভেদ মুনিবাক্য বটে বেদ
পুনরপি বিবাহে কি ফল।
বিধিলিপি থাকে যেই সংঘটন হয় সেই
নরনাথ না হবে বিকল॥
স্বপ্নে অনিরুদ্ধ সঙ্গে নানা সুখভোগরঙ্গে
নিদ্রাভঙ্গে উঠে বাণসুতা।
বিরহে শরীর দহে কদাচিত শাম্য নহে
কান্দে রামা মহাদুঃখযুতা॥
চিত্ররেখা সঙ্গে ছিল অনিরুদ্ধে মিলাইল
যাবতীয় দুঃখ গেল দূর।
শেষে সেই অনিরুদ্ধ বাণ রাজা করে রুদ্ধ
প্রভু তার কৈলা দর্পচুর॥
আছে পূর্ব্বাপর গীত কিবা তব অবিদিত
কি ভাবনা কর মহীপাল।
দিজে দেহ রত্নদান জামাতার রাখ মান
ঘুষিবেক কীর্ত্তি চিরকাল॥
ভূপতির শুদ্ধ মন রত্ন করে বিতরণ
অদৈন্য করিল দ্বিজ বর্গ।
নরেন্দ্র নিকটে থাকি বাহু তুলি কহে ডাকি
নৃপতি অক্ষয় তব স্বর্গ॥
রত্নসিংহাসনমাঝে বসাইল যুবরাজে *
মন্দ মন্দ চামরসমীর।
সিকাই শান্ত্রিরি যারা কুরনিস করে তারা
আদবেতে লোটাইয়া শির॥
বাঘাই কোটাল কাছে বুকে হাত খাড়ু আছে
নকীবেতে করিছে সেলাম।
নিরখি কোটাল মুখ হৃদে জন্মে লজ্জা দুখ
ঈষদ হাসিল গুণধাম॥
ঘুচিল সকল দুঃখ হৃদে জন্মে পুনঃ সুখ
দম্পতি মিলিল পুনর্ব্বার।
দ্বিগুণ বাড়িল প্রেম মাণিক্য জড়িত হেম
সেইরূপ ভাব দোঁহাকার॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি শ্রীকবিরঞ্জনবাণী
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু অভয় চরণ সেতু
উমা আমা উরহ মানসে॥

---

* সিংহাসনে বসাইয়া বসন-ভূষণ দিয়া
বিদ্যা আনি কৈলা সমর্পণ

ইহাতে মনে হয় ভারতচন্দ্র পুনর্ব্বার বিদ্যাকে সুন্দরের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, রামপ্রসাদে কিন্তু এইরূপ নাই।

সুন্দরকে মাতৃবেশে কালীর স্বপ্ন দান

শ্বশুরবাসেতে রহে কবি যুবরাজ।
ভাবেন ভুবন-মাতা ভাল এই কায॥
শাপভ্রষ্ট জন্মধরা আমার সুন্দর।
মম পূজা প্রকাশিতে পৃথিবী ভিতর॥
কামিনী পাইয়া সুখে ভুলিলা কুমার।
তবেতো আমার পূজা হবে না প্রচার॥
ক্ষণমাত্রে ধরি তার জননীর বেশ।
চক্ষে বহে শত ধারা বিগলিত কেশ॥
মলিন বসন ভাতি শোকেতে ব্যাকুলা।
কান্দে রাণী সকল শরীরে মাখা ধূলা॥
নিশিঅর্দ্ধযাম শেষে স্বপ্নে কহে শিবা।
ওহে পুত্র সুন্দর তোমারে কব কিবা॥
এই হেতু করে লোক সন্তান কামনা।
পেয়ে পিণ্ডদান খণ্ডে সকল যাতনা॥
বৃদ্ধকালে নানা জাতি সেবা করে সুত।
কত বা সন্তান জন্মে কত জন্মে ভূত॥
তোমার সুখ্যাতি পুত্র শুনি ঠাঁই ঠাঁই।
সুন্দর সমান ধীর ত্রিভুবনে নাই॥
কেন নহিবেক বাছা সন্তানের কার্য্য।
পিতামাতা ছাড়িলা ছাড়িলা নিজ রাজ্য॥
কি দোষ তোমার কলিযুগের এ ধর্ম্ম।
ছাড়ান বিষম বটে রমণীর মর্ম্ম॥
ভাল বাছা তুমি কোনরূপে ভাল থাক।
জুড়াক পরাণ মুখে মা বলিয়া ডাক॥
নিদ্রাভঙ্গে উঠি কবি কান্দে উভরায়।
কহে মাগো মোরে ছেড়ে গেলে গো কোথায়॥
পতি করে রোদন রোদন করে সতী।
কোন মতে শাম্য নহে ভূপতিসন্ততি॥
শ্রীকবিরঞ্জনে কহে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥

সুন্দরের স্বদেশগমনার্থ বিদ্যার নিকটে বিদায় প্রার্থনা

কাতরে ধরে কহে মৃদু স্বরে
বিদ্যাবতী বিনোদিনী।
আমি তুয়া দাসী কহ গুণরাশি
বিশেষ কারণ শুনি॥

চিত্তে কেন দুঃখ ম্লান বিধুমুখ
নয়নে-সহস্র ধারা।
তুমি যুবরাজ নাহি বাস লাজ
কান্দিছ অবলা পারা॥
কবিবর কহে শোকে তনু দহে
মনেতে পড়েছে মাতা।
প্রভাতে যামিনী প্রত্যুষে কামিনী
যাব যে করে বিধাতা॥
অনুচিত কার্য্য পরিহরি রাজ্য
চিরদিন গৌড়ে ভ্রমি।
গমনবিষয় প্রেয়সিকে কয়
যাবে কি না যাবে তুমি॥ *
বিষম ভারতী শুনি কহে সতী
নাথ কি কব তোমাকে।
পতি পূজে যেবা করে পতিসেবা
সে নাকি বিচ্ছেদে থাকে॥ †
প্রভু কিন্তু কই বৎসরেক বই
নিতান্ত যাব সে দেশ।
কান্তা কথা রাখ বৎসরেক থাক
পাইয়াছ বহু ক্লেশ॥ ‡
নিকটে ললনা সুখভোগ নানা
পরম কৌতুক কর।
যে মাসে যে গুণ প্রভু শুন শুন
বিদগধ কবিবর॥
ভীমসীমন্তিনী ভূধরনন্দিনী
ভুবনবন্দিনী শ্যামা॥
কিঙ্কর প্রসাদে স্থান দেহ পদে
দোষপুঞ্জ কর ক্ষমা॥

বিদ্যা কর্ত্তৃক বারমাস বর্ণন

প্রথমে প্রবেশ মেষ কান্ত যায় দূর দেশ
সদা ক্লেশ রসলেশ নাই।
বিষম কুসুমশর শরে তনু জর জর
কিবা সুখ বিমুখ গোঁসাই।

মলিন বদনশশী ভাবয়ে ভুবনে বসি
নীরে পশি নহে ভক্তি বিষ।
নেত্রানলে ভস্ম যেই মরো জীয়ে পুনঃ সেই
বাণে হানে বিরূপাক্ষ ঈশ॥
বৃষে বিষতুল্য কর বপু দহে নিরন্তর
নিদাঘে শরীর যায় দহি।
ঘনবীন তরুছায় সুখে শিখী নিদ্রা যায়
তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি॥
শুন শুন গুণরাশি আমি তুয়া প্রিয়াদাসী
আমার তোমার বড় কেবা।
মলয়জপঙ্করঙ্গে চর্চ্চিত করিব অঙ্গে
ইচ্ছা আছে এইরূপ সেবা॥
মিথুনে মিথুনে যেই ধন্য পুণ্যবন্ত সেই
অন্য কেবা সে জন সমান।
বিরহিণী কুলদারা যারা তারা সেবে তারা
প্রায় মরা কণ্ঠাগত প্রাণ॥
ঘন ঘন ঘন রব অবশ শরীর সব
মনোভব নিতান্ত দুরন্ত।
কদম্বকুসুম ফুটে বনতটে মন ছুটে
দুঃখ শান্ত কান্ত কি কৃতান্ত॥
কর্কটে বরিষা বাড়ে পক্ষী নাহি বাসা ছাড়ে
যাতায়াত সকলে রহিত।
ঘরছাড়া পতি যার অভাগ্য কপাল তার
ধীরে ধীর বিধি বিড়ম্বিত॥
ধরাধর গুরু গর্জ্জে যে বুঝি মদন তর্জ্জে
আঁটনি দামনি বাহু নাড়া।
দেবরাজ দম্ভে মর্ম্ম দেখ কি অনীত বর্ম্ম
মড়ার উপরে হানে খাঁড়া॥
সিংহে মহী একাকার জল ভিন্ন স্থল আর
তিল অর্দ্ধ নাহি দেখি মাত্র।
ভেকের পরম সুখ কাল কোকিলের দুঃখ
কামিনীর কেঁপে উঠে গাত্র॥
দিবা যায় গৃহনাটে রজনীতে বুক ফাটে
আবেশে বালিস চাপে কোলে।
যে সুখ পতির সঙ্গে প্রসঙ্গ কি তার সঙ্গে
ঘৃতের সুস্বাদ কোথা ঘোলে॥
কন্যার কেবল যুক্তি ভক্তিভাবে পূজে শক্তি
মুক্তি লাভ উক্তি উক্ত বেদে।
যে গৃহী সাধক দীন সেই সে দিবস তিন
মরমে মরিয়া থাকে খেদে॥
মৃণ্ময়ী দশভুজা করিব তাঁহার পূজা
দাসীর বচন রাখ প্রভু।

---

* যদি মোরে ভালবাস সংহতি চলহ (ভারত)
† বিধিকৃত স্ত্রীপুরুষ কে ছাড়ে কাহারে (ভারত)
‡ কৃপা করি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ।
এই দেশে প্রভু আর দিন কত রহ॥ (ভারত)

যে আজ্ঞা করিবে যবে　ক্ষণেকে বিস্তর পাবে
　এ কথা অন্যথা নহে কভু ॥
তুল্য তুলা আর নাই　তুলা কর এই ঠাঁই
　দ্বিজে দান দিতে পুণ্যচয়।
তুমি সুরতরুকল্প　আমি রামা অতি অল্প
　মনে বুঝি দেখ হয় নয় ॥
প্রথমতঃ হিমাগম　বিরহিজনার যম
　নলিনীর দর্প করে চুর।
যে যুবতী নহে দুই　শুয়্যে করে হাই ফুই
　কান্তে সতী পতি অতি দূর ॥
শুন প্রভু হৃদয়েশ　নিবেদন সবিশেষ
　বৃশ্চিকের বিস্তারিত গুণ।
মাস নিজে ভগবান　হাটে ঘাটে মাঠে ধান
　সর্ব্ব দ্রব্য দুর্ল্লভ নূতন ॥
ত্রিবিধ প্রকার লোক　নাহি দুঃখ রোগ শোক
　পার্ব্বণাদি করে চিত্তসুখে।
অগ্রে দিয়া কাকবলি　সবান্ধবে কুতূহলি
　নূতন তণ্ডুল দেয় মুখে ॥
একান্ত বিষম ধনু　শীতে কম্পবান তনু
　তরুণী তপন তুলা সার।
কিসের ভাবনা আছে　সতত থাকিব কাছে
　সেবা হেতু চরণ তোমার ॥
নিত্য উষ্ণ জলে স্নান　উচিত বটে হে প্রাণ
　উষ্ণ অন্ন ঘৃতাদি ভোজন।
দশ দণ্ড মধ্যে হবে　দেশে কেন যাবে তবে
　ধীর তুমি ধৈর্য্য কর মন।
হেদে প্রাণনাথ কবি　মকরে প্রখর রবি
　এই মাস বিখ্যাত ভুবনে।
প্রাতঃস্নানে মহাপুণ্য　করে যেবা সেই ধন্য
　পারে লোক জিনিতে শমনে ॥
সবিশেষ কব কিবা　জপহোমে রাত্রি দিবা
　প্রভু তুমি থাকহ নিযুক্ত।
চেতনবিশিষ্ট মনু　জপেতে নিষ্পাপ তনু
　সংসার সাগরে হবা মুক্ত ॥
আর এক শুন বোল　কুম্ভেতে গোবিন্দ দোল
　দরশনে সর্ব্বপাপ নাশে।
বিজ্ঞ বট কি না জান　দেখ হে থাকি কেমন
　কিছুকাল গৌণে যাবে বাসে ॥
পরম সুখদ মাস　শিশিরে যাতনা হ্রাস
　মন্দ মন্দ মলয় পবন।
যুবক যুবতী সঙ্গে　রঙ্গে নিশি রসরঙ্গে
　উভয়ত বিদেশে মরণ।
মীনে মীনকেতু পাপ　দ্বিগুণ জ্বালায় তাপ
　সহচর সখা সেই মধু।
তার দৈবে নাই লাজ　কলঙ্কী সে দ্বিজরাজ
　মৃত্যুরূপা পরভৃতবধূ ॥
কহে করি প্রণিপাত　শুন শুন প্রাণনাথ
　বসন্ত দুরন্ত মন্দকারী।
রাজা মূর্খ মূর্খ পাত্র　ধর্ম্ম জ্ঞান নাহি মাত্র
　বধ করে বিরহিণী নারী ॥
একাল বিলম্ব কর　পশ্চাতে যাইবা ঘর
　দাসীবাক্যে কান্ত হও শান্ত।
শ্রীকবিরঞ্জনে কহে　গমন বারণ নহে
　দেশে যাওয়া হইল নিতান্ত ॥

বিদ্যার শ্বশুরালয় গমনার্থ মাতৃ নিকটে বিদায় প্রার্থনা

কবিবর কহে বাণী　কহ যত ভাল জানি
　চিত্তে কিন্তু প্রবোধ না মানে।
শুন শুন কুরঙ্গাক্ষি　সত্য কহি প্রাণ সাক্ষী
　যাতনা যেমন সেই জানে ॥
কবি কহে প্রবোধিয়া　শুন শুন প্রাণপ্রিয়া
　মহাগুরু জনক জননী।
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা এহ　যা হতে দুর্ল্লভ দেহ
　বিনে মুক্ত উপযুক্ত ধ্বনি ॥
শ্রেষ্ঠ পুত্র হয় যেবা　করে পিতামাতা সেবা
　লয়কালে লয় গঙ্গাতীর।
সজ্ঞানে ত্যজিলে তনু　ধন্য মানে নিজ জনু
　গয়া শ্রাদ্ধে সার্থক শরীর ॥
মম সম দুষ্ট পুত্র　ধরণী মণ্ডলে কুত্র
　লোকভয় ধর্ম্মভয় নাই।
বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে　শোকে দেহ ত্যাগ করে
　কুবুদ্ধি কি লওয়াল গোঁসাই ॥
যদি ভাব যাব দূর　থাক নিজ পিতৃপুর
　কিছুকাল কর সুখ ভোগ।
হও তুমি পুত্রবতী　নিয়া যাব পরে সতী
　কিন্তু দুঃখ সংপ্রতি বিয়োগ ॥
হৃদয়েশ ক্লেশকথা　মরমে মরম ব্যথা
　অভিমানে উঠিল অমনি।
গোযুগে গলিত নীর　গজেন্দ্রগমন ধীর
　গতি যথা বৈসেছে জননী ॥

দুহিতা দুঃখিত দেখি রাণী বলে বাছা একি
মলিনবয়নে কেন নীর।
কার সনে কৈলা দ্বন্দ্ব কে কহিল কিবা মন্দ
কাটে বুক প্রাণ নহে স্থির॥
মায়ের মাথাটি খাও মাগো মুখ তুলে চাও
মনের কি দুঃখ নাহি জানি।
বিদ্যা বলে কিবা কব নিশ্চয় জামাতা তব
দেশে যান মাগি গো মেলানি॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি শ্রীকবিরঞ্জনবাণী
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধুপার হেতু অভয়চরণ সেতু
উমা আমা উদহ মানসে॥

রাজার প্রতি বিদ্যার প্রবোধ বচন

এ কথা কহিল যদি মুনিমনোহরা।
মহীপতি-মহিলা মূর্চ্ছিত পড়ে ধরা॥
চেতন পাইয়া কহে কহ চন্দ্রমুখি।
মাতৃহত্যাভয় বাছা নাহি এক টুকি॥
কেমনে এমন কথা কহ তুমি ঝিয়ে।
বিদেশে পাঠায়্যে তোমা অভাগী কি জীয়ে॥
দশ মাস গর্ভে বটে দিয়াছি গো ঠাঁই।
পাইয়াছি যত কষ্ট তার সীমা নাই॥
পালিলাম এতকাল নিত্য চিত্তসুখে।
এখনে ছাড়িতে চাহ ছাই দিয়া মুখে॥
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা নিষ্ঠুর।
শঙ্কা নাই তাই বিদ্যা যাবে এত দূর॥
হরি হরি কারে কব ললাটের লেখা।
জীবনে মরণে বুঝি আর নাহি দেখা॥
বিদ্যা বলে মাগো তুমি যে কহ প্রমাণ।
ধৈর্য্যাবলম্বন করে আছে যার জ্ঞান॥
কার পুত্র কার কন্যা কার মাতাপিতা।
সর্ব্ব মিথ্যা সত্য এক নগেন্দ্রদুহিতা॥
বিষম যাহার মায়া সংসারব্যাপিনী।
কৌতুক দেখেন কর্ম্মভোগ করে প্রাণি॥
বেদেতে বিদ্বান্ বেদব্যাস মহামুনি।
মায়াতে ভুলিলা তেঁহ শাস্ত্রে হেন শুনি॥
শুকদেব জন্মিলেন তাঁহার তনয়।
সুখদুঃখহীন তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়॥
ভূমিগত হবামাত্র স্বকর্মে প্রস্থান।
কের কের বল্যে মুনি পাছে পাছে যান॥

কত দূরে নারীচয় করে জল ক্রীড়া।
মগ্ন তারা শুক দেখি না করিল ব্রীড়া॥
কালগৌণে তথা উপস্থিত ব্যাস মুনি।
সলজ্জিতা কূলে উঠে যত সীমন্তিনী॥
কাঁপে গুরু উরু চারু বসন পরিল।
কৃতাঞ্জলি মুনীন্দ্র-নিকটে দাঁড়াইল॥
হাসিয়া কহেন মুনি এই কোন কর্ম।
বুঝিতে না পারি তোমা সবাকার মর্ম॥
যুবা পুত্র গেল মোর এই পথ দিয়া।
লজ্জা না পাইলা মনে সে জনে দেখিয়া॥
বৃদ্ধ আমি আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা।
বসনাদি পরিলা ধরিলা পূর্ব্ব সজ্জা॥
সবিনয় কহে তারা শুনহ গোঁসাই।
মহাযোগী শুকদেব বাহ্যজ্ঞান নাই॥
মায়াতে মোহিত তুমি মুনি মহাশয়।
তোমারে দেখিয়া মনে জন্মে লজ্জাভয়॥
সুতস্নেহে তুমি মুনি চলেছ পশ্চাৎ।
শুক নাহি ভাবেন ডাকেন পাছে তাত॥
লজ্জা পেয়ে মুনি চলি গেলা নিজপুরে।
প্রবোধ জন্মিল চিত্তে খেদ গেল দূরে॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিজ্ঞ মুনি তাঁর এত জ্বালা।
কি দোষ তোমার মাগো তুমি ত অবলা॥
নিবৃত্তি মার্গের কথা কহিলাম মাতা।
প্রবৃত্তি মার্গের সৃষ্টি সৃজিলা বিধাতা॥
পাছে নাহি বুঝে পরে করে অনুযোগ।
কন্যা পুত্র জন্মিলে কেবল কর্মভোগ॥
তুভ্যমহং সম্প্রদদে কহিলে বচন।
গোত্র ভিন্ন হয়ে পড়ে দৈবের ঘটন॥
পরপুত্র জননি গো হয় হর্ত্তাকর্ত্তা।
শাস্ত্রে কহে রমণীর মহাগুরু ভর্ত্তা॥
রাণী কহে চন্দ্রাননে তুমি রমাসমা।
বিশ্বকে বুঝাতে পার গুণ আছে ক্ষমা॥
কিছু কিছু বুঝি বটে এই শাস্ত্রনীত।
তথাচ বিদরে বুক মায়াতে মোহিত॥
জল শৈবালের প্রায় মন নহে স্থির।
ক্ষণেকে বিবেক ক্ষণে বিদরে শরীর॥
পুনরপি কহে বিদ্যা মন কর দড়।
শোকে সর্ব্বধর্ম্মলোপ শোক পাপ বড়॥
সজলনয়নে কহে যত সহচরী।
ছাড়িয়া মমতা তুমি যাবে কি সুন্দরি॥
কেন্দে কহে বিমলা কমলা ছেড়্যো যাও।
জন্মশোধ দেখি চাঁদমুখ তুল্যো চাও।

সঙ্গে যাবে যারা তারা সহর্ষ বদন।
যে না যাবে কত কব তাহার যতন ॥
রাজার নিকটে রাণী কহে সবিশেষ
দুহিতা জামাতা তব অন্ত যান দেশ ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলাল মাতা দেহ পদধূলি ॥

বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশে গমন

বীরসিংহ নৃপপ্রধান শুনিলা জামাতা-যান
হায় হায় রোদন বদনে।
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মহী খেদ করে রহি রহি
বিধাতার এই ছিল মনে ॥
হৃদয়ে পরম ব্যথা কহে কথা যাব কোথা
কার বিদ্যা কে লয়ে চলিল।
স্বপ্নরূপ কন্যাগুলা ভেঙ্গে গেল ধূলা খেলা
শোক শেল হৃদয়ে পশিল ॥
ক্ষণকাল মৌনে থেকে সুন্দর জামাতা ডেকে
স্তব করে বাক্য সকরুণে।
বাপা এই বৃদ্ধকাল ভাল তব ঠাকুরাল
বিহিত করহ নিজ গুণে ॥
দিলাম সকল রাজ্য চেষ্টা পাও রাজকার্য্য
আনাই তোমার মাতাপিতা। *
বেহাই বেহাই সুখে যাইব উত্তর মুখে
তুমি রাজা মহিষী দুহিতা ॥
শ্বশুরের সন্নিকটে কবিবর কহে বটে
স্বরূপ কহিলা মহারাজ।
কিন্তু একবার যাই দেখি বন্ধু বাপ ভাই
না যাওন ভাল নহে কায ॥
সত্য সত্য শুন শুন আগমন শীঘ্র পুনঃ
হবে তব রাজ্যে মহাশয়।
সংপ্রতি বিদায় মাগি আমা দোঁহাকার লাগি
বৃথা শোক করহ হৃদয় ॥
অপরাহ্নে তরুছায় অতি দূরতর যায়
সে যেমত ছাড়া নহে মূল।
তত্তম ভাব পাছে মানস তোমার কাছে
থাকিল গমন সেই ভুল ॥

দানে রাজা কর্ণ তুল্য দিলা দ্রব্য বহু মূল্য
ছত্র গজ রথ দাসদাসী।
হাজার সোয়ার সাথ চামরাই নিশিনাথ
আনন্দিত কবি গুণরাশি ॥
কন্যা কোলে করি রাণী কহিলা গদগদ বাণী
তুমি রাজলক্ষ্মী ছিলা মাতা।
ছাড়িয়া চলিলা দেশ বুঝি পরমায়ুঃ শেষ
ভূপতিকে বিমুখ বিধাতা ॥
পতিপ্রাণা শাস্ত্রে উক্ত তোমা বুঝিবার শক্তি
ভূমণ্ডলে আর কারু নাই।
কিন্তু ব্যবহার আছে তেঁই গো তোমার কাছে
গোটা দুই কথা বাছা কই ॥
পুরে গুরুলোক যত তাহা সবাকার মত
হবে রবে মানায়ে সেবায়।
দয়া পরিজন প্রতি যার থাকে গুণবতী
সেই সে গৃহিণীপদ পায় ॥
জনকজননী পদ ধরি কয়ে গদগদ
কহে বিদ্যা সজলনয়নে।
এই তুমি জন্মদাতা নিকটে বটেন মাতা
দুঃখিনীরে যেন থাকে মনে ॥
সুন্দর সুন্দর নাম দেবীপুত্র গুণধাম
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সুখে ॥
দশদণ্ড মাত্র দিবা দম্পতি স্মরিয়া শিবা
রথে উঠে চলে দেশমুখে ॥
গ্রামবাসি যত লোক সকলের মহাশোক
সর্ব্বচয় চিত্রিত পুত্তলী।
শোকে বুক নাহি বান্ধে রাজরাণী দোঁহে কান্দে
কলেবর ধূসরিত ধূলি ॥
দশ দিবসের পথ দশ দণ্ডে যায় রথ
ত্বরা করে গুণের গরিমা।
বিদ্যা কহে প্রভু ক্রোধ তাজ দেখি জন্ম শোধ
জনকের অধিকার সীমা ॥
এড়াইল দেশ নানা দূরে স্বাধিকার থানা
মনে মনে পরম কৌতুক।
ত্বরাতে নাহিক কায সারথিরে যুবরাজ
কহে রথ রাখ একটুক ॥
যন হেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধ মূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রাণম্না কালিকা কৃপাময়ী ॥
সেই বংশ সম্ভব পুরুষার্থ কত কব
ছিলা কত কত মহাশয়।

---

* জানক্রা ত বীরসিংহ হর্ষিত মন।
হরিষ বিষাদ মনে ডাকে পাত্রগণ ॥
পঞ্চ পাত্র সঙ্গে রাজা বুঝায় সুন্দরে। (বল. ১৫৫)

অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ি মরি কুরু দয়া॥

সে সময় যত সুখ কথায় কে কবে।
সহস্রবদন হয় কৈতে পারে তবে॥
দ্বিগুণ উথলে প্রেম নিরখিয়া বধু।
সঘনে চুম্বতি রাণী মুখরাকাবিধু॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দরকে আনয়নার্থ পিতামাতার প্রত্যুদ্গমন

অধিকারে উপনীত গুণসিন্ধুসুত।
শীঘ্রগতি নিজ পুরে পাঠাইলা দূত॥
দূতমুখে নরপতি শুনি শুভ ভাব।
মৃত যেন পুনরপি পায় জীবন্যাস॥
আনন্দের ওর নাহি বাহু তুলি নাচে।
অমনি উঠিয়া গেল মহিষীর কাছে॥
হাসি কহে কি কর কি কর ভাগ্যবতী।
পুত্রবধূ দেখ গিয়া উঠ শীঘ্রগতি॥
রাণী বলে প্রভু তুমি কি কহিলা কথা।
সুন্দর গুণের নিধি বাছা মোর কোথা॥
আর কি এমন দিন আমার হইবে।
চাঁদমুখে মা কথাটি সুন্দর কহিবে॥
পুরবাসি সহ রাজারাণী রথে উঠে।
বাল বৃদ্ধ যুবা লোক পাছে পাছে ছুটে॥
সৈন্য কোলাহল শব্দে কর্ণে লাগে তালী।
কাড়া সঙ্গে রঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ ঢালী॥
প্রথমতঃ সাজিল হাবেসি যোড়া যোড়া।
লস্করের আগে যায় নাচাইয়া ঘোড়া॥
ঘন ঘন ডঙ্কা শব্দ রিপু চমকিত।
উড়িছে পতাকা সিতাসিত রক্ত পীত॥
কটকের পদভরে কম্পিত মেদিনী।
হুকারে নকিব জয় করালবদনী॥
স্বগৃহে শয়নে সুখে ছিল মহাপাত্র।
উঠে ছুটে চলিল সংবাদ পাবামাত্র॥
পথ করে পরিষ্কার চিত্তে কুতুহলী।
দোধারি রোপিল চারু শ্রীরামকদলি॥
আম্রশাখাযুক্ত বারি পূর্ণ স্বর্ণঘট।
শীঘ্র করে স্থাপনা শ্রীগৃহসন্নিকট॥
পিতা মাতা দেখি কবি নামি ভূমিতলে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বস্ত্র দিয়া গলে॥
সন্তোষসাগরমধ্যে ভাসে রাজারাণী।
পুত্র কোলে করে দোঁহে প্রসারিয়া পাণি॥

বিদ্যাকে দর্শনার্থ পুরবাসি নারীগণের আগমন

মঙ্গলাচরণে কুলাচার যত ছিল।
পুত্রবধূ নিয়া নিজ গৃহে প্রবেশিল॥
গুণসিন্ধু দয়াসিন্ধু কল্পতরুরূপ।
রতনভাণ্ডার বিতরণ করে ভূপ॥
ভাঙ্গিল নগর কেহ ঘরে নাহি রহে।
পরস্পর সকলে সকল বার্ত্তা কহে॥
উপনীত ক্রমে ক্রমে দ্বিজপত্নীগণ।
জনে জনে দিলা রাণী রত্নসিংহাসন॥
আসন থাকুক আগে এসে শুন রাণী।
বধূ তব কেমন দেখাও দেখি আনি॥
কুতুহলী পদধূলি শিরে বান্ধে সতী।
সকলে কহেন বাছা হও পুত্রবতী॥
করে ধরে টেন্যে নিয়া বসায় নিকটে।
হাসি হাসি কহে ধরভরা বউ বটে॥
কোন রামা বলে বুঝি পাঁচ মাস পেট।
মরমে লজ্জিতা ধনী মাথা করে হেঁট॥
মুখ ফোড়া মেয়ে বলে হেদে কি জঞ্জাল।
আইবড় বাপ ঘরে ছিল এত কাল॥
বয়োধিকা কেহ কহে ব্রাহ্মণ বণিতা।
এ মেয়ে সামান্যা নহে পরম পণ্ডিতা॥
পণ ছিল শাস্ত্রে যেবা করে পরাভব।
তারে দিবে বালা মালা সেই হবে ধব॥
নিরখিয়া নববধূ দ্বিজবধূচয়।
সকলে সদনে গেলা সদয়হৃদয়॥
জগদীশ্বরীকে কৃপা কর মহামায়া।
মমাত্মজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
যে গাওয়ায় যেবা গায় তাহার মঙ্গল।
নায়ক সহিতে শিবা করহ কুশল॥
বজ্ঞা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥

প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

সুন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক এবং বিদ্যার পুত্রোৎপত্তি

নৃপ শুভক্ষণে রত্নসিংহাসনে
পুত্রে করে অভিষেক।
ধরে ছত্রদণ্ড সুখী রাজ্যখণ্ড
সমস্ত প্রজা যতেক ॥
রামেতে মহিষী পরম রূপসী
গৌড়াধিকারিদুহিতা।
মনে বাসি হেন রামচন্দ্র যেন
সঙ্গে শশিমুখী সীতা ॥
কবিরাজ রাজা পুত্রসম প্রজা
পালয়ে পূর্ণাভিলাষ।
ভূপ জরাগ্রস্ত দারা সহ ত্রস্ত
কৈলা বারাণসিবাস ॥
বিদ্যাবতী সতী প্রসবে সন্ততি
মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
অভেদ সুন্দর রূপ মনোহর
যেমত শরদশশী ॥
নিজ দেহছবি নিরখিয়া কবি
তনয়ে তনু নেহালে।
মন্দ মন্দ হাসে এই মনে বাসে
যেন দীপে দীপ জলে ॥
করে বিতরণ রতন বসন
কুঞ্জর ঘোটক ধেনু।
মহা কুতূহলী শিরে দিল তুলি
লক্ষ দ্বিজ পদরেণু ॥
জাতদিনাবধি কুলাচার বিধি
করে কবি গুণধাম।
ষষ্ঠ মাসে মুখে অন্ন দিল সুখে
পঞ্চমাস্তে রাখে নাম ॥ *

* পূজা নিঞা ভদ্রকালী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
সুন্দরের রাজা কৈল অনেক সম্মান ॥
পঞ্চ শত ঘোড়া দিল হেমথালা ঝাড়ি।
দুই শত দাসী দিল পরম সুন্দরী ॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে ফুকরে কাহাল।
হরষিত রাজ্যখণ্ড আছে মহাপাল ॥
দশ মাস দশ দিন সম্পূর্ণ হইল।
শুভক্ষণে বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিল ॥ (বল. ১৪৭

পঞ্চম বৎসরে কর্ণবেধ করে
বিদ্যারম্ভ শুভ দিনে।
সপ্ত দিন মাত্র লেখে তালপত্র
পঞ্চাশত বর্ণ চিনে ॥
বালক স্বরায় ব্যাকরণ সায়
ভট্টি অভিধান গণ।
রঘুকুমারাদি সাঙ্গ হল যদি
অলঙ্কারে দিল মন ॥
কৃপান্বিতা চণ্ডী পাঠ করে দণ্ডী
তদনু কাব্যপ্রকাশে।
ন্যায়শাস্ত্রে ঘুণ কত কব গুণ
কবি চিত্তে মহোল্লাসে ॥
জ্যোতিষ পিঙ্গল সাঙ্খ্য পাতঞ্জল
মীমাংসা বেদান্ত তন্ত্র।
কোন ক্ষোভ নাই জননীর ঠাঁই
নিল একাক্ষরী মন্ত্র ॥
যেমন জনক তেমন বালক
উভয়ত মহাকবি।
কালীপদতলে শ্রীপ্রসাদে বলে
তাবে ত্রাণ কর দেবি ॥

সুন্দরের দক্ষিণকালিকা মূর্ত্তি সংস্থাপন এবং শব সাধনোদ্‌যোগ

ক্রমে ক্রমে বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ।
জনকজননীচিত্তে জন্মে মহাহর্ষ ॥
বিবাহ দিলেন কুলে তুল্য রাজকন্যা।
রূপবতী গুণবতী ধরাতলে ধন্যা ॥
কত কাল গৌণে মনে জন্মিল ভাবনা।
পুরি মধ্যে থাকে ইষ্টদেবতা স্থাপনা ॥
গাঁথিল দেউল উচ্চ স্পর্শে বিষ্ণুপদ।
চতুর্দ্দিগে পুষ্পোদ্যান সন্নিকটে হ্রদ ॥
পাষাণে নির্ম্মাণ কৈল কালিকা দক্ষিণা।
শবারূঢ়া মুক্তকেশী বসনবিহীনা ॥
মুণ্ডমালাবিভূষণা খড়্গামুণ্ডধরা।
মায়ে বরাভয় ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা ॥
অসংখ্য মহিষ মেষ ছাগ নানা বলি।
কনকচম্পকে দিল চরণে অঞ্জলি ॥
উপহার দ্রব্যভার সীমা কব কত।
স্তূপ স্তুপ পর্ব্বত প্রমাণে শ্রদ্ধামত ॥

৫৬ তথাপিও কদাচ প্রসন্ন নহে চিত্ত।
শব সাধনার্থে খেদ করে নিত্য নিত্য॥
প্রযত্নে সংগতি করে চণ্ডালের শব।
সাধকেন্দ্র সুন্দর সাহস অসম্ভব॥
ভৌমবারযুতা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি।
শ্মশানে চলিলা সঙ্গে মহিষী রূপসী॥
বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত।
গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হবে ব্যস্ত॥
জ্ঞাত নাহি বল্যে কেহ না করিবা হেলা।
বিষম বিষয় কালসর্প নিয়া খেলা॥
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই।
তজ্জীতে সংক্ষেপে কিছু কিছু কয়্যে যাই॥
অকর্ত্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে।
আগমজ্ঞ কেহ কোন দোষ নাহি লবে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপাময়ই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

শবসাধন

পূর্ব্ব উক্ত স্থানে গেল কবি শীঘ্রগতি
সামান্যার্ঘ্য সুবিধান করে মহামতি॥
যাগভূমি প্রদক্ষিণ পাঠ করে মন্ত্র।
সুন্দর সুধীর জ্ঞাত যাবতীয় যন্ত্র॥
গুরুদেব গণপতি বটুক যোগিনী।
পূর্ব্বাদিক ক্রমে পূজে কবিশিরোমণি॥
বীরার্দ্দন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে।
যে চাত্র বচন কহে মহা কুতূহলে॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া করে প্রণিপাত।
পূর্ব্ব উক্ত ক্রমে বলি দিল নরনাথ॥
অঘোর মন্ত্রেতে শিখা বান্ধে ততক্ষণ
সুদর্শন মন্ত্র করে হৃদয়ে রক্ষণ॥
ভূতশুদ্ধিন্যাস সারে ত্বরায় ত্বরায়।
জয়দুর্গা মন্ত্রে দিক্ষু সর্ষপ ছড়ায়॥
তিলোৎসাতি মন্ত্রে তিল ফেলে সেই রূপ।
তদন্তরে শবের নিকটে গেল ভূপ॥
শবের লক্ষণ কহি শুন ধীরজন।
আছে যে প্রকার তন্ত্রসারের বচন॥
শূলে খড়্গো বজ্রে সর্পাঘাতে কি কুমন্ত্রে।
যষ্টি বিদ্ধ জলে মৃত গ্রাহ্য উক্ত তন্ত্রে॥
কিন্তু যে সে ঘায় মরে না লবে সে শব।
বলেছেন গোবিপ্র স্ত্রীরূপা গ্রাহ্য ভব॥

সম্মুখ সংগ্রাম মধ্যে নষ্ট যে শরীর।
সে শব প্রশস্ত লবে হবে যেবা বীর
সর্ব্বদা না লবে ভাই শব পর্য্যুষিত।
শাস্ত্রমত কর্ম্ম করে সে জন পণ্ডিত॥
মূলমন্ত্র পাঠ করে পূজাস্থানে নিল।
উক্ত মন্ত্রে সুকৌতুকে জলবিন্দু দিল
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া পুনশ্চ প্রণাম।
বিবেশেতি মন্ত্র পাঠ করে গুণধাম॥
ক্ষালন প্রশস্ত শব সুবাসিত জলে।
নব বস্ত্রে পরিষ্কার কৈল কুতূহলে॥
ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গ্রন্থের বচন।
সেই মত চন্দনাদি করিল লেপন॥
রক্ত আভা হয় যদি চন্দন লেপিতে।
শবে করে ভক্ষণ সাধকে আচম্বিতে॥
নিজ করে যত্নে ধরে শবকটিদেশ।
পূজা স্থানে নিল মহাসুবুদ্ধি নরেশ॥
অতঃপরে কুশশয্যা করে গুণনিধি।
পূর্ব্ব শির রাখে শব আছে যেবা বিধি॥
এলাইচ লবঙ্গ কর্পূর জায়ফল।
তাম্বুলাদি শবমুখে দিলেক সকল॥
পুনরপি সেই সব করে অধোমুখ।
তৎপৃষ্ঠে চন্দনে লিখে চিত্তে মহাসুখ॥
বাহুমূল কটিদেশ পরিমাণ তার।
চতুরস্র মধ্যে পদ্ম তাহে চতুর্দ্বার॥
দলাষ্টক সমন্বিত মধ্যে পৃষ্ঠে মন্ত্র।
লিখে কবি তন্ত্রমত জ্ঞাত মন্ত্র যন্ত্র॥
নিবেদন যাবতীয় পণ্ডিত নিকটে।
ভিন্ন তন্ত্রে কিন্তু এই কথা ব্যক্ত বটে॥
উপদ্রব যদ্যপি জন্মায় যত্ন করে।
নিষ্ঠীবন দিবে শবে কটিদেশ ধরে॥
তদুপরি রক্তকম্বলাদি দিব্যাসন।
শীঘ্র গতি করে পুনরপি প্রক্ষালন॥
যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ।
দশদিক্ষু পূর্ব্বমত রাখে স্থানে স্থান॥
ইন্দ্রাদি দেবতা পূজে স্বামি সম্বোধনে
বিঘ্ন নিবারণ করে মহা সাবধানে॥
চতুঃষষ্টি ডাকিনী যোগিনীগণ যত।
সবাকার পূজা কৈল ভাক্তযুক্তনত॥
মূলমন্ত্রে শবানন পূজে মহাকবি।
ঘোটকারোহণ ক্রমে বৈসে যেন রবি॥
স্বকীয় চরণতলে দিল কুশাসন।
শব কেশ ধর্য্যে করে ঝুটিকাবন্ধন॥

শুরুদেব গণপতি দেবীকে প্রণাম।
ষড়ঙ্গন্যাসাদি মত কৈল প্রাণায়াম॥
ক্ষেপ করে দশ দিক্ লোষ্ট্র বিসর্জ্জনে।
তদন্তে সঙ্কল্প কৈল উল্লসিত মনে॥
অর্ঘ্যাদি স্থাপন করে শবমুটিকায়।
আসন পুজিয়া পীঠ পূজা কৈল তায়॥
তদন্তরে পূজে দেবী সুখে শক্তিরূপ।
শব মুখে কৌতুকে তর্পণ কৈল ভূপ॥
ততঃ শব তুলিলে সম্মুখে দাঁড়াইয়া।
বসোমে ভারতি মন্ত্র পড়ে হৃষ্ট হৈয়া॥
পট্টসূত্রে বান্ধে কবি যুগল চরণ।
শবপদতলে যন্ত্র লিখিল ত্রিকোণ॥
শবকর যুগ্মপার্শ্ব প্রযত্নে প্রসার্য্য।
তদুপরি কুশাসন রাখে যাহে কার্য্য॥
তদুপরি নিজ পদ নৃপতি নিধায়।
পুনঃ প্রাণায়াম করে ভক্তিযুক্ত কায়॥
শিব শিবা শুরু ভাবে হৃদিমধ্যে দেবী।
মহাশঙ্খমালা জপ করে মহাকবি॥
করে আসি রূপসী মহিষী প্রেমময়ী।
কিছু দূর থাকি কহে মা ভৈঃ মা ভৈঃ॥
কহেন করুণাময়ী থাকি বিমানেতে।
দোঁহে মে কুঞ্জর বলি আশু ধরাপতে॥
দৈববাণী শুনি কহে কবি শিরোমণি।
অদ্য নহে দিনান্তরে দাস্যামি জননি॥
মহামায়া মহাতুষ্টা মহাকবি প্রতি।
বরং বৃণু বরং বৃণু সঘনে ভারতী॥
নলিননয়নে নীর নিরখিয়া ইষ্ট।
প্রেমে পুলকিত প্রাণ পূর্ণ মনোভীষ্ট॥
ধরে ধরাধরপুত্রি পদ কবিবর।
ধরাতলে ধরাপতি ধূলায় ধূসর॥
সুন্দর সুস্বরে কহে সুধাধিক উক্তি।
দর্শনে তোমার মাগো চতুর্ব্বিধ মুক্তি॥
নাহি চাহি কুঞ্জরালী বাজিরাজি রাজ্য।
জায়াপত্য দাসদাসী বাসি কিবা কার্য্য॥
মনো মম হংস পাদপদ্মে বিহরতু।
অঙ্গীকার কৈলা মাতা তথাস্তু তথাস্তু॥
কলিকাল বিষম শুনহ শুদ্ধমতি।
সবেমাত্র ত্বরা এক বর্ণ ভবিষ্যতি॥
ব্রাহ্মণে করিবে বেদবহিষ্কৃত কর্ম্ম।
অধর্ম্মণ্য রাজা হবে রাজ্য শূন্যধর্ম্ম॥
অষ্ট বর্ষে রমণীর জন্মিবে অপত্য।
মিথ্যা কথা বিনে লোক নাহি কবে সত্য॥
অবলা চঞ্চলা চলা মন্দ ফলা হবে।
ভ্রমে কেহ ঈশ্বরের নাম নাহি লবে॥
কলির চরিত্র সব কহিলাম এই।
শীঘ্র মৃত্যু হয় যার পুণ্যধাম সেই॥
সাবধানে শুন পুত্র সর্ব্ব কথা কহি।
শাপভ্রষ্ট তোমা দোঁহাকার জন্ম মহী॥
বিদ্যাবতী হারাবতী তুমি মালাধর।
মম পূজা প্রকাশার্থে হইয়াছে নর॥
শাপান্ত নিতান্ত পুত্র পূর্ণ বটে কাল।
পুনরপি স্বস্থানে করহ ঠাকুরাল॥
এত কহি কৈলাসশিখরে গেলা দেবী।
মনে মনে আপনাকে শ্লাঘ্য মনে কবি॥
লভিল উত্তমা সিদ্ধি ধরণীভূষণ।
পুরমধ্যে তিন দিন রহে সঙ্গোপন॥
সেই তিন দিবসেতে আছে কত জ্বালা
সঙ্গীত শ্রবণে সাধকেন্দ্র হয় কালা॥
নৃত্য নিরীক্ষণে নেত্র নষ্ট এ কৌতুক।
যদি কিছু বাক্য কহে তবে হয় মূক॥
দেবতা থাকেন তার দেহে এক পক্ষ।
অকর্ত্তব্য বিপ্রনিন্দা হবেক সপক্ষ॥
এই শব সাধনে শিবত্ব পায় নর।
ঈশ্বরীকে কহিলেন আপনি ঈশ্বর॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা হও কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

পুত্র পদ্মনাভকে রাজ্য দিয়া বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গারোহণ

চতুর্থ দিবসে কবি সিংহাসনে ধীর।
বিরাজিত তেজোময় যেমত মিহির॥
কুলপুরোহিত ডাকে মহাহর্ষযুক্ত।
নিজ রাজ্যে নিজ পুত্রে করে অভিষিক্ত॥
বিরলে বালক প্রতি কহে রাজনীত।
শিশু কিন্তু সর্ব্ব কার্য্যে বড়ই পণ্ডিত॥
আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তেকারণে কহি।
এইরূপে পালন করহ সুখে মহী॥
পরস্ত্রী জননী তুল্যা থাকে যেন মনে।
কদাচ না লোভ যেন হয় পর ধনে॥
একান্ত বিহিত নহে মানি-মান-ভঙ্গ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তবে যাবে নীচসঙ্গ॥

নিরন্তর থাকা ভাল রিপু সঙ্গে শৌর্য্য।
সম্পদে বিনয়ী হবে বিপদেতে ধৈর্য্য॥
ব্রাহ্মণ যামকী তনু ঈশ্বরাজ্ঞা বটে।
সাবধানে রবে ধরামর সন্নিকটে॥
ভবানী শঙ্কর বিষ্ণু এক ব্রহ্ম তিন।
ভেদ করে সেই মূঢ় জন প্রজ্ঞাহীন॥
গুরুমন্ত্র ইষ্টদেব পরমায়ু ধর্ম্ম।
ব্যক্ত করা মত নহে এ সকল কর্ম্ম॥
গুরু আজ্ঞা বিনা শিক্ষাগুরু করে যে।
গুরু ত্যাগে যে পাপ সে পাপ লভে সে॥
অবচ্ছেদাবচ্ছেদে যে যায় যথা তথা।
সেই মন্ত্রে কদাচ না কবে গুহ্য কথা॥
পদ্মনাভ কহে এ কথায় কিবা লাভ।
বুঝিতে না পারি মহাশয় তব ভাব॥
পুনরপি কবিবর সবিশেষ কহে।
শুনি শিশু শোকে বুকে অশ্রুধারা বহে॥
পর্ব্বতের আড়ে পিতা আছি এত কাল।
এত শীঘ্র ছাড়ি যাবা একি ঠাকুরাল॥
এককালে পিতা মাতা বিয়োগ যাহার।
পৃথিবীতে জীয়া সুখ কি ছার তাহার॥
পুনঃ কহে সুন্দর নৃপতি বিচক্ষণ।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা নিতান্ত মরণ॥
কার মাতা কার পিতা কার অধিকার।
বেদিয়ার বাজি প্রায় অনিত্য সংসার॥
মানধাতা প্রভৃতি যতো ত্যজিয়াছে দেহ।
ভূমণ্ডলে পুত্র চিরজীবি নহে কেহ॥
কালক্রমে কহ কে কালের নহে বশ।
জ্ঞানী তুমি খেদ কর এত বড় রস॥
কালী পদ সার কর জপ কালী নাম।
পরলোকে গমন না হবে যমধাম॥
কত মত কহে পুরাণের কথা নানা।
বহু যত্নে করে কবি তনয়ে সান্ত্বনা॥
পদ্মনাভ বিস্তার হইল যে যে কথা।
কহা নাহি যায় তাহা মর্ম্মে লাগে ব্যথা॥
সেই দিন রহে রাজারাণী উপবাসী।
প্রাতঃস্নান করে গুণবতী গুণরাশি॥
দেবীপুর মধ্যে চারু বিল্ববৃক্ষতলে।
যোগাসনে দোঁহে তথা বৈসে কুতুহলে॥
হৃদাহ্লাদে দক্ষিণকালিকা করে ধ্যান।
যোগবলে একালে দোঁহে ত্যজে প্রাণ॥
ধরে অপরূপ পূর্ব্বরূপ কলেবর।
আছিল যেমন হারাবতী মালাধর॥

ভক্ত সঙ্গে রঙ্গে মাতা চলিলা বিমানে।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত শিবসন্নিধানে॥
রত্নসিংহাসন মাঝে পার্ব্বতী শঙ্কর।
মালাধর হারাবতী ঢুলায় চামর॥
জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী।
যার পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম।
আমাকে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥
সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাগো দেহ পদধূলি॥

ইতি জাগরণ পালা সমাপ্ত

অষ্ট মঙ্গলা

নমো বিশ্ববিভাবিনী দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী
জনমিলা পর্ব্বতেশঘরে।
কার্ত্তিকের জন্মহেতু ভস্মরাশি মীনকেতু
তদবধি অনঙ্গাখ্যা ধরে॥
দুরন্ত মহিষাসুর তার দর্প কৈলা চুর
লীলায় হইলা দশভুজা।
মহিষমর্দ্দিনী নাম সেতুবন্ধে প্রভু রাম
প্রকাশিলা শারদীয়া পূজা॥
শুম্ভনিশুম্ভের গর্ব্ব সম্মুখ সমরে খর্ব্ব
শক্তি লভে সুরথ সমাধি।
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা জন্মজরা মৃত্যুহরা
তব তত্ত্ব না জানেন বিধি॥
বিধি হরি ত্রিলোচনে মহাকালী দরশনে
গতমাত্র প্রথমত মায়া।
শেষ জন্মে কৃপালেশ গত যাবতীয় ক্লেশ
দিলা পদসরসিজ ছায়া॥

নৃপতি বিক্রমাদিত্য   তোমা পূজে নিত্য নিত্য
    লভিল রমণী ভানুমতী।
তুমি আদ্যাশক্তি শিবা   মূঢ়মতি জানি কিবা
    কৃপাময়ী অগতির গতি।
মালাধর হারাবতী   পাপে জন্ম বসুমতী
    ব্রতকথা জগতে প্রচার।
কালক্রমে ত্যজি প্রাণ   পুনরপি পরিত্রাণ
    কেবা বুঝে চরিত্র তোমার।
যন:হেতু মহাকুল   পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
    কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত   শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
    প্রসন্না কালিকা কৃপামই।
সেই বংশ সমুদ্ভব   পুরুষার্থ কত কব
    ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর   জন্মিলেন রামেশ্বর
    দেবীপুত্র সরলহৃদয়।
তদঙ্গজ রামরাম   মহাকবি গুণধাম
    সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজে এ প্রসাদে   কহে কালিকার পদে
    কৃপাময়ী যদি কুরু দয়া।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

সাধক রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ সর্বত্র 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' নামেই প্রসিদ্ধ। এই রামপ্রসাদের উপাধি ছিল 'কবিরঞ্জন' এবং ইহা তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ উভয়েই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন; উভয়েই মহারাজের অনুরোধে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন। এই কবিদ্বয়ের মধ্যে কে সর্বপ্রথম 'বিদ্যাসুন্দর' লিখিয়াছিলেন, সেই লইয়া সাহিত্য-জগতে বাগ্‌বিতণ্ডার অভাব নাই। আমাদের ধারণা সাধক রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র ও কবি রাধাকান্তের পর বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, বর্ণনা বা বিষয়বস্তুর অবতারণায় ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে বিশেষ সাদৃশ্য যেমন আছে, তেমন বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। আমাদের 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থের ভূমিকায় এই বিষয় লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করা হইল। [সঃ প্রফুল্ল পাল]

শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তন

ভবজলধি-নিমগ্ন-রুগ্ন-জনগণ-বিমোচন-করণ-
কারণ ভুবন-পালিকা কালিকার
গোষ্ঠাদি লীলা বর্ণন

বন্দে শ্রীগুরুদেবকি চরণম্।
অন্ধ পুট খোলে ধ্বন্ধ সব হরণম্॥
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধকি নয়নম্।
বল্লভ নাম শুনায়ত কারণম্॥
কেবল করুণাময় গুরু ভবসিন্ধুতারণম্।
তপন-তনয়-ভয়-বারণ-কারণম্॥
সুচারু চরণদ্বয় হৃদে করি ধারণম্।
প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মরণম্॥

মায়ের বাল্যলীলা

গৌরচন্দ্রী।

গিরিবর আর আমি পারিনে হে
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তনপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে।
আয় আয় মা মা বলি ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথা রে॥
আমি কহিলাম তায় চাঁদ কি রে ধরা যায়
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।
উঠে ব'সে গিরিবর করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে॥
সানন্দে কহিছে হাসি ধর মা এই লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহাসুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয় কত পুণ্যপুঞ্জচয়
জগৎ-জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা সুনিদ্রিতা জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে॥
প্রভাতসময় জানি হিমগিরি রাজরাণী
উমার মন্দিরে উপনীত।
মঙ্গল আরতি করি চেতনা জন্মায় রাণী
প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত॥
বারে বারে ডাকে রাণী,
জননী জাগৃহি জাগৃহি জাগৃহি
আগত ভানু রজনী চলি যায়।
পুলকিত কোকবধূ শোক নিভায়॥
উঠ উঠ প্রাণগৌরি এই নিকটে দাঁড়ায়ে গিরি
উঠ গো এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি নহি॥
সুতমাগধবন্দী কৃতাঞ্জলি কথয়তি
নিদ্রাং জহীহি জহীহি জহীহি।
গাত্র উত্থানং কুরু করুণাময়ি।
সকরুণদৃষ্টিং ময়ি—দেহি দেহি দেহি।
চল গো মন্দাকিনী-জলে শিবপূজা বিল্বদলে
মাই শুন ওলো মাইকি ভাব।
তখন গৌরীর কনকমুখে মৃদু মৃদু হাস।
মা ডাকিছে রে।

কোকিল-কলরুত শীতল মারুত
হতরুচি সম্প্রতি ভাতি শিখী।
নায়ক মলিন বিলোকনে কুমুদিনী
কম্পিতবিগ্রহা মলিনমুখী॥
কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন দীন দীনদয়াময়ি দুর্গে
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি।

ভীমভবার্ণবময়ূ তারয় কৃপাবলোকনে
মাং পাহি মাং পাহি মাং পাহি ॥

——

মায়ের বাল্যলীলা দর্শনে গিরিরাজ ও গিরিরাণীর বিমোহিত হওন

তখন রত্নসিংহাসনে গৌরী নিকটে মেনকা গিরি
অনিমিষে শ্রীঅঙ্গ নেহারে।
রাণী বলে পুণ্যতরুফল সেই মন্দিরে প্রকাশ এই
দোঁহে ভাসে আনন্দ-সাগরে ॥
প্রভাতে শ্রীঅঙ্গ নেহারই রাণী।
দলিত কদম্ব পুলকে তনু সুললিত-লোচন সজল
হরল মুখে বাণী ॥
যৈছন অধর সবহু রমণী মুখমণ্ডল
জয় জয় কিয়ে প্রতিবিম্ব অনুমানি।
কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্রকি মাল বিলম্বিত ঝলমল
কো বিধি দেওল আনি ॥
হিমকর বদন বদন মুকুতাবলি
করতল কিসলয় কমলপাণি।
রাজিত তহি কনকমণিভূষণ,
দিনকরধাম চরণতলখানি ॥
ভব কমলজ শুক নারদ মুনিবর যো যাই
ধ্যান অগোচর জানি।
দাস প্রসাদ বলে সেই ব্রহ্মময়ী
জগজন মন বিবচকর তহিঁ পাণি ॥

——

মায়ের পুষ্পচয়ন ও শিবপূজা

পূজে বাঞ্ছা বৃষকেতু পুষ্পচয়ন হেতু
উপনীত কুসুম-কাননে গো—
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডমাতা।
নানা ফুল তুলি চিত্তে কুতূহলী
গমন কুঞ্জরগমনে ॥
করুণাময়ী সঙ্গে সহচরী প্রেমানন্দে গৌরী
স্নান মন্দাকিনী-জলে।
হেরিব তোমার যে কপালে চাঁদের আলো
সে কপালে বিভূতি কি সাজে ভালো।
অঙ্গে কৌষেয়-বসন সাজে,
দেখ আমার বুকে যেন শেল বাজে,
অন্তরে পূজেন শঙ্কর করবী-বিল্বদলে ॥

করুণাময়ীর ঘন ঘন গালবাদ্য

গালবাদ্য ঘন সজললোচন
প্রণমি যেমন বিধি।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রসীদ শঙ্কর বেদবিদাম্বর
কৃপাময় গুণনিধি ॥
করুণাকর দেবদেব শঙ্কর।
ও প্রভু করুণাকটাক্ষ কর দেব শঙ্কর
সেই ব্রহ্মময়ীর এত ক্লেশ।
শ্রম বিনা কে করে কটাক্ষলেশ ॥

মায়ের ব্রত-অনশনে মেনকার স্নেহপ্রকাশ

ব্রত অনশন স্বস্তিক আসন
মানসে শঙ্কর ধ্যান।
দিনকর-করে শ্রমবারি ঝরে
মলিন সে চাঁদবয়ান ॥
কবি রামপ্রসাদের বাণী কান্দে মেনকা রাণী
কি কর কি কর মা এটা।
এ নব বয়সে কুমারী এ দেশে
এমন কঠোর করে কেটা ॥
গৌরীর আমার ননীর পুতুলী তনু
উপরে প্রচণ্ড ভানু,
কিরণে উনয় নবনীত।
মরি মরি সুকুমারী নবীন কিশোরী গৌরী
বাছা কেন কর গো মা এমন অনীত ॥
স্বর্গ যদি মনে লয় পিতা তব হিমালয়
হিমালয় আলয় সবার।
কিংবা বাঞ্ছ হৃদে ঈশ তার লাগি এত ক্লেশ
রতনে যতন করে কার ॥
কণ্ঠেতে রুদ্রাক্ষমালা,
কার মা হয়েছ ভৈরবী বালা,
তুমি যারে চিন্ত রাত্রিদিবা,
সেই নির্গুণের গুণ কিবা,
তার চিন্তায় পাপপুণ্য সে কেবল মহা শূন্য
যারে পূজে বিল্বদলে।
শুনেছি গো মা সে তোমার পদতলে ॥
একাসনে অনাহার আরাধনা কর কার
এ কঠোর তপে কিবা ফল।
মরমে পরম ব্যথা, মা রাখ মায়ের কথা
ছাড় এ কঠোর গৃহে চল ॥

তনয় মৈনাক ছিল, সিন্ধুজলে সে ডুবিল
সেই শোক যখন উঠে মনে।
প্রাণ আমার জলে যেমন, তা প্রাণ জানে॥
সে শোকে ভুলেছি বাছা তোর মুখ চেয়ে।
রামপ্রসাদ বলে, ভিতে রাণী আঁখির জলে,
এ কি কর মায়ের মাথা খেয়ে॥

মেনকা গৌরীকে গৃহে আনিতে কহিতেছেন।

দয়াময়ি আইস আইস ঘরে।
তোমার ও চাঁদ বয়ান, নিরখিয়ে প্রাণ
কেমনে কেমন কেমন করে॥
দুটি আঁখি পুত্তলি গো আমার বাছা,
আমার হৃদয়ের সে প্রাণ।
প্রেমানন্দ-সিন্ধু তার পূর্ণ ইন্দু
মন গজেন্দ্র আলান॥
এ মন তোমাতে রয়েছে বান্ধা
ত্রিভুবন সারা পরা গো বন্ধ্যা।
কি পুণ্য করেছি উদরে ধরেছি
ত্রিগুণধারিণী কন্যা॥
যদি কন্যা ভাবে দয়া গো তবে বাছা
এই কথা রাখ মার!
গিরিরাজ-কুমারী ভৈরবীর বেশ ছাড়ি
ব্রহ্মচারিণীর আচার॥
কবি রামপ্রসাদ দাস গো ভাবে জননী
মা কত কাচ গো কাচ।
তুমি পিতা মহেশমাতা পিতার প্রসবস্থলী মাতা
মহেশঘরে আছ।

ভগবতীর গৃহে আগমন।

কোন্ জন বুঝে মায়া বিশ্বমোহিনীর।
জগদম্বা মন্দির চলিলেন কর ধরি জননীর॥
নিরখি জননী মুখ মৃদু মৃদু হাসে।
ধরণী-ধরেন্দ্র-রাণী প্রেমানন্দে ভাসে॥
তুরিয়া চৈতন্যরূপা বেদের অতীতা।
মা বিদ্যা অবিদ্যা রাণী ভাবে সে দুহিতা॥
অঙ্গনে বৈঠল রাণী ব্রহ্মময়ী কোলে।
আনন্দে আনন্দময়ী হাসি হাসি দোলে॥

নিরখি নিরখি বদন-ইন্দু।
পুলকে উথলে প্রেমসিন্ধু॥
ছল ছল ছল নয়ন।
লোলচন্দ্রবদনে চুম্বন॥
মধুর মধুর বিনয়-বাণী।
গদ গদ গদ কহত রাণী।
কোটি জনম পুণ্যজন্যা।
কোলে কমললোচনা॥
দর দর দর ঝরত লো চর চর চর তনু বিভোর,
কবহু কবহু করত কোর ঘোর ঘোর দেলনা।
রাণী বদন হেরি হেরি হসিত বদন বেরি বেরি,
চোরি চোরি থোরি থোরি মন্দ মন্দ বোলনা॥
ঝুমুর ঝুমুর ঘুমুর নাদ কিঙ্কিণী রব উভয় বাদ,
পদতলে স্থলকমলনিন্দি, নখ হিমকর-গঞ্জনা।
কলিত ললিত মুকুতাহার, মেরুবিকচহিম-করাকর
বিবুধ তটিনী বিধদনীর ছলে তনু রঞ্জন॥
কষিত কনক বিমল কান্তি, মনহি তাপ করত শান্তি,
তনু তিরপিত নয়ন সুখ,
কল্মষনিকরভঞ্জনা॥
ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস, সতত কাতর করুণাভাষ,
বারয় রবিতনয়শঙ্কা মদনমথন-অঙ্গনা॥
রাণী বলে ওগো জয়া, ভাল কথা মনে গো হইল,
জয়া বলে পুণ্যবতি,
কি কথা তোমার মনে গো হইল॥
রাণী বলে, আমি কব কারে ভেবেছিলাম,
আরবার আমি ভুলে গেলাম,
এখন উমার অঙ্গ চেয়ে মনে গো হইল॥
রাণী বলে নিজঅঙ্গ-প্রতিবিম্ব হেরি উমার গায়॥
পুন হেরি উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে শোভা পায়
এ কথা বুঝাব আমি কারে।
তোমরা এমন কোথাও শুনেছ গো।
আপন অঙ্গে যখন পড়ে গো আঁখি,
উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে গো দেখি,
কি গুণে এ গুণ জন্মিল অঙ্গে॥
ওগো পাষাণ প্রকৃতি আমার নাহি কোন
গুণ গো।
কাঞ্চন-দর্পণ উমার অঙ্গ বটে,
প্রতিবিম্ব দেখা যায় দাঁড়ালে নিকটে,
সকলের প্রতিবিম্ব দর্পণেতে লয়,
দর্পণের যে গুণ গো, তা জেনে কেমনে রয়॥
স্ফটিকে গ্রহণ করে জবাপুষ্প আভা।
স্ফটিকের শুভ্রতা কেমনে লবে জবা॥

হাসিয়া বিজয়া বলে ভাগ্যবতি শুন।
ও তোমার অঙ্গের গুণ নয় শ্রীঅঙ্গের গুণ॥
তব অঙ্গের আভা যখন শ্রীঅঙ্গে পশিল।
শ্রীঅঙ্গের যেই গুণ লো সেই গুণে মিশাল॥
তুমি উমা ছাড়া হয়ে একবার দেখ দেখি অঙ্গ
ওগো রাণি অমন আর কি দেখা যায় তার
প্রসঙ্গ।

——

ভজন।

(১)

হয় নয় অন্তরে গো রায়ে।
আপন অঙ্গ দেখ গো চেয়ে॥
প্রাণধন উমা আমার পূর্ণ-সুধাকর।
আমা সবাকার তনু নির্ম্মল সরোবর॥
এক চন্দ্র আভা শত সরোবর লখি।
তোমা ক'রে নয় সকল অঙ্গময়,
বিরাজে যে যখন নিরখি॥
এক মুখে কত কব উমার রূপ গুণ।
উমার রূপে নানা রূপ প্রসবে সংহারে পুন॥
দাস প্রসাদে বলে এই সার কথা বটে।
পুষ্পে যেমন গন্ধ তেমনি মা বিরাজে সর্ব্বঘটে॥
রাণী বলে ওগো জয়া,
কু-স্বপনে প্রাণ আমার কাঁদে।
গত ঘোরতর নিশি রাহু যেন ভূমে খসি
গিলিছে ধরেছে মুখচাঁদে॥
শুনেছি পুরাণে বহু মুখখান বটে রাহু
শরীরে সংজ্ঞা তার কেতু।
এ রাহুর জটা মাথে দারুণ ত্রিশূল হাতে
বুঝিতে নারিলাম ইহার হেতু॥

(২)

রাহু গ্রাস করে যে শশীরে,
সেই শশী রাহুর শিরে॥
কোথা গেলে গিরিবর,
শিবস্বস্ত্যয়ন কর,
গঙ্গাজল বিল্বদল আনি।
সর্ব্বৌষধির জলে স্নান করাও,
জয়া বলে সর্ব্ববিঘ্ননাশ তাহে জানি॥
শ্রীরামপ্রসাদ দাসে, এ কথা শুনিয়ে হাসে,
অন্য স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।
যদি দুর্গা বুঝে থাক, আমার বচন রাখ,
জপ করাও মায়ের দুর্গানাম॥

(৩)

শিবস্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।
সেই শিব জপেন দুর্গানাম॥
শ্রীদুর্গানাম গুণ-গানে।
শিব না মরিল বিষপানে॥
যার নামের ফলে চরণবলে।
শিবে মৃত্যুঞ্জয় বলে॥
দুর্গানাম সংসারসাগরে তরী।
কাণ্ডারী তার ত্রিপুরারি॥
যে দুর্গানামে বিঘ্ন হরে।
সেই দুর্গা কন্যারূপে তোমার ঘরে॥
আমি সার কথা তোমারে কই।
ও তো তোমার কন্যা নয় ঐ ব্রহ্মময়ী॥
হিমগিরি-সুন্দরী স্নান করাইয়া গৌরী
পুন বসাইল সিংহাসনে।
তখন গদগদ ভাবস্বরে ঝর ঝর আঁখি ঝরে
সাজাইল যেমন উঠে মনে॥
সুচারু বকুল-মালে কবরী বান্ধিল ভালে
হরিচন্দনের বিন্দু দিল।
উপরে সিন্দুরবিন্দু রবিকরে যেন ইন্দু
হেরি হেরি নিমিষ তেজিল॥
দোষরি মুকুতা-হার কোন সহচরী আর
গেঁথে দিল উমার কপালে।
অনুমানে বুঝি হেন চাঁদ বেড়া তারা যেন
উদয় করেছে মেঘের কোলে॥
তারার কপালে তারা তারাপতি যেন তারা
তারার তারা সাজে ভালো।
বদন সুধাংশু হেন তাহে তারা মুক্তা ঘন
কেশরূপ ঘন করে আলো॥
হাসিয়া বিজয়া বলে মেঘ নয় কেশ ছলে
রাহুর গমন হেন বাসি।
মুখ বিস্তারিয়া যায় দন্তশ্রেণী দেখা যায়
মুক্তা নয় গ্রাস করে শশী॥
জটা বলে বটে এই পুণ্যকাল ইথে দান করা ভাল
চিত্ত বিত্ত দান উমার পায়।
কৃপানাথ উপদেশ প্রসাদ ভক্তের শেষ
প্রাণদান দিয়া লৈতে চায়॥

জয়া বলে এ বদনে দিলে চাঁদের তুলনা।
ছি ছি কথা তুলো না॥
ছি ছি যার পায়ে চাঁদ উদয় হয়।
তার মুখে কি তুলনা সয়॥

শ্রীমুখমণ্ডল হেরি বিদগ্ধ বিধি।
নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মিল কলানিধি॥
শ্রীমুখ তুলনা যদি না পাইল চাঁদে।
সেই অভিমানে চাঁদ পায়ে পড়ে কাঁদে॥
এ কথা শুনিয়া সখী বলিছে অনেক।
সবে মাত্র এক চাঁদ এ দেখি অনেক॥
ভুবনবিখ্যাত চাঁদ সুধার আধার।
পরিপূর্ণ হৈলে দেবে কয়রে আহার॥
এই হেতু ও চাঁদের দেবপ্রিয় নাম।
বিচার করিল মনে বিষ্ণু গুণধাম॥
বাসনা হইল সুধাসঞ্চয় কারণে।
চাঁদ পাত্র বদলিয়া রাখিল বদনে॥
পুরাতন পাত্র চাঁদ ভুমে আছাড়িল।
দশ খণ্ড হয়ে রাঙ্গা চরণে পড়িল॥
কত জনে কত কহে সার শুন কই।
এক চাঁদ শত খণ্ড চেয়ে দেখ অই॥
চাঁদ পদ্ম দুই সৃষ্টি করিল বিধাতা।
চাঁদ আর কমলে হইল শাত্রবতা॥
হাসিয়া বিজয়া বলে এ কি শুনি কথা।
কেন চাঁদ কমলে হইল শাত্রবতা॥
চাঁদ বলে ইহা সয় কি রে আমার—
শোভা যার মুখে রে যায়।
ছি রে কমল তাই হইতে চায়॥
এত বলি মহা অহঙ্কারে চাঁদ উঠিল আকাশে
অভিমানে কমল সলিলমাঝে ভাসে॥
উচ্চপদ পেয়ে চাঁদ ক্ষমা নাহি করে।
বিস্তারিয়া নিজ কর পদ্ম-শোভা হরে॥
বিধাতা জানিল চাঁদ তেজ করে বহু।
করিল প্রবল শত্রু রাহু আর কুহু॥
নিরখিয়া যুগল শত্রু ছাড়িয়া আকাশ।
ভয় পেয়ে অভয় পদে করিল প্রকাশ॥
অভয় পদ ভজনের দেখহ প্রভাব।
শত্রুভাব দূরে গেল দোঁহে মৈত্রভাব॥
দুই সৃষ্টি করি বিধি না পাইল সুখ।
করিল তৃতীয় সৃষ্টি এই উমার মুখ॥
রাহু কুহু গরাসিল বদন প্রকাশি।
উভয়ত সিত পক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী॥
বাহিরের অন্ধকার গগন-চাঁদে হরে।
মনের আঁধার শ্রীবদনে আলো করে॥

ভগবতীর নৃত্য

রাণী বলে আমি সাধে সাজাইলাম,
বেশ বানাইলাম উমা একবার নাচ গো।
একবার নেচেছো ভবে,
তেমনি ক'রে আবার নাচিতে হবে,
নূপুর দিয়াছি নিগূঢ় বাণী-চারি বেদ নূপুরের ধ্বনি॥
ওগো আমার উমা নাচে ভাল।
যা নেচে সফল কয় মায়ের ইহ পরকাল॥
বাজে ডম্ফ জগঝম্প মৃদঙ্গ রসাল।
বিজয়ার করে করতাল শোভে ভাল॥
চৌদিকে বেড়িল নব নব বধূজাল।
পূর্ণচন্দ্র বেড়া যেন স্বর্ণপদ্মমাল॥
প্রসাদ বলে ভাগ্যবতীর প্রসন্ন কপাল।
কন্যা সেই যার পদ হৃদে ধরে কাল॥
কুমারী দশমবর্ষা স্বর্ণকান্তিচ্ছটা।
শশহীন শশাঙ্কসুপূর্ণ মুখঘটা॥
ভূষণে ভূষিত রূপ এটা মাত্র ছল।
ভুবন ভূষণে রূপ করে টলমল॥
রূপ চোয়ায়ে লাবণ্য গলে।
বাঁধা কি ভূষণ ছলে॥

প্রভাতে নূতন গান শুন স্নেহযুতা।
উষাকালে উক্তি উল্লাসিত শৈলসুতা॥
শ্রীরাজকিশোর মাতা তুষ্টা সুতাজ্ঞানে।
প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে॥
অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে।
করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে॥
শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥

জয়া বলে আমি সাজাইলাম,
বেশ বানাইলাম,
জগদম্বা চল পুষ্পকাননে।
চল চল পুষ্পবনে, জয়া দাসী যাবে সনে॥
জগদম্বে বিলম্বেও চলিত চিত্তপদ চল না।
লোহিত চরণতলারুণ পরাভব,
নখরুচি হিমকরসম্পদদলনা॥
নীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে ঘন,
সুমধুর নূপুর কিঙ্কিণী কলনা॥
সকল সময়ে মম হৃদয়সরোরুহ,
বিহরসি হরশিরসি শশি ললনা॥

কল্পতরুতলে, শ্রীরাজকিশোর ভাবে,
বাঞ্ছা ফল ফলনা।
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতর,
দীনদয়াময়ি সম্ভত ছল ছলনা॥

ভগবতীর উদ্যানে ভ্রমণ ও শিববিচ্ছেদ জন্য খেদোক্তি

জয়াবিজয়া সঙ্গে নগেন্দ্রজাতা।
পুষ্পকাননে ক্রীড়তি বিশ্বমাতা॥
মত্ত কোকিল কুজতি পঞ্চস্বরে।
গুণ গুণ গুঞ্জিত মন্দ ভ্রমরে॥
তরু পল্লবশোভিত ফুল্ল ফুলে।
মাতা বৈঠল চারু কদম্বমূলে॥
মুখমণ্ডলমে শ্রমবারি ঝরে।
পরিপূর্ণ সুধাংশু পীযুষ ক্ষরে॥
চারু সৌরভ সঙ্গ সুধীর সমীর।
প্রভু বিচ্ছেদ খেদ সুবাক্য গভীর॥
পুলকে তনু পূরিত প্রেমভরে।
শিবশঙ্করি শঙ্কর গান করে॥
করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে।
শিব শম্ভু স্বয়ম্ভু দিগম্বর হে॥
ভব ঈশ মহেশ শশাঙ্কধর।
ত্রিপুরাসুরগর্ব্ব-বিনাশকর॥
জয় বেদবিধায়ক ভূতপতে।
জয় বিশ্ববিনাশক বিশ্বগতে॥
ত্রিগুণাত্মক নির্গুণ কল্পতরু।
পরমাত্মা পরাৎপর বিশ্বগুরু॥
কমনীয় কলেবর পঞ্চমুখে।
মম চারু নামাবলী গান সুখে॥
সুরশৈবলিনী জলে পূত জটা।
জটালম্বিত চারু সুধাংশুচ্ছটা॥
জটা ব্রহ্মকটাহ ভব ভেদ করে।
করে শৃঙ্গবিষাণ শশী শিখরে॥
প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ প্রভু হে।
লোকনাথ হে নাথ হে প্রভু হে॥
ভবভাবিনী ভাবিত ভাবভাবে।
ভবভঞ্জন ভাব প্রসাদ ভাবে॥

পুষ্পকাননে শিবপার্ব্বতীর মিলন ও কথোপকথন

প্রেয়সীর খেদগানে শিবের উচাটন করে প্রাণে
লোলচিত্ত উঠে চমকিয়া।
ধ্যান করে প্রাণেশ্বরী, গমন শিখরিপুরী
নন্দী আন বৃষভে সাজাইয়া॥
কদম্বকুসুম-অণু পুলকে পূর্ণিত তনু
ঈশান বিষাণ পূরে নাচে।
উভয়তঃ মত্ত গূঢ় বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড়
ভৈরব বেতাল চলে পাছে॥

ধুয়া।

ভাল ভৈরব বেতাল রে।
নাচিছে কাল বাজিছে গাল
বেতাল ধরিছে তাল।
কেহ নাচিছে গাহিছে তুলিছে হাত
বলিছে জয় জয় কাশীনাথ॥
প্রেয়সীর প্রেমরসে গদগদ তনু বশে
খসিছে কটির বাঘাম্বর।
শিরে সুরতরঙ্গিণী কুলু কুলু উঠে ধ্বনি
সঘনে গরজে বিষধর॥
ভণে রামপ্রসাদ ভাল সুখদ বসন্তকাল॥

হরগৌরীর সাক্ষাৎ

উপনীত মন্দাকিনী-তীরে।
নিরখি সুন্দরী-মুখ মরমে পরম সুখ
লোচন ভিজিল প্রেমনীরে॥
নন্দী, এ কি রূপমাধুরী আহা মরি আহা মরি
গঠিল সে যে কেমন বিধি।
চঞ্চল মনোমীন হৃদি সরোবর ত্যজি
প্রবেশিল লাবণ্যজলধি॥
আহা আহা মরি মরি কিবা রূপমাধুরী
হাসি হাসি সুধারাশি ক্ষরে।
অপাঙ্গ লোচনে মোহিত কি গুণে
চৈতন্য নিগূঢ় হরে॥
কে রে কুঞ্জরগামিনী তনু সৌদামিনী
প্রথম বয়স রঙ্গিণী।

যৌবন সম্পদ ভাবে গদ গদ
সমান সঙ্গে সঙ্গিনী॥
কে রে নির্ম্মলবর্ণাভা মণিভূষণ-শোভা
ভূষণে কিবা কাজ।
পূর্ণচন্দ্র কোলে খদ্যোত যেমন জ্বলে
নাহি বাসে লাজ॥
ভণে রামপ্রসাদ কবি নিরখি সুন্দরী ছবি
মোহিত দেব মহেশ।
ভুলে কামরিপু জরজর বপু
সে রূপের কি কব বিশেষ॥

যদি বল অনূঢ়া কালের এই কথা।
শিবশিবা ভিন্ন ভাব কে শুনেছ কোথা॥
উভয়তঃ সুসম্ভাব সঙ্কেত সংবাদ।
উভয়তঃ চিত্তমধ্যে জন্মে মহাহ্লাদ॥
আজ্ঞা কর কাল কত কাল হেথা রব।
কালক্রমে কল্যাণি কৈলাসপুরে লব॥
রমণীর শিরোমণি পরম রতন।
রত্নভূষণে কার নাহি বা যতন॥
নিজ হংসে হংসী সদা মানসগামিনী।
চৈতন্যরূপিণী নিত্য স্বামীর স্বামিনী॥
নখজ্যোতি পরব্রহ্ম শুনেছ কি সেটা।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী কর্ত্তা তব কেটা॥
আমার এই ভস্ম অঙ্গ ভুজঙ্গ ভূষণ।
তোমার বিহনে নাহি অন্য প্রয়োজন॥
পুরুষ বিহনে হয় বিধবা প্রকৃতি।
প্রকৃতি বিহনে আমা বিধবা আকৃতি॥
অনুচ্চার্য্যানাদিরূপা গুণাতীত গুণ।
নির্গুণে সগুণ কর প্রসব ত্রিগুণ॥
নিজে আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞান ঈশের ঈশত্ব॥
তুমি মন বুদ্ধি আত্মা পঞ্চভূত কায়া।
ঘটে ঘটে আছে যেমন জলে সূর্য্যচ্ছায়া॥
বেদে বলে তত্ত্বী যোগী তত্ত্ব কোরে ফেরে।
সেই বস্তু এই তুমি মন্দাকিনীতীরে॥
দাক্ষায়ণী দেহত্যাগে দক্ষে অপমান।
শিখরীকে দয়া করি তব অধিষ্ঠান॥
কর্ম্ম করে স্বস্থানে প্রস্থান শূলপাণি।
জননী চলিল যথা গিরিরাজরাণী।
বাল্যলীলা এই মার জনক-ভবনে।
গোষ্ঠলীলা অতঃপর একাম্রকাননে॥

গোষ্ঠলীলারম্ভ

শঙ্করী কহেন প্রভু শঙ্করের কাছে।
শঙ্করী সমান স্থান আর নাহি আছে॥
শঙ্করীর কথায় হাসেন পঞ্চানন।
শঙ্করী সমান স্থান একাম্রকানন॥

মায়ের গোষ্ঠে গমন

ভজন।

আজ্ঞা কর ত্রিনয়নে।
যাব হে একাম্রবনে॥
কাশী হৈতে হৈল কাশীনাথের আদেশ।
একাম্রকাননে মাতা করিল প্রবেশ॥
চরাইতে ধেনু বেণু দান দিল ভব।
অধরে সংযোগ করি ঊর্দ্ধমুখে রব॥
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনে মার বেণু।

ধুয়া।

জগদম্বারে যবে পূরে বেণু যবে পূরে বেণু।
ধায় বৎস ধেনু উঠে পদরেণু।
বেণু ঢাকে ভানু ভাবে ভোর তনু॥
গতি মত্ত মাতঙ্গ দোলায়ত অঙ্গ।
কি প্রেমতরঙ্গ সো মাকি রঙ্গ
নেহারে পতঙ্গ॥
হত কোকিল মান সুমাধুরী তান
স্বরে হরে জ্ঞান।
যোগী ত্যজে ধ্যান ঝুরে মনপ্রাণ
ক্ষণে মন্দ ভাষে ক্ষণে মন্দ হাসে
চপলা প্রকাশে।
রামপ্রসাদ দাসে প্রেমানন্দে ভাসে॥

গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশ।
কষিতকাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস॥
বিচিত্র বসন মণি-কাঞ্চন ভূষণ।
ত্রিভুবন দীপ্ত করে অঙ্গের কিরণ॥
স্বয়ম্ভু যুগল হয় সুরনদীকূলে।
স্বয়ম্ভু পূজেন নিত্য করপদ্মফুলে॥
নাভিপদ্ম ভেদি ভ্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে।
লোমাবলী ছলে চলে করিকুম্ভ ভ্রমে॥

ঈশ্বর-মোহন ইষু নয়ন তরল।
বিধি কি কজ্জল ছলে মাখিল গরল॥
নিখিলব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড।
ফেরে করে লয়ে ছাঁদ ডোর দুগ্ধভাণ্ড॥
ভালেতে তিলক শোভে সুচারু বয়ান।
ভণে রামপ্রসাদ দাস যার এই ধ্যান॥

ভজন।

এমন রূপ যে একবার ভাবে।
ভাবিলে সাযুজ্য পাবে॥
একাম্রকাননে জগতজননী ফিরে।
ঘন ঘন হই হই রব করে সঙ্গিনীরে।
সব নিন্দি গজপতি গমন ধীরে ধীরে।
নীলাম্বরাঞ্চল পবনে চঞ্চল
আকুল কুন্তল ব্যাপিল শিরে।
মহাচিত্ত অরুন্তদ কোপে বিধুন্তুদ
গরাসে যেমন পূর্ণ শশীরে।
বিবুধ-বধূ যোগায় মধু
তনু সুশীতল ধীর সমীরে।
ঘন ঝরে শ্রমজল গলিত কজ্জল
যেমন কালসাপিনী ধায় নাভিবিবরে॥

ধুয়া।

মা ডাকিছে রে, আয় সুরভি।
নব নব তৃণ, তটিনী-জল, সতিল দূরে ধায়ত
কাছে যায় রে সুরভি।
উমার মধুর বেণু শুনিয়া শ্রবণে।
সারি সারি নিকটে দাঁড়ায় ধেনুগণে।
উর্দ্ধমুখে বিধুমুখী নিরখিয়া থাকে।
দুনয়নে প্রেমধারা হাম্বারবে ডাকে।
লোমাঞ্চ সকল তনু দুগ্ধ স্রবে বাঁটে।
সুরভির নব বৎস রমার অঙ্গ চাটে।
সুরভির নব বৎস শোভে উরূপরে।
মন্দাকিনী-ধারা যেন সুমেরু-শিখরে।
ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি জগদম্বার শিরে।
সঙ্গের সঙ্গিনী নাচে ভাসে প্রেম-নীরে।
কৌতুকে আকাশপথে হরি হয় ধাতা।
গোচারণে গমন করিলা বিশ্বমাতা।
ভুবনমোহন যার গোচারণলীলা।
মহামুনি বেদব্যাস পুরাণে বর্ণিলা।
একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়া বেণু।
এবে নিজে ব্রজাঙ্গনা সনে ডাকো ধেনু।
আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্যা।
এবার হয়েছ কোন গোপালের কন্যা॥

মা গো তোমার গুণ কে জানে।

মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদি দশ অবতার।
নানারূপে নানা লীলা সকলি তোমার॥
প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি সূক্ষ্মস্থূলা।
কে জানে তোমার মন তুমি বিশ্বমূলা॥
তারা তুমি জ্যেষ্ঠা মূলা অচয়মে সতী।
তব তত্ত্ব মূলে নাই শ্রুতিপথে শ্রুতি॥
বাচাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তিযুক্ত শিব সদা শক্তিলোপে শব॥
অনন্তরূপিণী চারি বেদে নাহি সীমা।
স্বামী মৃত্যুঞ্জয় তব তাড়ঙ্ক মহিমা॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী চিন্ময়রূপিণী।
আধারকমলে থাক কুলকুণ্ডলিনী॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে নাশ করে কাল।
সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল॥
এই হেতু কালী নাম ধর নারায়ণি।
তথাচ তোমারে বলে কালের কামিনী॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুধ্যান করে সব জীব।
কালীমূর্ত্তি ধ্যানে মহাযোগীসদা শিব॥
পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগমে সারা।
কিন্তু যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকারা॥
আকার তোমার নাই অক্ষয় আকার।
গুণভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার॥
বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য।
সে কথা মা ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥
প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায়।
যেমন রুচি তেমনি কর নির্ব্বাণ কে চায়॥
পশুবংশ কান্তি কান্তি নেত্রে একবার।
নিরখ পতিত জনে ক্ষতি কি তোমার॥
তৃণে শৈলে কূপে গঙ্গাজলে চন্দ্রকর।
সমান নিপাত বিশ্বব্যক্ত শশধর॥
দুর্গানাম দুর্লভ লবার প্রাক্কালে।
জপিলে জঞ্জাল যার নাহি লয় কালে॥
কি জানি করুণাময়ী কারে হৈলে বাম।
সম্পদ-রক্ষার হেতু জপে দুর্গা নাম॥
দুর্গানাম মোক্ষধাম চিত্তে রাখে যেই।
সে তরে সংসারে ঘোরে সর্ব্বপূজ্য সেই॥

ব্রহ্মা যদি চারি মুখে কোটি বর্ষ কয়।
তথাচ মহিমা-গুণ সীমা নাহি হয়॥
মহাব্যাধি ঘোর দুর্গে দুর্গে যদি বলে।
কষ্ট নষ্ট চিরায়ু অচিন্ত্য ফল ফলে॥
দুঃস্বপ্নে গ্রহণে দুর্গা স্মরণে পলায়।
পুনরাগমনভয় পরবর্ণে গায়॥
শ্রীদুর্গা দুর্লভ নাম নিস্তারের তরী।
কেবল করুণাময়ী শ্রীনাথ কাণ্ডারী॥
তথাচ পামর জীব মোহকূপে মজে।
ইচ্ছাসুখে বিষপান পাপপথে ভজে॥
বদনকমলে বাক্য সুধারস ভর।
সুবোধ কুবোধ বেদে গম্য নহে নর॥
তব গুণ বর্ণনে অক্ষরে ক্ষরে মধু।
সুধারস মাধুরী কি স্মরহরবধু॥
রাজকিশোরে তুষ্টা রাজরাজেশ্বরী।
কালিকা-বিজয়ী হরি চিত্ত-মোহ হরি॥
আসনে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান সুখে।
তব কৃপালেশে বাণী নিবসতি মুখে॥
চঞ্চলা অচলা গৃহে তব পূর্ণ দয়া।
অকাল-মরণহরা অচল-তনয়া॥
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভব-নিতম্বিনী।
চিন্তাকাশে প্রকাশ নবীনা কাদম্বিনী॥

ভগবতীর রাসলীলা।

জগদম্বা কুঞ্জবনে মোহিনী গোপিনী।
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী॥
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু ঝরে মুখচাঁদে।
সশঙ্ক শশাঙ্ক কেশ রাহুভ্রমে কাঁদে॥
সিন্দুর অরুণ আভা বিষম মানসী।
উভয় গ্রহণে মেঘ পূর্ণিমার নিশি॥
বিনতানন্দনচঞ্চু সুনাসিকা তান।
ভুরু ভুজঙ্গম শ্রুতিবিবরে পয়াণ॥
ও রূপলাবণ্য জলনিধি-স্থির-জলে।
নয়ন-সফরী মীন খেলে কুতূহলে॥
কনক-মুকুরে কি মাণিক্য-রাগপ্রভা।
তার মাঝে মুক্তাবলী ওষ্ঠ-দন্ত-শোভা॥
শ্রীগণ্ডে কুণ্ডল প্রতিবিম্ব শ্রীবদন।
চারুচক্র রথে চড়ি এসেছে মদন॥
নাসাগ্রে তিলক চারু ধরে অচলজা।
মীন-নিকেতনে কি উড়িছে মীনধ্বজা॥
করিকর ভুজঙ্গ মৃণাল হেমলতা।
কোন্ তুচ্ছ কমনীয় বাহুর তুল্যতা॥
ভুজদণ্ড উপমার একমাত্র স্থান।
সুরতরুবরশাখা এই সে প্রমাণ॥
হরি গঙ্গা প্রবাহ যমুনা লোমশ্রেণী।
নাভিকুণ্ডে গুপ্তা সরস্বতী অনুমানি॥
মহাতীর্থ বেণী তীরে স্বয়ম্ভু-যুগল।
স্নান কর মন রে অনন্ত-অন্নফল॥
উত্তরবাহিনী গঙ্গা মুক্তাহার বটে।
সুচারু ত্রিবলী বিরাজিত তার তটে॥
কবি করে বিবেচনা যে ঘটে যে জ্ঞান।
মণিকর্ণিকার ঘাটে সুচারু সোপান॥
রসময় বিধাতা কিবা কর কাণ্ড।
কৃপাসিন্ধু মন্থিবার মধ্যদেশ দণ্ড॥
কাঞ্চীদাম রজ্জু তায় বুঝহ প্রবীণ।
ঘর্ষণে ঘর্ষণে কটি ক্ষীণতর ক্ষীণ॥
মধ্যদেশ ক্ষীণ যদি সন্দেহ কি তার।
সহজে জঘনে ধরে গুরুতর ভার॥
ভব স্থানে মনোভব পরাভব হয়ে।
তূণবাণ দ্বিগুণ এসেছে বুঝি লয়ে॥
জঙ্ঘা তূণ পদাঙ্গুলি নখ বাণ শরে।
রতিকান্ত নিতান্ত জিতিবে বুঝি হরে॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী,
ঝলমল তনু রুচি স্থির সৌদামিনী।
রাইবদন চেয়ে ললিতা বলে,
রাই আমার মোহনমোহিনী॥
রাই যে পথে প্রয়াণ করে,
মদন পলায় ডরে।
কুটিল কটাক্ষশরে,
জিনিল কুসুমশরে॥
কিবা চাঁচর সুন্দর কেশ,
সখী বকুলে বানাইল বেশ।
তার গন্ধে অলিকুল হইয়া আকুল,
কেশে করেছে প্রবেশ॥
নব ভানু ভালেতে নিবাস,
মুখপদ্ম করেছে প্রকাশ।
উরে কলিকা যে আছে,
কি জানি ফুটে পাছে।
সখীর হৃদয়ে তরাস॥
তাবে পূর্ণচন্দ্র কোলে তায়,
অপরূপ শোভা হলো আর।
এ কি শ্রীবদন ছবি, উপরেতে চাঁদ রবি
সদন মদন রাজার।
অলকা কোলে মতিহার,
কিবা বিচিত্র ভাব বিধাতার।
যেন রাহুর মুখমাঝে, বসনরাজি রাজে,
চাঁদেরে করেছে আহার॥
আঁখি লোল অনুমানি এই,
চাঁদে হরিণশিশু আছে যেই।
তনু সুধায় লুকায়েছে,
ব্যাধে বধে পাছে,
দিগ্ নেহারই সেই॥
চারু অপাঙ্গ কাম-কানন,
নাসা তিলক শরখরশাণ।
সেই শ্যামসুন্দর, মানস মৃগবর,
ভাবে বুঝি করিছে সন্ধান॥

সীতাবিলাপ।

মোরে বিধি বাম, গুণনিধি রাম,
কি দোষে গেলে ছাড়িয়ে হে।
জনক-দুহিতে কাঁদিতে কাঁদিতে,
লব কুশ দোঁহে লইয়া সহিতে,
আইল জীবননাথেরে দেখিতে,
শিরে কর হানি পড়িল মহীতে,
হাহাকার রব করিয়ে হে॥
(সীতার) লোচন-সলিল পড়িছে ঝরিয়া,
রামের দুখানি চরণ ধরিয়া,
কাঁদেন জননী করুণা করিয়া,
কোথাকারে প্রভু গেলে হে চলিয়া,
কোন্ অপরাধ পাইয়ে হে।
অভাগিনী ডাকে উঠ না ত্বরিতো,
শুনিয়া না শুনো এ কোন্ উচিতো,
কমল-নয়নে চাহ কি চকিতো,
বিদরে পরাণো কর না স্থগিতো,
প্রবোধ দেহ না উঠিয়ে হে॥
ধূলায় ধূসর এ হেন শরীর,
দুকূল আকুল হয়েছে কটির,
ললাট-ফলকে পড়িছে রুধির,
দিবসে সকলি দেখি হে তিমির,
আলো কর প্রভু জাগিয়ে হে।
করে হোতে ধনু পড়েছে খসিয়া,
কে হানিল বাণ বিষম কসিয়া,
নাশিল জীবন হৃদয়ে পশিয়া,
কেমনে এমন দেখিব বসিয়া,
পরাণ যাইছে ফাটিয়া যে॥
যখন ছিলাম জনকবাসেতে,

আমারে দেখিয়া কহিত লোকেতে,
বিধবা-চিহ্ন নাহিক তোমাতে,
এবে এই ছিল মোর কপালেতে,
সখা কোথা গেলে চলিয়ে হে ॥
ললাট-লিখন ঘুচাতে নারে,
আপনি উদরে ধরেছি যারে,
তনয় হইয়া বধিল পিতারে,
আহা নাথ নাথ কি হলো আমারে,
উপায় না দেখি ভাবিয়ে হে।
ধিক ধিক্ তোরে বলি রে তনয়,
বুঝিলাম তোর আমার তো নয়,
এমন করিতে উচিত নয়,
প্রভুরে লইলি যমের আলয়,
ইহা দেখি আমি বসিয়ে হে ॥
এ ছার জীবন কেমনে রাখিব,
তোমার নিকটে এখনি মরিব,
জ্বালি চিতা আমি তাহাতে পশিব,
নহে হলাহল অশন করিব,
কি কাজ এ দেহ রাখিয়ে হে ॥
রামপ্রসাদ কহিছে শুন মা জানাক,
রামের মহিমা তুমি না জান কি,
প্রবোধ মান মা কমল-কানকী,
এখনি উঠিবেন রাঘব ধানকী,
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো ।

আগমনী ও বিজয়া

রাগিণী—মালসী

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার
এই যে নন্দিনী আইল,
বরণ করিয়া আন ঘরে ।
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদমুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে ॥

শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী,
বসন না সংবরে ।
গদগদ ভাবভরে ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধোরে,
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ অধরে ।
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে ॥

যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন,
হেসে হেসে এসে ধরে করে ।
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে,
এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে ॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দসাগরে ।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে,
আনন্দে পাসরে ॥

রাগিণী—মালশ্রী ।

ওগো রাণি নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো ।
চল বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া,
এসো না সঙ্গে আমার গো ॥
জয়া কি কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার ।
তোমাদের অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো ।
রাণী ভাসে প্রেমজলে, দ্রুতগতি চলে,
খসিল কুন্তলভার ।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে,
গৌরী কত দূরে আর গো ।
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ,
নিরখি বদন উমার,
বলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলে ছিলে,
মা বলে এ কি কথা মরি গো ॥

রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার।
দাস শ্রীকবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে,
এমন শুভ দিন আর কার গো॥

পিলু-বাহার—যৎ।

গিরি, এবার আমার উমা এলে,
আর উমা পাঠাব না।
বলে বলুবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া,
জামাই ব'লে মান্‌বো না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে,
ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

রাগিণী—ললিত।

ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে ব'সে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা ডাকে বার বার॥
তব দেহ পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হলো বিদার॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় এ কি বিড়ম্বনা বিধাতার॥
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন নিরাশা সুধার॥

সম্পূর্ণ।

পদাবলী

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তোরে তাই বলি বলি।
এবার ভাল খেল খেলায়ে গেলি॥
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই,
মন যে তুই আমার ছিলি।
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভাইরে,
শমনেরে সঁপে দিলি॥
গুরুদত্ত মহা সুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি
ওরে খাওয়ালি কেবল মাত্র,
কতকগুলো গালাগালি॥
যেম্নি গেলি তেম্নি গেলাম,
ক'রে দিলি মেজাজ আলি।
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে,
আমি নই বাগানের মালী॥
প্রসাদ বলে মন ভেবেছ,
দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ওরে জান না কি গেঁথে রেখেছি,
হৃদয়ে দক্ষিণাকালী॥ ১

প্রসাদী সুর—একতালা।

তাই কালরূপ ভালবাসি।
জগ-মনোমোহিনী মা এলোকেশী।
কালোর গুণ ভাল জানে,
শুক শম্ভু দেব-ঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব,
কালরূপ তাঁর হৃদয়বাসী॥
কাল বরণ ব্রজের জীবন,
ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণ-কালী,
বাঁশী ত্যজে করে অসি॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল একবয়সী
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর,
বিরাজে পূর্ণিমাশশী॥
প্রসাদ ভণে অভেদজ্ঞানে,
কালরূপে মেশা-মিশি।
ওরে একে পাঁচ, পাঁচেই এক,
মন করো না দ্বেষাদ্বেষি॥ ২

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি॥
ভবের কাছে পেয়ে ভাব
ভাবীকে ভাল ভুলায়েছি
তাই রাগ, দ্বেষ, লোভ ত্যজে,
সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি॥
তারা নাম সারাৎসার,
আত্মশিখায় বাঁধিয়াছি।
সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে,
দুর্গা নামের কাচ করেছি॥
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে,
এ কথা নিশ্চিত জেনেছি।
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল,
যাত্রা ক'রে ব'সে আছি॥ ৩

প্রসাদী সুর—একতালা।

দুঃখের কথা শুন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা,
তাদের এম্নি কাজের ধারা।
ও মা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা,
সুখের ভাগী কেবল তারা॥
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে
মানব-ঘরে ফেরা ঘোরা।
এ সংসারেতে সং সাজিয়ে,
সার হলো গো দুঃখের ভরা।

রামপ্রসাদের কথা লও মা,
এ ঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্ত্তা যে জন, স্থির নহে মন,
ছ'জনেতে কল্লে সারা ॥ ৪

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা! আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা-ওয়াশীল দাখিল আছে ॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে,
ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত,
যা করেছি তাই লিখেছে ॥
জন্মজন্মান্তরের যত,
বকেয়া বাকী জের টেনেছে।
যার যেমি কর্ম্ম তেমি ফল,
কর্ম্মফলের ফল ফলেছে ॥
জমায় কমি খরচ বেশী,
তলব কিসে রাজার কাছে।
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে,
কেবল কালী নাম ভরসা আছে ॥ ৫

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি কবে কাশীবাসী হব।
সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে,
নিরানন্দ নিবারিব ॥
গঙ্গাজল বিল্বদলে,
বিশ্বেশ্বরনাথে পূজিব।
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে,
মোলে পরে মোক্ষ পাব ॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বব বম্ বম্ ভোলা ব'লে,
নৃত্য ক'রে গাল বাজাব ॥ ৬

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুমি কি রঙ্গে আছ।
ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ ॥
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা,
দুঃখে রোদন সুখে নাচ ॥
রঙ্গের বেলা রাঙে কড়ি,
সোনার দরে তা কিনেছ।
ও মন দুঃখের বেলা রতন মাণিক,
মাটীর দরে তাই বেচেছ ॥
সুখের ঘরে রূপের বাসা,
সেই রূপে মন মজায়েছ।
যখন সে রূপে বিরূপ হবে,
সে রূপের কিরূপ ভেবেছ ॥ ৭

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানব-তরী কারণ-জলে ॥
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে।
ওরে, কেউ করিল দুনো ব্যাপার,
কেহ কেহ বা হারালো মূলে ॥
ক্ষিত্যপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম,
বোঝাই আছে নায়ের খোলে।
ওরে, ছয় দাঁড়ী ছয় দিকে টেনে
গুঁড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে ॥
পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা
পাঁচে ভেকে পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে,
কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥ ৮

প্রসাদী সুর—একতালা।

ও মন, তোর নামে কি নালিশ দিব।
ও তুই শকার-বকার বলতে পারিস্,
বলতে নারিস্ দুর্গা শিব ॥
খেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মণ্ডা সরভাজা,
ওরে শেষে পাবি সে সব মজা,
যখন রে পঞ্চত্ব পাব ॥
পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা,
কেমন ক'রে ঘর করিব।
ওরে চুরি দারি করিলে পরে,
উচিতমত সাজাই পাব ॥ ৯

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী কালী বল রসনা রে।
ও মন ষট্‌চক্র রথমধ্যে,
শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ॥

তিনটে কাছি কাছাকাছি,
যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়
রথ চালায় দেশদেশান্তরে ॥
ঘুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দিনেতে দশকুশী মারে
সে যে সময়-শির নাড়িতে নারে,
কলে বিকল হলে পরে ॥
তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ,
মন উচাটন করো না রে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস,
শীতল হবে অন্তঃপুরে ॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে,
ফেলে রাখবে প্রসাদে রে।
ও মন, এই ত সময়, মিছে কাল যায়,
যত ডাকতে পার দু-অক্ষরে ॥ ১০

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভূতের বেগার খাটিব কত।
তারা বল আমায় খাটাবি কত ॥
আমি ভাবি এক, হয় আর,
সুখ নাই মা কদাচিত।
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়,
এ দেহের পঞ্চভূত ॥
ও মা ষড়রিপু সাহায্যে তায়,
হোলো ভূতের অনুগত।
আসিয়া ভব-সংসারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত ॥
ও মা যার সুখেতে হব সুখী,
সে মন নয় গো মনের মত ॥
চিনি ব'লে নিম খাওয়ালে,
ঘুচলো নাকো মুখের তিত।
কেন ভিষক্‌ প্রসাদ, মনে বিষাদ,
হয়ে কালীর শরণাগত ॥ ১১

প্রসাদী সুর—একতালা।

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা ॥
এই যে সুখের নিশি,
জেনেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা,
তারে ছেড়ে পাশ ফের না ॥
আশার চাদর দিয়াছ গায়,
মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে,
রজক ঘরে তায় কাচ না ॥
খেয়েছ বিষয় মদ,
সে মদের কি ঘোর ঘোচে না ॥
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে,
ভ্রমেও কালী বল না ॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই,
ঘুমায়ে আশা পুরে না।
তোর ঘুমে মহা-ঘুম আসিবে,
ডাকলে আর চেতন পাবে না ॥ ১২

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি, তোমারি কুমারী, তা নয় তা নয় ॥
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি,
কহিতে মনে বাসি ভয়,
ওহে কার চতুর্মুখ, কার পঞ্চ মুখ,
উমা তাদের মস্তকে রয় ॥
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য-বদনে কথা কয়।
ও কে গরুড়-বাহন কালো বরণ,
যোড় হাতেতে করে বিনয় ॥
প্রসাদ ভণে মুনিগণে,
যোগ-ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্য, হেন কন্যা,
পেয়েছ কি পুণ্য-উদয় ॥ ১৩

প্রসাদী সুর—একতালা।

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালী নামের গণ্ডী দিয়ে।
কালোপরে কালীপদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে
মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ,
কি করে তার মরণভয়ে ॥১৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙিব কি হাঁড়ি চাতরে॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে কুমারীরে॥
যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে,
জানকী তার সমিভ্যারে,
জননী তনয়া জায়া, সহোদরা কি অপরে।
রামপ্রসাদ বলে বল্‌ব কি আর,
বুঝে লও গো ঠারে ঠোরে॥ ১৫

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমার খেলান হলো
খেলা হলো গো আনন্দময়ি॥
ভবে এলেম কর্ত্তে খেলা, করিলাম ধূলাখেলা,
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা,
কাল যে নিকটে এলো॥
বাল্যকালে কত খেলা,
মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।
পরে আমার সঙ্গে লীলা-খেলায়,
অজপা ফুরায়ে গেলো॥
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে, অশক্তি কি করি বল।
ও মা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়া
মুক্তি-জলে টেনে ফেলো॥ ১৬

প্রসাদী সুর—একতালা

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেম্নি নাচাও, তেম্নি নাচে॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্মকথা বুঝা গেছে।
ও মা তুমি ক্ষিতি তুমি জল,
ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে॥
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি
তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ও মা, তুমি দুঃখ তুমিই সুখ
চণ্ডীতে তা লেখা আছে॥
প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্র,
সে সুতার কাটনা কেটেছে।
ও মা, মায়াসূত্রে বেঁধে জীব,
ক্ষেপা-ক্ষেপি খেল খেলিছে॥ ১৭

প্রসাদী সুর—একতালা।

আর তোমায় না ডাক্‌ব কালী।
তুমি মেয়ে হয়ে অসি ধ'রে,
লেংটা হয়ে রণ করিলি॥
দিয়াছিলে একটা বৃত্তি,
তাও তো দিয়ে হরে নিলি।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে,
মা হয়ে তার মাথা খেলি॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মা,
এবার কালি কি করিলি।
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা,
লাভে মূলে ডুবাইলি॥ ১৮

প্রসাদী সুর—একতালা।

সামাল্ল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত—
জীর্ণ তরী তুফান ভারি
বাইতে নারি ভয়ে মরি।
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
এবার এরাই কচ্ছে দাপাদাপি॥
এনেছিলে, বসে খেলে মন,
মহাজনের মূল খোয়ালি।
যখন হিসাব ক'রে দিতে হবে মন,
তখন তহবিল হবে হারি॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মন,
নারে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর,
আপন ঘরে যায় যে চুরি॥ ১৯

প্রসাদী সুর—একতালা।

ও মা তোর মায়া কে বুঝতে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে মায়া দিয়ে
রেখেছ সব পাগল ক'রে॥
মায়া-ভরে এ সংসারে,
কেহ কারে চিনিতে নারে।
ঐ যে এম্নি কালীর কাপ আছে যে
যেম্নি দেখে তেম্নি করে॥

পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা,
কে তার ঠিক-ঠিকানা করে।
রামপ্রসাদ বলে, যায় গো জ্বালা,
যদি অনুগ্রহ করে॥ ২০

প্রসাদী সুর—একতালা।

কে রে বামা কার কামিনী।
ব'সে কমলে ঐ একাকিনী॥
বামা হাস্‌ছে বদনে, নয়ন-কোণে,
নির্গত হয় সৌদামিনী॥
এ জনমে এমন কন্তে,
না দেখি, না কর্ণে শুনি।
গজ খাচ্ছে ধ'রে, ফিরে উগরে,
ষোড়শী নবযৌবনী॥ ২১

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে তোর চরণ ধরি।
কালী ব'লে ডাক রে ওরে ও মন,
তিনি ভবপারের তরী॥
কালী নামটা বড় মিঠা,
বল রে দিবা-শর্ব্বরী।
ওরে, যদি কালী করেন কৃপা,
তবে কি শমনে ডরি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
কালী ব'লে যাব তরি।
তিনি তনয় ব'লে দয়া ক'রে
তরাবেন এ ভব-বারি॥ ২২

প্রসাদী সুর—একতালা।

মায়ের চরণতলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব॥
ঘরে জায়গা না হয় যদি,
বাহিরে রব ক্ষতি কি গো।
মায়ের নাম ভরসা ক'রে,
উপবাসী হয়ে পড়ে রব॥
প্রসাদ বলে উমা আমার,
বিদায় দিলেও নাই কো যাব।
আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে
চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব॥ ২৩

প্রসাদী সুর—একতালা।

এলোকেশী দিগ্‌বসনা।
কালী পূরাও মোর মনোবাসনা॥
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমায় হবে কি না হবে দয়া,
ব'লে দে মা ঠিকঠিকানা॥
যে বাসনা মনে আছে,
বলেছি মা তোমায় কাছে,
ও মা তুমি বিনে ত্রিভুবনে,
এ বাসনা কেহ জানে না॥ ২৪

প্রসাদী সুর—একতালা।

মরি গো এই মনোদুঃখে।
ও মা মা বিনে দুঃখ বল্‌ব কাকে॥
এ কি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বল্‌বে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী,
তার ছেলে মরে পেটের ভুকে॥
সে কি তোমার সাধের মা,
রাখলে যারে পরম সুখে।
ও মা, আমি কত অপরাধী,
নুণ মেলে না আমার শাকে॥
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে,
পাছাড় মারিলে আমার বুকে।
ও মা মায়ের মত কাজ করেছ,
ঘোষিবে জগতের লোকে॥ ২৫

প্রসাদী সুর—একতালা।

পূরলো নাকো মনের আশা।
আমার মনের দুঃখ রৈল মনে॥
দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম,
সুখের আর কিবে ভরসা।
আমি বল্‌ব কি করুণাময়ী,
সঙ্গে ছয়টা কর্ম্মনাশা॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা ভেবে পাইনে দিশা।
আমি অভয় পদে শরণ নিয়ে,
ঘটল আমার উল্টা দশা॥ ২৬

প্রসাদী সুর—একতালা।

থাকি একখানা ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে।
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে,
আছে কালীর নামের জোরে।
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে,
মেটে দেওয়াল ভিজিয়ে পড়ে॥
তাদের দমন করব কি মা!
ভয়ে ভয়ে যাচ্চি সরে॥
প্রসাদ বলে কোন্ বেচালে
তারাই পাছে কয়েদ করে॥ ২৭

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভবে আর জন্ম হবে না,
হবে না জননী-জঠরে।
ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদশাস্ত্রে নাইক সীমা,
তারার মহিমা আপনি মাত্র,
জেনেছেন শিব শঙ্করে॥
আমার মায়ের নাম গান করি,
কত পাপী গেল তরে।
ও মা কৈলাস গিরি দিব্য পুরী,
দেখাও এবার মা আমারে॥ ২৮

পিলু-বাহার—যৎ।

মা ব'লে ডাকিস্ না রে মন,
মাকে কোথা পাবে ভাই।
থাকলে এসে দিত দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুত্তল দাহন ক'রে,
ওরে অশৌচান্ত পিণ্ড দিয়ে,
কালাশৌচে কাশী যাই॥ ২৯

পিলু-বাহার—যৎ।

বল ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল;
(গ্রহণে কালীর নাম)।
তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির ক'রে বল॥
একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়,
কালী-নামাগ্নি রসনায় জ্বলে,
সেই জল চল চল।
কাল ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি,
শিব-শিরে গঙ্গা ভাবি, প্রবাহ নির্ম্মল॥
আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভুরু,
গঙ্গা যমুনায় ধারায় নিতান্ত এই ফল।
প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই,
বেণীতটে আপন নিকটে দিও স্থল॥ ৩০

মূলতানী—একতালা।

জননি! পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে,
কৃপাবলোকনে তারিণী।
তপন-তনয়-ভয়চয়-বারিণী॥
প্রণবরূপিণী সারা, কৃপানাথ-দারা তারা,
ভব-পারাবার-তারিণী।
সগুণা নিগু'ণা স্থূলা, সূক্ষ্মা, মূলা, হীনমূলা,
মূলাধার-অমলকমল-বাসিনী॥
আগম-নিগমাতীত খিল মাতাখিল পিতা,
পুরুষ-প্রকৃতি-রূপিণী।
হংসরূপে সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি-প্রলয়-স্থিতি ত্রিধাকারিণী॥
সুধাময় দুর্গা নাম, কেবল কৈবল্যধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল-কূপে মজে,
ভণে রামপ্রসাদ তার, বিষফল জানি॥ ৩১

মূলতানী—একতালা।

মন আমার যেতে চায় গো, আনন্দ-কাননে।
বট মনোময়ী, সান্ত্বনা কেন কর না এই মনে॥
শিবকৃত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী,
তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে।
অন্নপূর্ণা-রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর,
নখজালে গঙ্গা মণিকর্ণিকার সনে॥
দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা,
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্ত করা উপযুক্ত,
কিবা কাজ অভিমুক্ত পুরী গমনে॥ ৩২

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী গো কেন ল্যাংটা ফির।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার

বসন-ভূষণ নাই তোমার মা,
রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মা গো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম,
পতির উপর চরণ ধর॥
আপনি লেংটা, পতি লেংটা, শ্মশানে মশানে চর।
মা গো, আমরা সবে মরি লাজে,
এবার মেয়ে বসন পর॥
ত্যজে রত্নহার মা তোমার,
ও কণ্ঠে শোভে নরশির,
প্রসাদ বলে ঐ রূপে মা,
ভয় পেয়েছেন দিগম্বর॥ ৩৩

সিন্ধুকাফি—একতালা।

আপন মন মগ্ন হলে মা,
পরের কথায় কি হয় তারে
পরের কথায় গাছে চড়ে,
আপন দোষে প'ড়ে মরে।
পরের জামিন হলে পরে,
সে না দিলে আপনে ভরে॥
যখন দিনে নিড়াই করে,
শীকারী সব রয় না ঘরে।
আঠা বর্শা লয়ে করে নাও না পেলে চলে তরে॥
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে প'চে মরে।
যদি সে নিড়াইতে পারে,
অঘরে কাঞ্চন ধরে॥ ৩৪

মুলতানী-ধানশ্রী—একতালা।

করুণাময়ি! কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (গো তারা)
আমার অন্নি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ॥
কারে দিলে ধন-জন মা হস্তী অশ্ব রথচয়,
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই।
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্নি হই,
মা গো আমি কি তোর পাকা
কেতে দিয়াছিলাম মই॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
আমার কপাল বুঝি অন্নি অই।
ও মা, আমার দশা দেখে বুঝি,
শ্যামা হ'লে পাষাণময়ী॥ ৩৫

প্রসাদী সুর—একতালা।

হয়েছি মা জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা,
ঐ যে মন করিছে জামিনদারী,
নেচে উঠে ছটা বাদী॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা,
তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হই তো,
দূর হতে দূর করে দি॥
বিমাতা মরেন শোকে,
ছয়টায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দপুরে থাকি,
পার হয়ে যাই ভবনদী॥
হুজুরে তজবিজ কর মা,
হাজির ফরিয়াদী দায়ী।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন
সাধারণ নয় হে তা যদি॥
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা,
অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ও মা তোমার পুত্রে, সতীনপুত্রে,
জোর করে, কার কাছে কাঁদি।
প্রসাদ ভণে ভরসা মনে
বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি,
আর কি ফাঁদে পা দি॥ ৩৬

প্রসাদী সুর—একতালা।

পতিতপাবনী পরা,
পরামৃতফলদায়িনী।
স্বয়ম্ভু-দীনে চরণ-ছায়া, বিতর শঙ্কর-জায়া,
কৃপাং কুরু স্বগুণে মা, নিস্তারকারিণী॥
কৃতপাপ হীনপুণ্য, বিষয় ভজনা শূন্য,
তারারূপে তারয় মাং, নিখিল জননী।
ত্রাণ হেতু ভবার্ণবে চরণ-তরণী তব,
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবের গৃহিণী॥ ৩৭

জংলা—একতালা।

অপরা জগদ্ধেয়া জননা।
অপারে ভবসংসারে এক তরণী।

অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবা শিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মস্বরূপিণী।
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া,
দীনদয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী॥
আনন্দ-কাননে যাম ফল কি তারিণী নাম,
যদি জপে দেহ অন্তে, শিব বলে মানি।
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া-হীন,
নিজ গুণে তিন লোক তারয় তারিণী॥ ৩৮

জংলা—খয়রা।

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবর-বেশে বৃন্দাবনে—
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব,
কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী॥
নিজ তনু-আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ আপনি নারী;—
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটী,
এলো চুল চূড়া বংশীধারী॥
আগেতে কুটিল নয়ন-অপাঙ্গে,
মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজ কাল, তনু রেখা ভাল,
ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস,
এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিত-সাগরে নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনা-বারি॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে,
বুঝেছি জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু,
একই সকল বুঝিতে নারি॥ ৩৯

প্রসাদী সুর—একতাল।

ডাক রে মন কালী বলে।
আমি এই স্তুতি-মিনতি করি,
ভুল না মন সময়কালে॥
এ সব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ,
ওরে ও পদপঙ্কজে মজ, চতুর্ব্বর্গ পাবে হেলে॥
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে,
ওরে পারবে না ছাড়ায়ে যেতে,
কাল-ফাঁসি লাগবে গলে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
কালের বশে কাজ হারালে।
ওরে এখন যদি না ভজিলে
আমসী খাবে আম ফুরালে॥ ৪০

খট-ভৈরব—একতালা।

তোমার সাথী কে রে (ও মন)।
তুমি কার আশায় বসেছ রে (মন)॥
তনুর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে—
বা রে বা রে গুরুর নামে
বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যা রে॥
প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে,
সোজা হয়ে চল রে।
নৈলে আঁধারের কুটীরের গোঁত,
যোগে লেগেছে রে। ৪১

প্রসাদী সুর—একতালা।

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন
পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণতলে কত শত গয়া গঙ্গা
দেখতে পাব॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব॥ ৪২

গৌরী-গান্ধার—একতালা।

মা মা বলে আর ডাকব না।
ও মা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা ব'লে আর কোলে যাব না॥
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছ চক্ষুকর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না॥

ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সুত্র,
মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু,
দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুন জটর-যন্ত্রণা ॥ ৪৩

—

প্রসাদী সুর—একতালা।

সামাল্ সামাল্ ডুবলো তরী।
আমার মন রে ভোলা, গেল বেলা,
ভজ্‌লে না হরসুন্দরী ॥
প্রবঞ্চনার বিকিকিনি ক'রে
ভরা কৈলে ভারী।
সারা দিন কাটালে ঘাটে ব'সে,
সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ী ॥
একে তোর জীর্ণ তরী,
কলুষেতে জল ভারী।
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে,
শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী।
তরঙ্গ দেখিয়া ভারী,
পলাইল ছয়টা দাঁড়ী।
এখন গুরু ব্রহ্ম সার কর মন,
যিনি হন ভব-কাণ্ডারী ॥ ৪৪

—

প্রসাদী সুর—একতালা।

অসকালে যাব কোথা।
আমি ঘুরে এলেম যথা তথা ॥
দিবা হলো অবসান,
তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ,
তুমি নিরাশ্রয়ে আশ্রয় হয়ে,
স্থান দাও গো জগন্মাতা ॥
শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বট চতুর্ব্বর্গদাতা,
রামপ্রসাদ বলে চরণতলে
রাখবে রাখ এই কথা ॥ ৪৫

—

জংলা—একতালা।

মোরে তরা ব'লে কেন না ডাকিলাম।
আমার এ তনু-তরণী ভব-সাগরে ডুবাইলাম।
এ ভব-তরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
তাতে ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পুরাইলাম ॥
বিষম-তরঙ্গ-বাঁকে চেয়ে না দেখিলাম।
মন-ডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম ॥
প্রসাদ বলে মা গো আমি কি কাজ করিলাম,
আমার তুফানে ডুবিল তরী
আপনি মজিলাম ॥ ৪৬

—

প্রসাদী সুর—একতালা।

পতিতপাবনী তারা।
ও মা কেবল তোমার নামটি সারা ॥
ঐ যে তরাসে আকাশে বাস,
বুঝেছি মা কাজের যারা ॥
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল,
তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণিহারা ॥
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই,
কার্য্য কারণ তোমার নাই,
গুণের সয় তন রয় সেইরূপ বর্ণ পারা ॥
দশের লাঠি একের বোঝা,
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা ॥
পাগল বেটার কথায় মজে,
এত কাল মলাম ভজে,
দিয়াছি গোলামী খৎ,
এখন কি আর আছে চারা ॥
আমি দিলাম নাকে খৎ, তুমি দেও মা ফারখৎ,
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা,
সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা ॥
বসতি ষোড়শ দলে, ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে,
প্রসাদ বলে কুতূহলে,
তারায় লুকায় তারা ॥ ৪৭

—

সোহিনী—একতালা।

দেখি মা কেমন ক'রে,
আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতের কলা নয় মা,
ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা ॥
এমন ছাপান ছাপাইব মা গো,
খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা।
বৎস-পাছে গাভী যেমন,
তেমনি পাছে পাছে ধাবা ॥
প্রসাদ বলে ফাঁকি ঝুঁকি মা গো,
দিতে পার পেলে হাবা।
আমায় যদি না তরাও মা,
শিব হবে তোমার বাবা ॥ ৪৮

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন করো না দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে,
করিলাম কত খোঁজ-তালাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম,
সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ও মা রামরূপে ধর ধনু,
কালীরূপে করে অসি॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণবিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুলনিবাসী।
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে একবয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে
জানকী পরম রূপসী॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের
কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে,
পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥ ৪৯

লগ্নী—আড়খেমটা।

মা বসন পর,
বসন পর, বসন পর মা গো, বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো॥
কালীঘাটে কালী তুমি,
মা গো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো॥
পাতালেতে ছিলে মা গো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো।
কার বাড়ী গিয়েছিলে,
মা গো কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্ত-জবা গো
ডানি হস্তে বরাভয়, মা গো, বাম হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো॥
অসিতে রুধিরধারা, মা গো, গলে মুণ্ডমালা।
হেঁটমুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো॥
মাথায় সোনার মুকুট, মা গো, ঠেকেছে গগনে।
মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো॥
আপনে পাগল পতি পাগল,
মা গো আরও পাগল আছে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল,
চরণ পাবার আশে গো॥ ৫০

জংলা—একতালা।

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোকসানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি॥
পতিতের মধ্যে লেখা, যায় এই জমি।
তাই বারে বারে নালিস করি,
দিতে হবে কমী॥
আর মোলে এ মহলে, আর নাই হামি।
মা গো এখন ভাল না রাখ তো,
থাকুক রামরামি॥
গঙ্গা যদি গর্ভে টানে, লইল এই ভূমি।
কেবল কথা রবে, কোথা রব,
কোথা রবে তুমি॥ ৫১

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব ক'রে হয় না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥
দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না
এল পুত্র গেল কোথা॥
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, ব'লে সারে পিতা মাতা।
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড,
তাতে তোমার হয় না ব্যথা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে,
এ চরিত্র শিখলে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা,
নাম ধরো না জগন্মাতা॥ ৫২

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি কি আটাশে ছেলে।
(আমি নই আটাশে ছেলে)।
ভয়ে ভুলব নাকো চোক রাঙ্গালে॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ,
শিব ধরে যা হৃৎকমলে।
ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে,
বিড়ম্বনা কতই ছলে॥

শিবের দলিল সৈ মোহরে,
রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ নাথের আগে
ডিক্রী লব এক সওয়ালে॥
জানাইব কেমন ছেলে,
মোকর্দ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ,
গুজরাইবে মিছিলকালে॥
মায়ে পোয়ে মোকর্দ্দমা,
ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায়,
শান্ত ক'রে লবে কোলে॥ ৫৩

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥
চেনে না আমারে শমন,
চিন্‌লে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি,
অভয় পদের বই রে বোঝা॥
ক্ষেমার খাসে আছি ব'সে,
নাই মহালে শুকা হাজা।
দেখ বালি চাপা সিকস্ত নদী,
তাতেও মহাল আছে তাজা॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি,
বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ,
জান না সেই পদের মজা॥ ৫৪

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমার সনদ দেখে যা রে।
আমি কালীর সুত, যমের দূত,
বল্ গে যা তোর যম রাজারে॥
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি,
আমার হাজির জামিন ষড়ানন,
সাক্ষী আছে নন্দীবরে॥
সনদ আমার উরস্ পাটে,
যেমি সনদ তেমি টাটে,
তাতে শ্রী অক্ষরে দস্তখৎ,
করেছেন দিগম্বরে॥
সনদ পেলাম মায়ের কাছে,
এতে কি আর গলদ আছে,
প্রসাদ বলে ভয় দেখালে,
যাব রে মায়ের দরবারে॥ ৫৫

প্রসাদী সুর—একতালা।

তুই যা রে কি করবি শমন,
শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মনবেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে,
হৃদ্-গারদে বসায়েছি॥
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে
আমি আমার প্রাণ সঁপেছি॥
এমনি করেছি কায়দা,
পলাইতে নাইকো ফায়দা,
হাবেশ রুজু ভক্তি প্যায়দা,
দুনয়ন দরোয়ান দিয়েছি॥
মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি,
তাই সর্ব্বজ্বরহর লৌহ গুরুতত্ত্ব পান করেছি।
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি,
মুখে কালী কালী কালী, ব'লে,
যাত্রা ক'রে ব'সে আছি॥ ৫৬

প্রসাদী সুর—একতালা।

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বল্ গে যা তোর যম রাজারে,
আমার মতন নিছে কটা।
আমি যমের যম হইতে পারি,
ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা,
মুখ সামলায়ে বলিস্ বেটা।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে,
সাজা দিলে রাখবে কেটা॥ ৫৭

প্রসাদী সুর—একতালা।

যা রে শমন যা রে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি॥
পাপ-পুণ্যের বিচারকারী,
তোর যম হয় কালেক্টরি।

আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য,
পাপ নিয়ে যা নিলাম করি।
শমন-দমন শ্রীনাথচরণ, সর্ব্বদাই হৃদে ধরি।
আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা,
চলে যাব কৈলাসপুরী॥
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী,
দেখ না চেয়ে মা ভয়ঙ্করী।
আমার পিতা বটেন শূলপাণি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী॥ ৫৮

প্রসাদী সুর—একতালা।

ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ,
সে মোরে অভয় দিয়েছে।
ইজারার পাট্টা পেয়ে,
এত কি গৌরব বেড়েছে।
ওরে, স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল,
কে কোথা দাহন করেছে॥
হিসাব বাকী থাকে যদি,
দিব না রে তোদের কাছে।
ওরে রাজা থাকতে কোটালের দোহাই,
কোন্ দেশেতে কে দিয়াছে॥
শিব-রাজ্যে বসতি করি,
শিব আমায় পাট্টা দিয়াছে।
রামপ্রসাদ বলে, সেই পাট্টাতে,
ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে॥ ৫৯

প্রসাদী সুর—একতালা।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি শমনভয় রেখেছি॥
কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে,
দুর্গা নাম কিনে এনেছি।
দেহের মধ্যে সুজন যে জন,
তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে,
দেখাব ভেবে রেখেছি॥
সারাৎসার তারা নাম,
আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা ব'লে,
যাত্রা ক'রে বসে আছি॥ ৬০

প্রসাদী সুর—একতালা।

ইথে কি আর আপদ্ আছে।
এই যে তারার জমী আমার দেহ-মাঝে
যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে,
মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে॥
ধৈর্য্য খুঁটা, জম বেড়া, এ দেহের চৌদিক্ ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে,
মহাকাল রক্ষক রয়েছে॥
দেখে শুনে ছয়টা বলদ,
ঘর হ'তে বাহির হয়েছে।
কালী নাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে,
পাপ তৃণ সব কেটেছে॥
প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
কালী কল্পতরুবরে রে ভাই,
(প্রসাদ বলে কালী বৃক্ষে)
চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে॥ ৬১

——

প্রসাদী সুর—একতালা।

ওরে মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া,
লাভে মূলে হারাইলি॥
গুরুদত্ত রত্ন ত'রে কেন ব্যাপার না করিলি।
এ তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত,
মধ্যে তরী ডুবাইলি॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি,
মহাজনে মজাইলি॥ ৬২

পিলু-বাহার—খং

জানিলাম বিষম বড়,
শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
সদা ফুকারে করিয়াদী বাদী না হয় সকার রে॥
আরজ বেগী যার শিরে॥
সে দরবারের ভাব কি রে,
দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে,
আস্থা কি কথার রে॥

লাখ উকীল করেছি খাড়া,
সাধ্য কি মা ইহার বাড়া,
তোমার তারা ডাকে, আমি ডাকি,
কান নাই বুঝি মার রে।
গালাগালি দিয়ে বলি,
কাণ খেয়ে হয়েছে কালী,
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী
করিল আমার রে। ৬৩

পিলু-বাহার—যৎ।

ওরে মন বলি, ভজ কালী,
ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র, কর দিবানিশি জপ করে।
শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।
যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে,
ওরে আহার কর, মনে কর,
আহুতি দেই শ্যামা মারে। ৬৪

জংলা—একতালা।

মন রে পেয়েছ এত ভয়।
ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত ভয়।
তুফান দেখে ডরো না রে, ও তুফান নয়।
দুর্গা নাম তরণী করে বেয়ে গেলে হয়।
পথে যদি চৌকীদারে, তোরে কিছু কয়।
তখন ডেকে বলো আমি শ্যামা মায়েরি তনয়।
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন তুই কারে করিস্ ভয়।
আমার এ তনু দক্ষিণার
পদে করেছি বিক্রয়। ৬৫

প্রসাদী সুর—একতালা।

বড়াই কর কিসে গো মা,
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে।
আপনে ক্ষেপা পতি ক্ষেপা ক্ষেপা সহবাসে।
তোমার আদি মূল সকলই জানি,
দাতা কোন্ পুরুষে।
মাগী মিন্সে ঝগড়া করে, রৈতে নার বাসে।
মা গো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে
ফিরে দেশে দেশে।
প্রসাদ বলে মন্দ বলি তোমার বাপের দোষে
মা গো আমার বাপের নাম লইয়ে
বিরাজ কৈলাসে। ৬৬

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা গো আমার কপাল দোষী।
দোষী বটে আনন্দময়ী,—
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে,
যেতে নারিলাম বারাণসী।
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে,
মোর ভাগ্যেতে একাদশী।
অন্নত্রাসে প্রাণে মরি নানাবিধ কৃষি করি।
আমার কৃষি সকল নিল জলে,
কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি।
না করিলাম ধর্ম্মকর্ম্ম
পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে
পথ ভুলে রয়েছি বসি।
জনমি ভারতভূমে মা।
কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
আমার এ কুল ও কুল দুকুল গেল,
অকুল পাথারে ভাসি।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে ভাবতে নারি দিবানিশি
ও মা যখন শমন জোর করিবে
দুর্গা নামে দিব ফাঁসি।
পরের হরণ পরগমন মনে তখন হাসি খুসী
সাজাই যখন করে রোদন
প্রসাদ নয়নজলে ভাসি। ৬৭

প্রসাদী সুর—একতালা।

তারা তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয় রে ছুটে।
তারা নামে পাল খাটায়ে ত্বরায় তরী চল বেয়ে,
যদি পারে যাবি দুখ মিটাবি,
মনের গিরা দে রে কেটে।
বাজারে বাজার কর মন,
মিছে কেন বেড়াও ছুটে।

২৫

ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল
কি করবে আর ভবের হাটে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে।
ওরে, এবার আমি ছুটিয়াছি,
ভবের মায়া বেড়ী কেটে ॥ ৬৮

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার আমি করব কৃষি।
ওগো, এ ভবসংসারে আসি ॥
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে,
ব'সে দেখ রাজমহিষী ॥
দেহ জমীর জঙ্গল বেশী,
সাধ্য কি মা সকল চষি।
মা গো যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে
আনন্দ-সাগরে ভাসি ॥
হৃদয়মধ্যেতে আছে পাপরূপী তৃণরাশি।
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারিতে
(কত দুঃখ কাঁটা পায়ে ফোটে)
মুক্ত কর গো মা মুক্তকেশী ॥
কাম আদি ছয়টা বলদ বহিতে পারে অহর্নিশি।
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে,
শস্য পাব রাশি রাশি ॥
প্রসাদ বলে চাষে বাসে,
মিছে মনে অভিলাষী,
আমার মনের বাসনা তোমার (তারার),
ও রাঙ্গা চরণে মিশি ॥ ৬৯

বাংলা—একতালা।

জয় কালী জয় কালী ব'লে জেগে থাক রে মন।
তুমি ঘুম যেয়ো না রে ভোলা মন,
ঘুমেতে হারাবে ধন ॥
নবদ্বার ঘরে সুখে শয্যা ক'রে,
হইবে যখন অচেতন।
তখন আসিবে নিদ, চোরে দিবে সিঁধ,
হ'রে লবে সব রতন ॥ ৭০

সিন্ধু—ঠুংরী।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে,
তারা বেয়ে পড়বে ধারা ॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে,
তারা বলে হব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ও রে, শত শত সত্য বেদ,
তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে,
তিমিরে তিমিরহরা ॥ ৭১

প্রসাদী সুর—একতালা ॥

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুতলে গিয়া,
চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া,
তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ও রে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র,
তত্ত্বকথা তায় সুধাবি ॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে,
তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর,
পিতা-মাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়,
ধৈর্য্য-খুঁটা ধ'রে রবি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ ছেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ
তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি ॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে হইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ,
জ্ঞান-সিন্ধুমাঝে ডুবাইবি ॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে,
কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু! বাছা! বাপের ঠাকুর,
মনের মতন মন হবি। ৭২

বাংলা—একতালা।

মা তোমারে বারে বারে
জানাব আর দুঃখ কত।
ভাসিতেছি দুঃখ-নীরে,
স্রোতের শেহালার মত ॥

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মা বুঝি নির্দয়া হ'লে,
দাঁড়াও একবার হৃদি মন্দিরে,
দেখে যাই জনমের মত ॥ ৭৩

প্রসাদী সুর—একতালা।

আছি তেঁই তরুতলে ব'সে।
মনের আনন্দে আর হরষে ॥
আগে ভাঙ্গাব গাছের পাতা
ভাঁটিফল ধরিবে শেষে ॥
রাগ দ্বেষ লোভ আদি,
পাঠাব সব বনবাসে।
র'ব রসাভাবে হা প্রত্যাশে ফলিতার্থ সেই রসে ॥
ফলে ফলে সুফল লয়ে,
যাইব আপন নিবাসে।
আমার বিফলকে ফল দিয়ে,
ফলাফল ভাবাও নৈরাশে ॥
মন কর কি লও রে সুধা,
ভুজনাতে মিলে মিশে।
খাবে একই নিশ্বাসে যেন,
সূর্য্য-তেজে সকল শোষে ॥
রামপ্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠী
শুদ্ধ তারাবেশে।
মাগী জানে না যে মন-কপাটে,
খিল দিয়েছি বড় কসে ॥ ৭৪

প্রসাদী সুর—একতালা।

আর ভুলালে ভুল্‌ব না গো
আমি অভয় পদ সার করেছি,
ভয়ে হেলব দুল্‌ব না গো ॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে,
বিষের কূপে উল্‌ব না গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান
মনের আগুন তুল্‌বো না গো।
ধনলোভে মত্ত হয়ে
দ্বারে দ্বারে বল্‌বো না গো।
আশাবায়ুগ্রস্ত হয়ে
মনের কথা খুল্‌ব না গো।
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে
প্রেমের গাছে ঝুল্‌বো না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি,
ঘোলে মিশে ঘুল্‌ব না গো ॥ ৭৫

প্রসাদী সুর—একতালা।

ছি ছি মন তুই বিষয়-লোভা।
কিছু জান না, মান না, শুন না কথা ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খুঁটায় বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞান-খড়্গে বলি দান
করিলে কৈবল্য পাবা ॥
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটার মত লবা।
ওরে, মায়াসূত্র, ভেদ-সূত্র
তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা ॥
আত্মারামের অন্নভোগ, ছুটা সেই মাকে দেবা।
রামপ্রসাদ দাসে কয়,
শেষে ব্রহ্মরসে মিশাইবা ॥ ৭৬

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ ॥
পরিহরি ধন-মদ, ভজ পদ কোকনদ,
কালেতে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ ॥
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক ॥
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়,
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা,
দূর ছাই ক'রে ক'রে হাঁক ॥ ৭৭

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না ॥
ও রে ত্রিভুবন সে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি তাই জান না।
কোন প্রাণে তাঁর মাটীর মূর্ত্তি
গড়িয়ে করিস্ উপাসনা ॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা,
দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে, কোন লাজে সাজাতে চাস্ তাঁর,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা ॥

২৫ জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাস্ তাঁর,
আলো চাল আর বুট ভিজানা।
জগৎকে পালিছেন যে মা
সাদরে তাই কি জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগলছানা। ৭৮।

——

পিলু বাহার—খং।

কালী নাম জপ কর, যাবে কালীর কাছে।
কালী-ভক্ত, জীবমুক্ত, যে ভাবে যে আছে।
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু,
দেখালেন কালী-পাদপদ্ম কল্প-গাছে।
গৃহে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী,
শিব শিবা, রাত্রি দিবা, রক্ষাহেতু আছে।
যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ,
যার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্ত জনে আছে।
আনন্দে প্রসাদ কয়, কালী কিঙ্করের জয়,
অণিমাদি আজ্ঞাকারী, প'ড়ে থাক্ পাছে। ৭৯

——

টুরী-জায়েনপুরী—একতালা।

সময় তো থাকবে না গো মা,
কেবল কথা রবে।
কথা রবে, কথা রবে,
মা গো জগতে কলঙ্ক রবে।
ভাল কিবা মন্দ কালী,
অবশ্য এক দাঁড়া হবে।
সাগরে যার বিছানা মা।
শিশিরে তার কি করিবে।
দুঃখে দুঃখে জরজর,
আর কত মা দুঃখ দিবে।
কেবল ঐ দুর্গা নাম,
শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে। ৮০

——

টুরী-জায়েনপুরী—একতালা।

আমায় ছুঁয়ো না রে শমন
আমার জাত গিয়াছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে।
শোন রে শমন বলি
আমার জাত কিসে গিয়াছে।
(ওরে শমন রে)
আমি ছিলেম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী,
আমায় সন্ন্যাসী করেছে।
মন রসনা এই দুজন,
কালীর নামে দল বেঁধেছে।
(ওরে শমন রে)
ইহা ক'রে শ্রবণ, রিপু ছয় জন,
ডিঙ্গা ছেড়ে গেছে। ৮১

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী-পাদপদ্ম-সুধা ত্যজি
কূপে প'ড়ে আপন খাবে।
ভবজরা পাপ রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে জরে কাশী সর্ব্বনাশী
ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে।
কালী নামে মহৌষধি,
ভক্তিভাবে পান বিধি,
ওরে পান কর পান কর
আত্মারামের আত্মা হবে।
মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত,
সেবায় হবে আশু মুক্ত,
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে
পরমাত্মায় মিশাইবে।
প্রসাদ বলে মন ভায়া, ছাড়ি কল্পতরু-ছায়া,
ওরে কাঁটাবৃক্ষের তলে গিয়ে
মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে। ৮২

পিলু-বাহার—খং।

এ শরীরে কাজ কি রে ভাই
দক্ষিণা-প্রেমে না গলে।
এ রসনায় ধিক্ ধিক্
কালী নাম নাহি বলে।
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে
ওরে সেই দুরন্ত মন, না ডুবে চরণতলে।
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে।
যে করে উদর ভরে,
সে করে কি সাধ করে,

ওরে মা পূরে অঞ্জলি চন্দন,
জবা আর বিল্বদলে।
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি-দিবা,
ওরে কালীমূর্ত্তি যথা তথা
ইচ্ছা সুখে নাহি চলে।
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার,
রামপ্রসাদ বলে বাবই-গাছে
আম্র কি কখন ফলে। ৮৩

সোহিনী-বাহার—একতালা।

আয় দেখি মন তুমি আমি
দুজনে বিরলেতে বসি রে।
যুক্তি করি মনে প্রাণে,
পিঞ্জর গড়ব গুরুর চরণে।
পদে লুকাইব সুধা খাব
যমের বাপের কি ধার ধারি রে।
মন বলে করিবে চুরি
ইহার সন্ধান বুঝিনে রে।
গুরু দিয়েছেন যে ধন
অভয়চরণ কেমনে খরচ করি রে।
শ্রীরামপ্রসাদের আশা কাঁটা
কেটে খোলসা করি রে।
মধুপুরী যাব মধু খাব
শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধ'রে। ৮৪

প্রসাদী সুর—একতালা।

ছি ছি মন ভ্রমরা দিলি বাজী।
কালীপাদপদ্ম-সুধা ত্যজে
বিষয়-বিষে হলি রাজী।
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ
লোকে তোমায় কয় রাজাজি।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি
রাজা বট রীতি পাজি।
অহঙ্কারমদে মত্ত বেড়াও যেন কাজির তাজী।
তুমি ঠেকবে যখন শিখবে তখন
করবে কালে পাপোষ বাজি।
বাল্য জরা বৃদ্ধ দশা ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি।
পড়ে চোরের কোঠায় মন টুটায়
যে ভজে সে মস্ত গাঁজি।
কুতূহলে প্রসাদ বলে
জরা এলে আসবে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি
কি করিবে ও বাবাজি। ৮৫

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে ভালবাস তাঁরে।
যে ভবসিন্ধুপারে তারে।
এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার সংসারে,
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্বকথা,
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা
যাবে কোথাকারে।
সংসারে কেবল কাচ, কুহকে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী কোলে আছ প'ড়ে কারাগারে।
অহঙ্কার দ্বেষ রাগ, অনুকূলে অনুরাগ,
দেহ রাজ্য দিলে ভাগ বল কি বিচারে।
যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা,
মণিদ্বীপে ভাব শিবা সদা শিবাগারে।
প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিরাম সুধাও রসনারে। ৮৬

প্রসাদী সুর—একতালা।

তারা আর কি ক্ষতি হবে।
হাদে গো জননী শিবে।
তুমি লবে লবে বড়ই লবে
প্রাণকে আমার লবে।
থাকে থাক, যায় যাক্, এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো
কাজ কি আমার ভবে।
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে।
এ কি পেয়েছ আনাড়ী দাঁড়ি তুফানে ডরাবে।
আপনি যদি আপন তরী ডুবাই ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয়পদে ডুবে।
গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে তবে।
আমি কাঠের মূরাদ খাড়া মাত্র গণনাতে সবে।
প্রসাদ বলে আমি গেলে, তুমি ত মা রবে।
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল,
তুমিই বিচারিবে। ৮৭

২৫

জংলা—একতালা।

আমার অন্তরে আনন্দময়ী
সদা করিতেছেন কেলি।
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি,
নামটি কভু নাহি ভুলি॥
আমার দু আঁখি মুদিলে দেখি,
অন্তরেতে মুণ্ডমালী।
বিষয়বুদ্ধি হইল হত,
আমায় পাগল বোল বলে সকলি॥
আমায় যা বলে বলুক তারা,
অন্তে যেন পাই পাগলী।
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে,
আমি শরণ নিলাম চরণতলে,
অন্তে না ফেলিও ঠেলি॥ ৮৮

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন জান নাকি ঘটবে লেঠা।
যখন উর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ ক'রে
পথে তোমার দিবে কাঁটা॥
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি,
দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে,
মনে মনে হও রে আঁটা॥
পিঞ্জরে পুষেছে পাখী আটক করবে কেটা।
ওরে জান না যে তার ভিতরে,
দুয়ার রয়েছে নটা॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী বিজি বিজি ছটা।
তারা যা বলিছে তাই করিছ,
এমনি বুকের পাটা॥
প্রসাদ বলে মন জান তো মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাঁড়ী,
বুঝাইব সেটা॥ ৮৯

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম,
বাঁধা আছে হরের কাছে॥
ও চরণ উদ্ধারের মা,
আর কি কোন উপায় আছে।
এখন প্রাণপণে খালাস কর,
টাটে বা ডুবায় পাছে॥
যদি বল অমূল্য পদ,
মূল্য আমার কি তার আছে।
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে,
শিব বাঁধা রাখিয়াছে॥
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব,
কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র ব'লে,
আমায় নিরাশী করেছে॥ ৯০

প্রসাদী সুর—একতালা।

কাজ কি মা সামান্য ধনে।
ও কে কাঁদছে তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিবে তারা,
প'ড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ,
রাখি হৃদি পদ্মাসনে॥
গুরু আমায় কৃপা ক'রে মা,
যে ধন দিলে কানে কানে।
এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র,
তাও হারালেম সাধন বিনে॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা হবে
তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা ব'লে,
স্থান পাই যেন ঐ চরণে॥ ৯১

প্রসাদী সুর—একতালা।

মায়ের এম্নি বিচার বটে।
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে,
তারি কপালে বিপদ্ ঘটে॥
হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা,
দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানী হবে মা,
নিস্তার হবে মা এ সঙ্কটে॥
সওয়ালজবাব করব কি মা,
বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ও মা ভরসা কেবল শিববাক্য
ঐক্য বেদাগমে রটে॥

প্রসাদ বলে শমনভয়ে মা,
ইচ্ছা হয় যে পালাই ছুটে।
যেন অন্তিমকালে দুর্গা ব'লে,
প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে। ৯২

প্রসাদী সুর—একতালা।

দীন-দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্তে রয়েছ তোমার
পতিত তনয় ডুবল ভবে॥
এ ঘাটে তরণী নাইকো
কিসে পার হব মা ভবে।
মা তোর দুর্গা নামে কলঙ্ক রবে মা,
নইলে খালাস কর তবে॥
ডাকি পুনঃ পুনঃ, শুনিয়া না শুন,
পিতৃ-ধর্ম্ম রাখলে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয়দুর্গা ব'লে
শরণ নিবার কাজ কি তবে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা মোর
ক্ষতি কিছু না হবে।
মা তোর কাশী মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম
জগজ্জনে নাম নাহি লবে॥ ৯৩

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুমি দেখ রে ভেবে।
ওরে আজি অব্দ শতান্তে বা
অবশ্য মরিতে হবে
ভবঘোরে রয়ে রে মন ভাবলিনে ভবানীভবে
সদা ভাব সেই ভবানী-পদ
যদি ভবপারে যাবে॥ ৯৪

খটভৈরবী—পোস্তা।

জানি গো জানি গো তারা
তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে,
কারু পেটে ভাত, গেঁটে সোনা॥
কেহ যায় মা পাল্‌কী চড়ে,
কেহ তারে কাঁধে করে।
কেহ গায় দেয় শাল দোশালা,
কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা॥ ৯৫

প্রসাদী সুর—একতালা।

জয়কালী জয়কালী বল।
লোকে বলে বলুবে পাগল হলো॥
লোকে মন্দ বলে বলুবে,
তায় কিবে তোর বয়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা,
যা ভাল তাই করা ভাল॥
কালী নামের খড়্গ তুলে মায়া-মোহ কেটে ফেল।
ক'রে মিছা মায়ায় টানাটানি রামপ্রসাদের প্রমাদ হলো।৯৬

ললিত-বিভাষ—আড়খেমটা।

কালীর নামের গণ্ডী দিয়া আজি দাঁড়াইয়ে।
শুন রে শমন তোরে কই,
আমি তো আটাশে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে॥
ছেলের হাতে মোওয়া নয় যে
খাবে হুমকো দিয়ে।
কটু বলবি সাজাই পাবি মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্ত-দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
শ্রীরামপ্রসাদে কয় যেন শ্যামা-গুণ গেয়ে।
আমি ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাব,
চক্ষে ধুলা দিয়ে॥ ৯৭

ইমন—একতালা।

কাজ কি আমার কাশী।
যাঁর কৃত কাশী, তদ্বরসি বিগলিতকেশী॥
সেই জগদম্বার কুণ্ডল, পড়েছিল খসি।
সেই হতে মণিকর্ণি ব'লে তারে ঘুষি॥
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী॥
মায়ের করুণা বরুণা ধারা, অসিধারা অসি॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি।
ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ-মহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল ত না বাসি।
ঐ যে গলাতে বেঁধেছে আমার
কালী মায়ের ফাঁসী॥ ৯৮

প্রসাদী সুর—একতালা।

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি।
(ভব-সংসারে বাজারের মাঝে)
ঐ যে মন ঘুড়ি, আশা বায়ু,
বাঁধা তাহে মায়া দড়ি ॥
কাক গণ্ডী মণ্ডি গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ী।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা,
কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে,
হেসে দেও মা হাত চাপড়ি।
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার সমুদ্র পারে,
পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি ॥ ৯৯

প্রসাদী সুর—একতালা।

এই দেখ সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্ত ভাবে গুপ্ত লীলা ॥
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ,
ঢেলা দিয়া ভাঙ্গে ঢেলা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি,
নারাজ হয় সে কাজের বেলা ॥
প্রসাদ বলে থাক ব'সে,
ভবার্ণবে ভাসাইয়া ভেলা।
যখন জোয়ার আসবে উজায়ে যাবে,
ভাটিয়া যাবে ভাটার বেলা ॥ ১০০

প্রসাদী সুর—একতালা।

সে কি শুধু শিবের সতী।
যারে কালের কাল করে প্রণতি ॥
ষট্‌চক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি]
সে যে সর্ব্বদলের দল-পতি
সহস্রদলে করে স্থিতি।
নেঙ্গটা বেশে শত্রু নাশে,
মহাকাল-হৃদয়ে স্থিতি।
ওরে বল দেখি মন সে বা কেমন,
নাথের বুকে মারে নাথি ॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা,
সকলি জানি ডাকাতি।
ওরে সাবধানে মন কর যতন,
হবে তোমার শুদ্ধ মতি ॥ ১০১

জংলা—একতালা।

জাল ফেলে জেলে রয়েছে ব'সে।
তবে আমার কি হইবে গো মা,—
অগম্য জলেতে মীনের আশ্রয়,
জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়,
ও সে যখন যারে মনে করে,
তখন তারে ধরে কেশে।
পালাবার পথ নাইকো জালে,
পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে,
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক,
শমন দমন করবে এসে ॥ ১০২

জংলা—একতালা।

আমি অই খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার,
জাগা ঘরে হয় চুরি ॥
মনে করি তোমার নাম করি,
আবার সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়,
জেনেছি তোমার চাতুরী।
কিছু দিলে না, পেলে না,
নিলে না, খেলে না,
সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে,
দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি।
যশঃ অপযশঃ সুরস কুরস সকল রস তোমারি।
ওগো রসে থেকে রসভঙ্গ,
কেন কর রাসেশ্বরী ॥
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরি আঁখঠারি।
ও মা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া
বলে ঘুরে মরি ॥ ১০৩

প্রসাদী সুর—একতালা।

শমন আসার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্ধ ঘুচে গেছে।
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে,
চারি শিব চৌকী রয়েছে ॥

এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে,
তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে।
সহস্রদলকমলে শ্রীনাথ,
অভয় দিয়ে ব'সে আছে॥
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা,
চৌকিদারী তার লয়েছে।
সে শক্তির জোরে চেতন ক'রে,
তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে॥
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠমূলে ভুরমাঝে।
এ চারিস্থানে চারি শিব,
নবদ্বারে চৌকী আছে॥
রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে
চন্দ্র সূর্য্য উদয় আছে।
ওরে তমো নাশ করি তারা
হৃদ্‌মন্দিরে বিরাজিছে॥ ১০৪

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভাব কি ? ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন কালরূপ হ'ল।
কাল বড় অনেক আছে এ বড় আশ্চর্য্য কালো।
যাকে হৃদয়মাঝে রাখিলে,
হৃদয়-পদ্ম করে আলো॥
রূপে কালী নামে কালী
কাল হইতে অধিক কালো।
ও রূপ যে দেখেছে সেই মজেছে,
অন্যরূপ লাগে না ভালো॥
প্রসাদ বলে কুতুহলে,
এমন মেয়ে কোথায় ছিল।
না দেখে নাম শুনে কানে
মন গিয়া তায় লিপ্ত হলো॥ ১০৫

জংলা—একতালা।

আমি কি এমতি রব (মা তারা)
আমার কি হবে গো দীন-দয়াময়ী॥
আমি ক্রিয়াহীন, ভজন-বিহীন,
দীন-হীন অসম্ভব॥
আমার অসম্ভব আশা পূরাবে কি তুমি,
আমি কি ও পদ পাব (মা তারা)॥
সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই,
চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে,
এ কথা কাহারে কব॥
(মা তারা)
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া,
নাম কি আছে যে আর তা লব।
তুমি তরাইতে পার তেঁই সে তারিণী,
নামটি রেখেছেন ভব (মা তারা)॥ ১০৬

ঝিঁঝিট—একতালা।

দিবানিশি ভাব রে মন, অন্তরে করালবদনা।
নীল-কাদম্বিনী রূপ মায়ের,
এলোকেশী দিগ্‌বসনা॥
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে, মন জান না।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে, আনন্দরসে মগনা॥
আনন্দে আনন্দময়ী, হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ীরূপ দেখ না॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা,
পুরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে,
নির্ব্বাণে কি গুণ বলনা॥ ১০৭

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন যদি মোর ঔষধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ-দত্ত, পটল-সত্ত্ব,
মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা॥
সৌভাগ্য কর রে দূরে,
মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা।
রামপ্রসাদ বলে তবেই সে মন,
ভব-রোগে মুক্ত হবা॥ ১০৮

জংলা—একতালা।

সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে।
যাঁর নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে।
সে যে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পূরিয়ে॥

যে চরণে শরণ ল'য়ে, দেবতা বাঁচে দায়ে
দেবের দেব মহাদেব, যাঁহার চরণে লুটায়ে
প্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী হ'য়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে হুহ্কার ছাড়িয়ে ॥ ১০৯

ললিত-খাম্বাজ—একতালা।

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন,
মন ভরে মাকে ডাকি রে।
আমার বিপৎকালে ব্রহ্মময়ী,
এসেন কি না এসেন দেখি রে ॥
লয়ে যাবি সঙ্গে ক'রে,
তার একটা ভাবনা কি রে।
তবে তারা-নামের কবচ মালা,
বৃথা আমি গলায় রাখি রে ॥
মহেশ্বরী আমার রাজা,
আমি খাস তালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান, কখন সাতান,
কখন বাকীর দায়ে না ঠেকি রে।
প্রসাদ বলে, মায়ের লীলা
অন্যে কি জানিতে পারে।
যাঁর ত্রিলোচন না পেল তত্ত্ব,
আমি অন্ত পাব কি রে ॥ ১১০

গাড়া-ভৈরবী—যৎ।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়,
মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে,
কর্ত্তা ব'লে সবাই বলে ॥
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে,
কালাকালের কর্ত্তা এলে ॥
যার জন্যে মর ভেবে সে কি সঙ্গে যাবে চলে।
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া,
অমঙ্গল হবে ব'লে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধর্‌বে চুলে।
তখন ডাক্‌বি কালী কালী ব'লে,
কি করিতে পার্‌বে কালে ॥ ১১১

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি,
কোথায় পাব টাকার তোড়া ॥
টাকি কেবল ফাঁকি মাত্র,
শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া ॥
তুই কাঁচমূল্যে কাঞ্চন বিকালি
ছি ছি মন তোর কপাল-পোড়া ॥
কর্ম্ম-সূত্রে যা আছে মন,
কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এ দেশ সে দেশ ক'রে বেড়াও
বিধির লিপি কপাল জোড়া ॥
কাল করিছে হৃদয়ে বাস,
বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ,
শ্বাস ধররে মন্ত্র সোঁটা ॥
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন,
পাঁচ শোয়ারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচা পাঁচি,
তোমায় করবে ভোলা পাড়া ॥ ১১২

খাম্বাজ—একতালা।

যদি ডুবলো না ডুবায়ে বা ওরে মন-নেয়ে।
মন হালি ছেড় না ভরসা বাঁধ
পার্‌বি যেতে বেয়ে ॥
মন! চক্ষু দাঁড়ী বিষম হাড়ি,
মজায় মজে চেয়ে।
তাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা বাজিকরের মেয়ে ॥
মন! শ্রদ্ধা-বায়ে ভক্তি-বাদাম,
দেও রে উড়াইয়ে।
রামপ্রসাদ বলে কালী নামের
মাথা রে সারি গেয়ে ॥ ১১৩

ভৈরবী—একতালা।

গেল না গেল না, দুঃখের কপাল।
গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছলনা,
ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী হলো কাল ॥
আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ,
মাসী এসে আগে দেয় মাথা [illegible]

মাসীর মায়া জালা, করে নানা খেলা,
দেয় দ্বিগুণ জ্বালা, বাড়ায় জঞ্জাল।
দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস,
জন্মে মাতৃকোলে না করিলাম বাস,
পেয়ে দুধের জ্বালা, শরীর হইল কালা,
তোলা দুধে ছেলে বাঁচে কত কাল॥ ১১৪

জয়জয়ন্তী—যৎ।

এ সংসারে ডরি কারে,—
রাজা যার মা মহেশ্বরী;
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস-তালুকে বসত করি।
নাইকো জরিপ জমাবন্দি,
তালুক হয় না লাটে বন্দি, মা,
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি,
শিব হয়েছেন কর্মচারী॥
নাইকো কিছু অন্য লেঠা,
দিতে হয় না মাথট বাটা, মা,
জয়দুর্গা নামে জমা আঁটা,
ঐটা করি মালগুজারি।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ, মা,
আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি,
ব্রহ্মময়ীর জমীদারী॥১১৫

খাম্বাজ—আদ্ধা।

কালী তারার নাম জপ মুখে রে,
যে নামে শমন-ভয় যাবে দূরে রে।
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে না পায় ভাবিয়া রে॥
ডুবু ডুবু হইল তরী, লোকে বলে ডুবে রে।
তবু ভুলাইতে পার যদি, ভোলানাথের মন রে॥
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি-স্তুতি,
দ্বিজ রামপ্রসাদের নতি,
চরণতলে রেখ রে॥ ১১৬

গৌরী—একতালা।

জগত-জননী তরাও গো তারা।
জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে,
আমি কি জগৎ-ছাড়া গো তারা॥
দিবা অবসানে রজনী-কালে,
দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা ব'লে,
মম জীর্ণ তরী মা আছ কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল তরা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে ভাবিয়ে সারা,
মা হয়ে পাঠাইলে মাসীর পাড়া।
কোথা গিয়েছিলে এ ধর্ম্ম শিখিলে,
মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা॥ ১১৭

জয়জয়ন্তী—একতালা।

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন,
ওরে আমার শুয়া পাখী।
আমারি অন্তরে থেকে
আমাকে দিতেছ ফাঁক॥
কালী নাম জপিবার তরে,
তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে, মন,
ও তুই আমাকে বঞ্চনা ক'রে,
অরি সুখে হইলি সুখী॥
শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম, মন,
ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ
একবার শ্যামা বল রে দেখি॥ ১১৮

প্রসাদীসুর—একতালা।

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা,
ভুলেছ কি রাজ-মহিষী।
তারা, কত দিনে কাটবে আমার,
এ দুরন্ত কালের ফাঁসি।
প্রসাদ বলে কি ফল হবে
হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধ'রে,
পিতা হলেন শ্মশানবাসী॥ ১১৯

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি নয় পলাতক আসামী।
ও মা কি ভয়, আমায় দেখাও তুমি॥
বাকে জমা পাওনি যে মা,
ছাটে জমি আছে কমি।

আমি মহা মন্ত্র মোহর করা,
কবচ রাখি সাল তামামি॥
আমি মায়ের খাসে আছি ব'সে,
আসল কসে সারে জমি।
এবার তোমার মায়ের জোরে, থাক্‌বো ধরে,
নিকর করে লব ভূমি॥
প্রসাদ বলে খাজনা বাকী,
নাইকো রাখি কড়া কমি।
যদি ডুবাও দুঃখ-সিন্ধু-মাঝে,
ডুবেও পদে হব হামি॥ ১২০

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী॥
পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে,
ইহা আমি সইতে নারি॥
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা,
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা,
তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারী।
আমি বিনা মাইনার চাকর,
কেবল চরণধূলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর
তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা
পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে এমন পদের,
বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাই তো,
সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি॥ ১২১

প্রসাদী সুর—একতালা।

ডুব দে মন কালী ব'লে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন,
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে,
শিব-যুক্তি মতন চাইলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে যাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে॥
রতন-মাণিক্য কত,
পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে, ঝম্প দিলে,
মিল্‌বে রতন ফলে ফলে॥ ১২২

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন কেন রে ভাবিস্ এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত॥
ভবে এসে ভাবছো ব'সে,
কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে, কালের কাল মহাকাল,
সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হয়ে ভেকেরে ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়,
হয়ে ব্রহ্মময়ী-সুত॥
এ কি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই,
হলি রে পাগলের মত।
ও মন, মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী,
কার ভয়ে সে হয় রে ভীত॥
মিছে কেন ভাব দুঃখে,
দুর্গা বল অবিরত।
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি,
হবে রে তোর তেম্নি মত॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে,
মন কর রে মনের মত।
ও মন গুরুদত্ত তত্ত্ব ধর,
কি করিবে রবিসুত॥ ১২৩

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমায় ঘুরাবে কত?
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত।

তুমি কি দোষে করিলে আমায়,
ছ'টা কলুর অনুগত।
আশীলক্ষ যোনি ভ্রমি,
পশু-পক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ,
যাতনাতে হলেম হত॥
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত,
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা,
আমি কি ছাড়া জগত॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে চক্ষের ঠুলি
দেখি শ্রীপদ মনের মত॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন ত।
রামপ্রসাদের এই আশা, মা,
অন্তে থাকি পদানত॥ ১২৪

প্রসাদী সুর—একতাল।

মরলেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইক গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে,
মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিনমজুরি নিত্য করি,
পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে॥
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।
তারা কারো কথা কেউ শুনে না,
দিন তো আমার গেল ঘেঁটে॥
যেমন অন্ধ জনে হারা দণ্ড,
পুন পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেমি মত ধর্তে চাই মা,
কর্মদোষে যায় গো ছুটে॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্মডুরি দে না কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা,
যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে॥ ১২৫

জংলা—একতালা।

আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যানকালে, আনন্দ-সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥

কালী নামে পাপ কোথা,
মাথা নাই তার মাথাব্যথা,
ওরে অনলে দাহন যথা, হয় রে তুলারাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ,
ওরে যে করে কালীর ধ্যান,
তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি,
এ বটে শিবের উক্তি,
ওরে সকলের মূল ভক্তি,
মুক্তি হয় মন তার দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে,
ভাবিলে রে এলোকেশী॥ ১২৬॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন্ রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা॥
কালীর নামে দেও রে বেড়া,
ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য অব্দ-শতান্তে বা বাজেয়াপ্ত হবে জান না।
এখন আপন ভেবে,
(মন রে আমার) যতন ক'রে
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরু রোপণ করেছেন বীজ,
ভক্তি-বারি তায় সেঁচ না।
ওরে একা যদি (মন রে আমার)
না পারিস্ মন,
রামপ্রসাদকে ডেকে নে না॥ ১২৭

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার আমি বুঝিব হরে।
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি,
বলবো এবার যারে তারে।

সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ,
হৃদে ধরে কোন্ বিচারে ?
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে,
দেখামাত্রে বলব তারে।
ভোলা মায়ের চরণ ক'রে হরণ,
মিছে মরণ দেখায় কারে॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়,
সে ধন নিলে কোন্ বিচারে॥
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে,
চরণ ছেড়ে দিক্ আমারে॥
শিবের দোষ বলি যদি,
বাজে আপন গায় উপরে।
রামপ্রসাদ বলে, ভয় করিনে,
মার অভয় চরণের জোরে॥ ১২৮

প্রসাদী সুর—একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা॥
নমস্তৎকর্মভ্যো ব'লে, চলে যাব যথা তথা।
আমি সাধু সঙ্গে নানারঙ্গে,
দূর করিব মনের ব্যথা॥
তুমি গো পাষাণের সুতা,
আমার যেমি পিতা তেমি মাতা।
রামপ্রসাদ বলে, হৃদিস্থলে,
গুরুতত্ত্ব রাখ গাঁথা॥ ১২৯

প্রসাদী সুর—একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা॥
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা,
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা॥
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা।
যদি বিমাতা আমার করেন কোলে,
দেখা নাই আর হেথা সেথা॥
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা।
ও মা যে জন তোমার নাম করে,
তার হাড় মালা আর ঝুলি কাঁথা॥ ১৩০

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভাব না কালী ভাবনা কিবা।
ওরে মোহ-ময়ী রাত্রি গতা,
সংপ্রতি প্রকাশে দিবা॥
অরুণ-উদয় কাল, ঘুচিল তিমির-জাল,
ওরে কমলে-কমল ভাল প্রকাশ করিলা শিবা॥
বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড়দর্শনের সেই অন্ধগুলা,
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠামূলা,
খেলাধূলা কে ভাঙ্গিবা॥
যেখানে আনন্দ-হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ,
ওরে যার নেটো তার নাট,
তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা।
যে রসিক ভক্ত শূর, সে প্রবেশে সেই পুর,
রামপ্রসাদ বলে ভাঙলো ভোর,
আগুন বেঁধে কে রাখিবা॥ ১৩১

ললিত-বিভাস—একতালা।

কেবল আশার আশা, ভবে আসা,
আশা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো
মা, নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে,
কথায় ক'রে ছলো।
ও মা! মিঠার লোভে তিক্ত মুখে,
সারা দিনটা গেলো॥
মা, খেলবি বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে।
এবার যে খেলা খেলালে মা গো,
আশা না পূরিলো॥
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়,
যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে,
ঘরে নিয়ে চলো॥ ১৩২

প্রসাদী সুর—একতালা।

গেল দিন মিছে রঙ্গ-রসে।
আমি কাজ হারালেম কালের বশে॥
যখন ধন উপার্জ্জন, করেছিলেম দেশ-বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত,
সবাই ছিল আমার বশে,
এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে।

সেই ভাই বন্ধু দারা সুত,
নির্ধন ব'লে সবাই রোষে॥
যমদূত আসি শিয়রেতে বসি ধরবে যখন অগ্রকেশে,
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা,
বিদায় দিবে দণ্ডি-বেশে॥
হরি হরি বলি শ্মশানে ফেলি,
যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল,
অন্ন খাবে অনায়াসে॥ ১৩৩

পিলুবাহার—যৎ

ভবে আশা খেলব পাশা,
বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আসা ভাঙ্গা দশা
প্রথমে পঞ্জুড়ি পলো॥
পোবার আঠার বোল, যুগে যুগে এলেম ভাল।
শেষে কচে বার পেয়ে মা গো,
পাঞ্জা ছক্কার বদ্ধ হলো॥
ছ দুই আট, ছ চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ,
আমার খেলাতে না হলো যশ,
এবার বাজী ভোর হইল।
দ্বন্দ্ব হলো চোদ্দ পোয়া বদ্ধ পথে যায় না যাওয়া,
রামপ্রসাদের বুদ্ধিদোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এল॥১৩৪

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার বাজী ভোর হলো।
মন কি খেলা খেলাবে বল॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘরে ভর ক'রে
মন্ত্রীটি বিপাকে মলো॥
দুটা অশ্ব দুটা গজ ঘরে ব'সে কাল কাটালো।
তারা চল্‌তে পারে সকল ঘরে,
তবে কেন অচল হলো॥
দুখান তরী নিমক ভরি বাদাম তুলি না চলিল,
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে
ঘাটের তরী ঘাটে র'লো।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে অবশেষে এই কি ছিল
ওরে অন্তঃপরে কোণের ঘরে
পিলের কিস্তি মাত হইল॥ ১৩৫

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন করো না সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥
হয়ে ধর্ম্ম-তনয়, ত্যজে আলয়,
বনে গমন হেরে পাশা।
হয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক
তেঁইতো শিবের দৈন্যদশা॥
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে,
মন সুখের আশে বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন,
করো না এ কথায় গোসা॥
ওরে সুখেই দুখ, দুখেই সুখ,
ডাকের কথা আছে ভাষা।
মন ভেবেছ কপট ভক্তি,
ক'রে পুরাইবে আশা॥
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া
এড়াবে না রতি মাষা।
প্রসাদের মন হও যদি মন
কর্ম্মে কেন হও রে চাষা॥
ওরে মনের মতন কর যতন,
রতন পাবে অতি খাসা॥ ১৩৬

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি কি দুঃখেরে ডরাই?
তবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই।
আগে পাছে দুখ চলে মা,
যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা,
বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মা গো,
বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী,
বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই॥ ১৩৭

প্রসাদী সুর—একতালা।

নিত্যাই তোরে বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝলি না রে মন রে ঠেঁটা॥
কোথা রবে ঘর-বাড়ী তোর,
কোথা রবে দালান কোঠা।
যখন আসুবে শমন, বাঁধবে কসে মন,
কোথা রবে খুড়া জ্যেঠা॥
মরণ সময় দিবে তোমায়,
ভাঙ্গা কলসী ছেঁড়া চেটা।
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে
আছে রে যে জাবদা আঁটা॥
যত ধন জন অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা ব'লে,
ছাড় রে সংসারের লেঠা॥ ১৩৮

বিভাস—ঝাঁপতাল।

তাই বলি মন জেগে থাক,
পাছে আছে রে কাল চোর।
কালী নামের অসি ধর,
তারা নামের ঢাল,
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে
কর্‌তে পারে জোর॥
কালী নামে নহবৎ বাজে করি মহা সোর।
ওরে, শ্রীদুর্গা বলিয়া রে রজনী কর ভোর॥
কালী যদি না তরাবে কলি মহা ঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল,
রামপ্রসাদ কি চোর॥ ১৩৯

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন্ অবিচারে আমার পরে,
করলে দুঃখের ডিক্রী জারি॥
এক আসামী ছয়টা প্যায়দা,
বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছ'টারে,
বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি॥
প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র,
তার নামেতে নীলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি,
তারে দিলে জমিদারী॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে,
কোথা পাব টাকা-কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে,
ব'সে আছ রাজকুমারী॥
হুজুরে উকীল যে জনা,
ডিসমিসে তার আশয় ভারি।
ক'রে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দী,
যেরূপে মা আমি হারি॥
পলাইতে স্থান নাই মা,
বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ,
তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি॥ ১৪০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

অভয় পদ সব লুটালে।
কিছু রাখলে না মা তনয় ব'লে॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা,
শিখেছিলে মায়ের স্কুলে।
তোমার পিতা মাতা যেমি দাতা,
তেমি দাতা আমায় হোলে।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা,
সে জন তোমার পদতলে।
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত,
কেবল তুষ্ট বিল্বদলে॥
জন্মজন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে।
রামপ্রসাদ বলে, এবার মোলে,
ডাকব সর্ব্বনাশী ব'লে॥ ১৪১

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন-দয়াময়ি)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার।
গণ্ডযোগে জনমিলে,
সে হয় যে মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুইটার একটা ক'রে যাব॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা,
তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে,
অম্বলে সম্বরা দিব।

হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব,
যখন আসবে শমন, বাঁধবে ক'সে,
সেই কালী তার মুখে দিব ॥
খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥
যদি বল কালী খেলে,
কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে,
কালী ব'লে কালেরে কলা দেখাব ॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ,
ভালমতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন, শরীরপতন,
যা হবার তাই ঘটাইব ॥ ১৪২

বেহাগ—আড়খেম্‌টা।

আমার কপাল গো তারা।
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা,
ভাল নয় মা, কোন কালে।
শিশুকালে পিতা মলো,
মা গো রাজ্য নিল পরে,
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সাগরের জলে ॥
স্রোতের শেহালার মত
মা গো ফিরিতেছি ভেসে,
সবে বলে ধর ধর, কেউ নামে না অগাধ জলে ॥
বনের পুষ্প বেলের পাতা,
মা গো আর দিব আমার মাথা,
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণতলে ॥
শ্রীরামপ্রসাদের বাণী, শোন গো মা নারায়ণী,
তনু-অন্তকালে আমায়
টেনে ফেলো গঙ্গাজলে ॥ ১৪৩ ॥

সোহিনী-বাহার—আড়খেম্‌টা।

ও মা! হর গো তারা, মনের দুঃখ,
আর তো দুঃখ সহে না।
যে দুঃখ গর্ভ-যাতনে, মা গো,
জন্মিলে থাকে না মনে,
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওমা ওমা ॥
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা,
মা গো, যে জন্মে নাই সে জানে না।

তুই কি জানিবি সে যন্ত্রণা,
জন্মিলে না মরিলে না ॥
রামপ্রসাদ এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে,
তবু রব মার চরণে,
আর ত ভবে জন্মিব না ॥ ১৪৪ ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন কেন মার চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়া ভক্তি-দড়া ॥
সময় থাকতে না দেখলে মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে,
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ॥
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে,
মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটী,
শেষে দিবে গোবর ছড়া ॥
ভাই বন্ধু দারা সুত,
কেবলমাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী,
কড়ি দিবে অষ্ট কড়া ॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ,
দোসর বস্ত্র গায় দিবে চার কোণা,
মাঝখানে ফাড়া ॥
যেই ধ্যানে একমনে,
সেই পাবে কালিকা তারা।
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে,
রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া ॥ ১৪৫ ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার,
সারাদিন মা কাঁদি ব'সে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি,
থাকব না আর এমন দেশে।
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল,
চিন্তারাম চাপরাশী এসে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম-সাধনা করি ব'সে।
কিন্তু এমন কল করেছে কালী,
বেঁধে রাখে মায়া-পাশে ॥

কালীর পদে মনের খেদে,
দীন রামপ্রসাদে ভাবে।
আমার সেই যে কালী, মনের কালী,
হলেম কালী তার বিষম বশে ॥ ১৪৬ ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও, করি স্তুতি ॥
যা পড়াই তাই পড় মন,
পড়লে শুন্‌লে দুধি ভাতি।
ওরে, জান না কি ডাকের কথা,
না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি।
কালী কালী কালী পড় মন,
কালীপদে রাখ প্রীতি।
ওরে পড় বাবা আত্মারাম,
আত্মজনের কর গতি ॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে,
বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে, গাছের ফলে কদিন চলে,
কর রে চার ফলের স্থিতি ॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে,
ফল পাবি মন শুন যুকতি।
ওরে ব'সে মূলে, কালী ব'লে,
গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি ॥ ১৪৭ ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা,
তুমি পাষাণ-মেয়ে বিষম মায়া,
কতই মা কাচাও গো কাচ ॥
উপাসনাভেদে তুমি, প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ
যে জন পাঁচেরে এক কোরে ভাবে,
তার হাতে মা কোথা বাঁচ ॥
বুঝে ভার দেয় না যে জন,
তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে,
সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ ॥

প্রসাদ বলে আমার হৃদয়,
অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হয়ে,
মনোময়ী হয়ে নাচ ॥ ১৪৮

মূলতান—একতালা।

মন কালী কালী বল।
বিপদনাশিনী কালীর নাম জপ না,
ওরে ও মন কেন ভুল ॥
কিঞ্চিৎ কর না ভয়, দেখে অগাধ সলিল।
ওরে অনায়াসে ভবনদীর
কালী কুলাইবেন কূল ॥
যা হবার তা হলো ভাল,
কাল গেল মন কালী বল।
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধূল,
ভবপারাবারে চল ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, কেন মন ভুল ওরে,
কালী নাম অন্তরে জপ,
বেলা অবসান হইল ॥ ১৪৯

মূলতান—একতালা।

মায়ের নাম লইতে অলস হইও না;
রসনা! যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে),
না আরো পাবে ॥
ঐহিকের সুখ হলো না ব'লে কি,
ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে।
রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে,
নিও রে নিও রে নাম শয়নে স্বপনে,
সচেতনে থেক (মন রে আমার),
কালী ব'লে ডেক,
এ দেহ ত্যজিবে যবে। ১৫০

মূলতান—একতালা।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যতি মানস-শিখী কৌতুকে বিহরে ॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধরাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি,
তড়িৎ শোভা করে ॥

নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে ॥
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আমার জন্ম,
হবে না জঠরে ॥ ১৫১

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥
যে দেশেতে রজনী নাই,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা,
সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি ॥
ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই,
যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে,
সোনাতে রং ধরায়েছি।
মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে,
ধর্ম্মকর্ম্ম সব ছেড়েছি ॥ ১৫২

গারা-ভৈরবী—আড়া।

হৃৎকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা ॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা ॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়,
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা ॥
যে দেখেছে মায়ের দোল,
সে পেয়েছে মায়ের কোল,
রামপ্রসাদের এই বোল,
ঢোলমারা বাণী ও মা ॥ ১৫৩

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে তোর বুদ্ধি এ কি ?
ও তুই সাপধরা জান না শিখিয়ে,
তালাস ক'রে বেড়াস ফাঁকি ॥
ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে,
জেলের ছেলে মৎস্য ধরে,
মন রে, ওঝার ছেলে গরু হইলে,
গোসাপে তায় কাটে না কি ॥
জাতি-ধর্ম্ম সর্প-খেলা,
সেই মন্ত্রে করো না হেলা,
মন রে, যখন বল্‌বে বাপে সাপ ধরিতে,
তখন হবি অধোমুখী ॥
পেয়ে যে ধন হেলায় হারায়,
তার চেয়ে কে অবোধ ধরায়,
প্রসাদ বলে হারব না,
সময় থাকতে শিখে রাখি ॥ ১৫৪

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালীপদ মরকত আলানে,
মন-কুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে।
ওরে কালী নাম তীক্ষ্ণ খড়্গে
কর্ম্ম-পাশ ফেল কেটে ॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় কর বেসাত বেটে।
ওরে একে পঞ্চ ভূতের ভার,
আবার ভূতের বেগার মর খেটে ॥
সতত ত্রিতাপের তাপে হৃদি-ভূমি গেল ফেটে
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা,
পরমায়ু যায় ঘেটে ॥
নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে ব'সে চারি ফল,
বুঝ না রে দুঃখ চেটে ॥
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়,
মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম কোরে,
ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে ॥ ১৫৫

প্রসাদী সুর—একতালা।

কে জানে গো কালী কেমন
ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে,
হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে,
সদা যোগী করে মনন ॥

আত্মারামের আত্মা কালী,
প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড,
প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম,
অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাষে লোক হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না,
ধরবে শশী হয়ে বামন॥ ১৫৬

মুলতান—একতালা।

কার বা চাকরী কর (রে মন)।
ওরে তুই বা কে, তোর মনিব কে রে,
হলি কার নফর॥
মোহাছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর।
ও তোর আমদানীতে শূন্য দেখি,
কর্জ্জ জমা ধর (ওরে মন)॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তারার নামটি সার।
ওরে মিছে কেন দারা-সুতের
বেগার খেটে মর (ওরে মন)॥ ১৫৭

প্রসাদী সুর—একতালা।

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বল না॥
ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী,
সুখে সাধ সেই লহনা॥
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ,
মন রে ওরে, শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী,
নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা॥
কানে যদি ঢোকে জল,
বার করে যে জানে কল,
মন রে ওরে, সে জলে মিশায়ে জল,
ঐহিকের এরূপ ভাবনা॥
ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাঁচে যত্ন,
মন রে ওরে, শ্রীনাথদত্ত মহা তত্ত্ব
কলের কপাট খোল না॥

অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদি-ঘাতী,
মন রে ও রে, জনম মরণাশৌচ,
সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা।
প্রসাদ বলে বারে বারে,
না চিনিলে আপনারে,
মন রে ওরে, সিন্দূর বিধবার ভালে,
মরি কিবা বিবেচনা॥ ১৫৮

গারা-ভৈরবী—ঠুংরী।

অপার সংসার, নাহি পারাপার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী,
কর গো নিস্তার।
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি,
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি,
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি,
দিয়ে চরণতরী, রাখ এইবার॥
বহিছে তুফান নাহিক বিরাম,
থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম,
পুরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম,
তারা তব নাম সংসারের সার।
কাল গেল কালী হ'ল না সাধন,
প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন,
এ ভব-বন্ধন, কর বিমোচন,
মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার॥ ১৫৯

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে আমার ভোলা মামা।
ও তুই জানিস্ না রে খরচ জমা॥
যখন ভবে জমা হলি, তখন হইতে খরচ গেলি,
ওরে জমা খরচ ঠিক করিয়ে,
বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা॥
বাদে হইলে অঙ্ক বাকী,
তবে হবে তহবিল বাকী,
তহবিল বাকী বড় ফাঁকি,
হবে না তোর লেখার সীমা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে,
কিসের খরচ, কাহার জমা।
ওরে অন্তরেতে ভাব বসি,
কালী তারা উমা শ্যামা। ১৬০

প্রসাদী সুর—একতালা।

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী॥
কালীর চরণ কৈবল্যরাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ মায়ের চরণবাসী॥
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান,
কাজ কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃৎকমলে ভাব ব'সে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি,
পাবে কাশী দিবানিশি॥ ১৬১

জংলা—একতালা।

রসনে কালী নাম রট রে।
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে,
এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুঁজতেছে ঘট পট রে॥
রসনারে কর বশ, শ্যামা নামামৃত রস,
তুমি গান কর পান কর,
সে পাত্রের পাত্র বট রে।
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্যধাম,
করে জপ না কালীর নাম, কি তব উৎকট রে।
শ্রুতি রাখ সত্ত্বগুণে, দ্বি অক্ষর কর মনে,
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া,
কালী বলে কাল কাট রে॥ ১৬২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন ভুল না কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল ব'লে॥
সুরাপান করিনে রে, সুধা খাই যে কুতূহলে।
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ,
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
অহর্নিশি থাক বসি, হরমহিষীর চরণতলে।
নৈলে ধরবে নেশা, ঘুচবে দিশা,
বিষম বিষয়-মদ খাইলে॥
যন্ত্র ভরা মন্ত্র সোঁচা অগু ভাসে যেই জলে।
সে যে অকুলতারণ, কুলের কারণ,
কুল ছেড় না পরের বোলে॥
ত্রিগুণে তিনের জন্ম,
বাদক বলে মোহের ফলে।
সত্ত্বে ধর্ম, তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজ মিশালে॥

মাতাল হ'লে বেতাল পাবে,
বৈতালী করিবে কোলে।
রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে,
পতিত হবে কুল ছাড়িলে॥ ১৬৩॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

রসনায় কালী কালী ব'লে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চ'লে॥
সুরা পান করি নে রে সুধা খাই রে কুতূহলে।
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ,
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
খালি মদ খেলেই কি হয়,
লোকে কেবল মাতাল বলে।
যা আছে কর্ম্ম, কে জানে মর্ম্ম,
জানে কেবল সেই পাগলে॥
দেখা দেখি সাধয়ে যোগ,
সিদ্ধে কায়া বাড়য়ে রোগ,
ওরে মিছেমিছি কর্ম্মভোগ,
গুরু বিনে প্রসাদ বলে॥ ১৬৪॥

পিলু-বাহার—খং।

ওরে সুরাপান করিনে আমি,
সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
মন-মাতালে মাতাল করে,
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
গুরু-দত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃত্তি-মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান-শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটী,
পান করে মোর মন-মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি ব'লে তারা, মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা
খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে॥ ১৬৫॥

জংলা—একতালা।

মায়ার এ পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অবদ্ধজনে লুটে সুখ॥
আমি এই আমার এই, এ ভাব ভাবে মূর্খ সেই,
মন রে ওরে, মিছে মিছে সার ভেবে,
সাহসে বাঁধিছ বুক॥

আমি কেবা আমার কেবা,
আমি ভিন্ন আছে কেবা,
মন রে ওরে, কে করে কাহার সেবা,
মিছা ভাব সুখ দুখ।
দীপ জেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে,
মন রে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে,
না রাখে রে, একটুক॥
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ,
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়া
দেখ রে মুখ॥ ১৬৬॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভাল নাই মোর কোন কালে।
ভাল যদি থাকবে আমার
মন কেন কুপথে চলে॥
হেদে গো মা দশভুজা,
আমার ভবে তনু হইল বোঝা,
আমি না করিলাম তোমার পূজা,
জবা বিল্ব গঙ্গাজলে॥
এ ভব-সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী,
যখন শমনে ধরিবে আসি,
ডাকব কালী কালী ব'লে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে,
আমি ডাকি ধর ধর ব'লে,
কে ধ'রে তুলিবে কূলে॥ ১৬৭॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত,
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে॥
মন অগ্রে শশী বশীভূত কর তোমার শক্তি সারে,
পরে কোটার ভিতর চোর-কুঠরী,
ভোর হলে সে লুকাবে রে॥
ষড়দর্শনে দর্শন পেলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে,
সে যে ভক্তি-রসের রসিক,
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী,
যোগ করে যুগযুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন
লোহাকে চুম্বক ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি,
বুঝ রে মন ঠারে ঠোরে॥ ১৬৮॥

বসন্ত-বাহার—একতালা।

কালী কালী বল রসনা।
কর পদধ্যান, নামামৃত পান,
যদি হতে ত্রাণ, থাকে বাসনা॥
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন,
সঙ্গের দোসর নহে কোন জন,
দুরন্ত শমন বাঁধ্‌বে যখন,
বিনে ঐ চরণ কেহ কার না॥
দুর্গা দুর্গা মন বল একবার,
সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার,
অনিত্য সংসার নাহি পারাপার,
সকলি অসার ভেবে দেখ না॥
গেল গেল কাল বিফলে গেল,
দেখ না মা কালান্ত নিকটে এল।
প্রসাদ বলে ব'ল কালী কালী বল,
দূর হবে কাল যম-যন্ত্রণা॥ ১৬৯॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্ না রে সর্ব্বনেশে॥
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি,
দেখিস্ না রে ব'সে ব'সে॥
মনের মত মন যদি হও, রাখ রে যোগেতে নিশে,
যখন অজপা পূর্ণিত হবে,
ধরুবে না আর কাল-বিষে॥
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধ রে যতনে ক'সে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি,
অভয় চরণ পাবার আশে॥ ১৭০॥

——

প্রসাদী সুর—একতালা।

এই সংসার ধোঁকার টাটী।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু,
শূন্যে পাঁচে পরিপাটী॥
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি।
যেমন শরার জলে সূর্য্য-ছায়া,
অভাবেতে স্বভাব যেটি॥
গর্ভে যখন যোগী তখন,
ভূমে পড়ে খেলাম মাটী॥
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী,
মায়ার বেড়ী কিসে কাটি॥
রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি।
আগে ইচ্ছা সুখে পান করে,
বিষের জ্বালায় ছটফটি॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে,
আদি পুরুষের আদি মেয়েটি।
ও মা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর মা,
তুমি গো পাষাণের বেটী॥ ১৭১॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি
ও মা তুমিও কোন্দল করেছ,
বলিয়ে শিব ভিখারী॥
জ্ঞান-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোপরি।
ও মা বিনা দানে মথুরা-পারে,
যাননি সেই ব্রজেশ্বরী॥
নাভোয়ানী কাচ কাচো মা,
অঙ্গে ভস্ম-ভূষণ পরি।
ও মা কোথায় লুকাবে বল,
তোমার কুবের ভাণ্ডারী॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা,
এত কেন হলে ভারী।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে,
পদে পদে বিপদ্ সারি॥ ১৭২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার কালী কুলাইব,
কালি কোলে কালি বুঝে লব॥
সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা,
কেমন ক'রে তায় রাখিব।
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করে,
হৃদিপদ্মে নাচাইব॥
কালীপদের পদ্ধতি যা,
মন তোরে তা জানাইব।
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাটা,
সে কটাকে কেটে দিব॥
কালী ভেবে কালী হয়ে,
কালী ব'লে কাল কাটাব।
আমি কালাকালে কালের মুখে,
কালি দিয়ে চ'লে যাব॥
প্রসাদ বলে আর কেন মা,
আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু,
কালী কালী না ছাড়িব॥ ১৭৩॥

অংলা—একতালা।

একবার ডাক রে কালী তারা বোলে
জোর ক'রে রসনে।
ও তোর ভয় কি রে শমনে॥
কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী,
যার হৃদে জাগে এলোকেশী।
তার কাজ কি ধর্ম্মকর্ম্ম,
ও তাঁর মর্ম্ম যেবা জানে।
ভজনের ছিল আশা, সুক্ষ্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা,
রামপ্রসাদের এই দশা,
দ্বভাব ভেবে মনে॥ ১৭৪॥

বসন্ত-বাহার—আড়া।

ত্যজ মন কুজন-ভুজঙ্গ-সঙ্গ।
কাল-মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ,
মকরন্দরসে মজ, ওরে মনোভৃঙ্গ।
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রাভঙ্গে ভাব কেমন,
বিষয় জানিবে তেমন হ'লে নিদ্রাভঙ্গ॥

অন্ধকন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে,
কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ ॥
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে,
তুমি যাও পরের ঘরে, এ ত বড় রঙ্গ।
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা,
অঙ্গহীন হয়ে সেটা দগ্ধ করে অঙ্গ ॥ ১৭৫

সোহিনী—একতালা।

আয় দেখি মন চুরি করি,
তোমায় আমায় একন্তরে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন, মায়ের চরণ,
যদি আন্‌তে পারি হ'রে ॥
জাগা ঘরে চুরি করা,
ইথে যদি পড়ি ধরা,
তবে মানব দেহের দফা সারা,
বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে ॥
গুরুবাক্য দৃঢ় ক'রে, যদি যাইতে পারি ঘরে,
ভক্তিবাণ হরকে মেরে,
শিবত্ব পদ লব কেড়ে ॥ ১৭৬

সোহিনী-বাহার—একতালা।

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ্ কিছু আমারে দিলে না ॥
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর।
হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি,
এবার এ বাজী ভোর গো ॥
এ মা দিতিস্ দিতাম, নিতাম খেতাম,
মজুরি করিয়ে তোর।
এবার মজুরি হলো না, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো ॥
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা,
মিছামিছি করি সোর।
শুধু সোর করা সারা,
তোর যে কুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর গো ॥
এ মা ঘোর মহানিশা,
মন যোগে জাগে,
কি কাজ তোর কঠোর।

আমার এ কুল ও কুল, দুকুল গেল,
সুধা না পেলে চকোর গো ॥
এ মা আমি টানি কূলে, মন প্রতিকূলে,
দারুণ করম ডোর।
রামপ্রসাদ কহিছে প'ড়ে দুটানায়
মরে মন ভুঁড়া চোর গো ॥ ১৭৭

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনে নাহি খেলি ॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল,
চম্পাকলি ধুলা ধুলি।
আমি কালীর নামে মারব বাড়ি,
ভাঙ্গব যমের মাথার খুলি ॥
ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি,
তাইতে পাগল ভুলে গেলি।
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙ্গলি,
গলে দিলি কাঁথা ঝুলি ॥ ১৭৮

জংলা—একতালা।

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা,
সেটাও নিত্য নয় ॥
যেমন স্বর্ণকারে, স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
ও মা তোর নামেতে তেমনি ধারা,
তেমনি তো দেখায় ॥
যে জন গৃহস্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নাশ ভয়।
এ মা, তুমি তো অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয় ॥
যার পিতা মাতা ভস্ম মাখে, তরুতলে রয়।
ও মা, তার তনয়ের ভিটেয় টেকা এ বড় সংশয়,
প্রসাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বন্ধু থেকো না
রামপ্রসাদের আশায় ॥ ১৭৯

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালীর নাম বড় মিঠা।
সদা গান কর পান কর এটা ॥
ওরে ধিক্ রে রসনা তবু
ইচ্ছা করে পায়স পিঠা।
নিরাকার সাকার ককার সবাকার ভিটা ॥

ওরে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম,
ইহার পর আর আছে কেটা ।।
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা।
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়,
কালে দিয়ে হাতভালিটা ॥
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জেলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা,
তুমি মন কর বিল্বদল, ক্রব কর যত্ন যেটা ॥
প্রসাদ বলে হৃদিভূমির,
বিরোধ মেনে গেল মিটা ।
আমার এ তনু দক্ষিণাকালীর,
দেবত্তরের দাগা চিঠা ॥ ১৮০

জংলা—একতালা ।

ওরে মন চড়কি চড়ক কর, এ ঘোর সংসারে ।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে,
না চিন তাঁহারে ॥
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু যুবতীর উরে ।
মন রে ওরে কর পঞ্চ
বিল্বদলে পূজিছ তাঁহারে ॥
ঘরেতে যুবতীর বাক্,
গাজনে বাজিছে ঢাক,
মন রে ওরে, বৃন্দাবলী খ্যাবটা ঢালী,
বাজায় বারে বারে ॥
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে,
ভাংলে পাঁজর পাটে পড়ে ।
মন রে ওরে এমন যাতনা করেছ তুচ্ছ,
ধন্য রে তোমারে ॥
দীর্ঘ আশা চড়কগাছ,
বেছে নিলে বাছের বাছ ।
মন রে ওরে,
মায়া-ডোরে বঁড়শী গাঁথা স্নেহ বল যারে ।
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার,
মন রে শিঙ্গে ফুঁকে শিঙ্গে পাবি,
ডাক কেলে মারে । ১৮১

প্রসাদী সুর—একতালা ।

কালী সব ঘুচালে লেঠা ।
আগম নিগম শিবের বচন,
মান্‌বি কি না মান্‌বি সেটা ।
শ্মশান পেলে ভালবাস মা,
তুচ্ছ কর মণিকোটা ।
মা গো আপনি যেমন, ঠাকুর তেমন,
ঘুচল না আর সিদ্ধি ঘুঁটা ॥
যে জন তোমার ভক্ত হয় মা,
ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা ।
তার কটিতে কৌপীন মেলে না,
গায় ছালি আর মাথায় জটা ॥
ভূতলে আনিয়ে মা গো,
করলে আমায় লোহাপিটা ।
আমি তবু কালী ব'লে ডাকি,
সাবাস্ আমার বুকের পাটা ॥
চাকলা জুড়ে নাম রটেছে,
শ্রীরামপ্রসাদ মায়ের বেটা ।
এবে মায়ে পোয়ে এমন ব্যাভার,
ইহার মর্ম্ম বুঝ্‌বে কেটা ॥ ১৮২

খাম্বাজ—একতালা ।

কামিনী যামিনী-বরণে রণে এল কে ।
উলঙ্গ এলোকেশী, বামকরে ধরে অসি,
উল্লাসিতা দানব-নিধনে ॥
পদভরে বসুমতী, সভীতা কম্পিতা অতি,
তাই দেখে পশুপতি পতিত চরণে রণে ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে কয়, তবে আর কি রে ভয়,
অনায়াসে যম জয়, জীবনে মরণে রণে ॥ ১৮৩

বেহাগ—একতালা ।

ও কে রে মনোমোহিনী ॥
ঐ মনোমোহিনী ॥
ঢল ঢল ঢল তড়িৎঘটা, মণি-মরকত-কান্তি ছটা,
এ কি চিত্ত ছলনা, দৈত্য-দলনা,
ললনা নলিনী-বিড়ম্বিনী ॥
সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ-প্রিয় নয়নী ।
শশিখণ্ড-শিরসী, মহেশ উরসী,
হরের রূপসী একাকিনী ॥
ললাটফলকে, অলকা ঝলকে,
নাসানলকে বেসরে মণি ।
মরি ! হেরি এ কি রূপ, দেখ দেখ ভূপ,
সুধা-রস-কূপ বদনখানি ॥

শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অসুর-দরদা,
নিকটে প্রমোদা প্রমাদ গণি॥
কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ,
পড়িল প্রমাদ স্বরূপে গণি।
সমরে হবে না জয়ী রে ব্রহ্মময়ীরে
করুণাময়ীরে বল জননী॥ ১৮৪

কালেংড়া—ঠুংরী।

হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে।
কে রে, নব-নীল-জলধর-কায় হায় হায়,
কে রে হর-হৃদি-হৃৎপদ্মে দিগবাসে॥
কে রে, নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি,
তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী,
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় ক'রে,
বাঁধি প্রেম-ডোরে,
রাখি হৃদি-সরোবরে হিল্লোলে ভাসে॥
কে রে, নিন্দিত রামকদলীতরু, হেরি উরু
দর দর রুধির ক্ষরে,
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে,
অতি রোষবলে, ভুজঙ্গম দলে, নাভি-পদ্মমূলে,
ত্রিবলীর ছলে দংশিল এসে॥
কে রে উন্নত কুচকলি, মুখ-শত-দলে অলি,
গুণ গুণ করিয়া বেড়ায়;
যেন বিকসিত সিতাম্ভোজ মনোলোভায়,
কিবা ওষ্ঠশোভা অতি লোল জিহ্বা
হর-মনোলোভা,
যেন আসব-আবেশে শিশু-সুধা ভাসে॥
কে রে, কুন্তলজাল আবৃত মুখমণ্ডল;
লম্বিত চুম্বি ধরায় তাহে কুসুমধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, সিঁতি মুহ দোলে,
কি চকোর খেলে,
কিবা অরুণকিরণে গজমতি হাসে॥
কত দুন্দুবা দুন্দুবী নাচিছে ভৈরবী,
হি হি করিছে যোগিনী,
কত কটরা ভরিয়া সুধা যোগ অমনি,
রামপ্রসাদ ভণে, কাজ নাই রণে,
এ বামার সনে,
ধীর পদতলে শবচ্ছলে আশুতোষে॥ ১৮৫

রামকেলি—আড়া।

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে,
গলিত চিকুর আসব-আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে,
ধরি করতলে গজ গরাসে॥
কেরে কালীর-শরীরে রুধির শোভিছে,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
কে রে নীল-কমল শ্রীমুখমণ্ডল,
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে॥
কে রে নীলকান্ত, মণি নিতান্ত,
নখর-নিকর তিমির নাশে।
কে রূপের ছটায় তড়িৎ ঘটায়,
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে॥
দিতিসুতচয় সবার হৃদয়
থর থর কাঁপে হুতাশে।
মা গো! কোপ কর দূর, চল নিজপুর,
নিবেদি শ্রীরামপ্রসাদ দাসে॥ ১৮৬

খাম্বাজ—রূপক।

মা! কত নাচ গো রণে।
নিরুপম বেশ বিগলিত-কেশ,
বিবসনা হর-হৃদে কত নাচ গো রণে॥
সদ্য-হত-দিতি-তনয়-মস্তক-হার লম্বিত
সুজঘনে কত রাজিত কটিতটে
নর-কর-নিকর কুণপ-শিশু শ্রবণে॥
অধর সুললিত, বিম্ব-বিনিন্দিত,
কুন্দ বিকসিত সুদশনে।
শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্ট হাসি সঘনে॥
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর,
রুধির কিবা শোভা ও চরণে।
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস নৃত্যতি,
রূপ কি ধরে নয়নে॥ ১৮৭

খাম্বাজ—রূপক।

এলো-চিকুর-নিকর, নরকর কটিতটে,
হরে বিহরে রূপসী।
সুধাংশু তপন, দহন নয়ন, বয়ানবরে বসি শশী॥

শব-শিশু ইষু, শ্রুতিতলে শোভে,
বাম করে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর, যাচে অভয় বর,
বরাঙ্গনা রূপ মসী ॥
সদা মদালসে, কলেবর খসে,
হাসে প্রকাশে সুধারাশি।
অমন্তা অধাসা মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষা,
সুবেশামুকুলা যোড়শী ॥
প্রসাদে প্রসন্না, ভব ভব-প্রিয়া,
ভবার্ণব-ভয় বাসি।
অসুর যন্ত্রণা হরণে মন্ত্রণা,
চরণে গয়া গঙ্গা কাশী ॥ ১৮৮

বিভাস—তিওট।

এলো চিকুরভার, এ বামা,
মার মার মার রবে ধায়।
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতিরূপ গতি,
রতিপতি মতি মোহ পায় ॥
অপযশ কুলে কালী, কুল নাশ করে কালী,
নিশুম্ভ নিপাতি কালী, সব সেরে যায়।
সকল সেরে যায়, এ কি ঠেকিলাম দায়,
এ জন্মের মত বিদায় ॥
কাল বলে এত কাল, এড়ালেম এ জঞ্জাল,
সেই কাল চরণে লুটায়।
টেনে ফেল রম্ভাফল, গঙ্গাজল বিল্বদল,
শিবপূজার এই ফল, অশিব ঘটায় ॥
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি কুরব রটায়।
ভব দৈব রূপ শব, মুখে নাহি মাত্র রব,
কার ভরসায় রব হায়।
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী,
নিতান্ত করুণাময়ী স্থান দিবে পায় ॥
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়,
এ জন্ম কর্ম্ম সায়।
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে,
এ সঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায় ॥
মরণে কি আছে ভয়, অন্তের দক্ষিণা হয়,
দক্ষিণাতে মন লয় কর দৈত্যরায়।
ওহে দৈত্যরায়, ভজ এই দক্ষিণায়,
আর কি কাজ আশায় ॥ ১৮৯

বিভাস—তিওট।

নব-নীল-নীরদ-তনুরুচি কে?
ঐ মনোমোহিনী রে।
তিমির শশধর, বাল দিনকর,
সমান চরণে প্রকাশ ॥
কোটী চন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল,
নিন্দি সুধামৃত ভাষ ॥
অবতংস সে শ্রবণে,
কিশোর বিধি অরি গলিত কুন্তলপাশ।
গলে সুন্দর বরণ, সুহার লম্বিত,
সতত জঘনে নিবাস ॥
বামার বামকর পর খড়্গ নরশির,
সব্যে পূর্ণাভিলাষ।
শশি-শকল ভালে, বিরাজে মহাকালে,
ঘোর ঘন ঘন হাস ॥
ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা করিছে মনে,
করুণাবলোকনে, কলুষচয় কর নাশ।
তব নাম বদনে, যে প্রকাশে সে জনে,
প্রভবে এ কথা আভাষ ॥ ১৯০

ঝিঁঝিট—জলদ-তেতালা।

আরে ঐ আইল কে রে ঘনবরণী।
কে রে নবীনা নগনা লাজ-বিরহিতা,
ভুবন-মোহিতা,
এ কি অনুচিতা কুলের কামিনী ॥
কুঞ্জরবরগতি আসবে আবেশ,
লোলিত রসনা গলিত কেশ,
সুর-নর-শঙ্কা করে হেরি বেশ,
হুঙ্কার রবে রে দনুজ-দলনী ॥
কে রে নব-নীল-কমল-কলিকা বলি,
অঙ্গুলি দংশন করিছে অলি,
মুখচন্দ্র চকোরগণ, অধর অর্পণ
করত পূর্ণ শশধর বলি।
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ,
এ কহে নীলকমল, ও কহে চাঁদ,
দোঁহে দোঁহ করতহি নাদ,
চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি।
কে রে জঘন সুচারু, কদলী-তরুনিন্দিত
রুধির অধীর বহিছে,

ভদূর্দ্ধে কটিবেড়া, নরকর-ছড়া,
কিঙ্কিণী সহ শোভা করিছে,
করতলযুগল, নিরমল অতিশয়,
বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়,
জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী॥
কে রে উর্দ্ধতর হেরি হেরি পয়োধর,
করিকুম্ভ ভয়ে বিদরে,
অপরূপ এ কি আর, চণ্ডমুণ্ডহার,
সুন্দরী সুন্দর পরে।
প্রফুল্ল বদনে বদন ঝলকে,
মৃদুহাস্য প্রকাশে দামিনী ঝলকে,
রবি অনল শশী ত্রিনয়ন পলকে,
দন্তে কম্পে সঘনে ধরণী॥ ১৯২

খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।

বামা ও কে এলোকেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী ভৈরবী যোগিনী,
রণে প্রবেশে অতি বেশে॥
কি সুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে,
নাচিছে মহেশ-উরসে।
ঘোর রণে মগনা, হয়েছে নগনা,
পিবতি সুধা কি আবেশে॥
চলিয়া চলিয়া, যাইছে ঢলিয়া,
ধর রে বলিয়া, খল হাসে।
কাহার নারী হে, চিনিতে নারি রে,
মোহিত করেছে ছিন্ন বেশে॥
কারে আর ভজ রে, ও পদে মজ রে,
রূপে আলো করিছে দিগ দশে।
কি করি রণে রে, হয়েছে শমনেরে,
প্রসাদ ভণে রে চল কৈলাসে॥ ১৯৩

খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।

ও কে ইন্দীবর-নিন্দি কান্তি, বিগলিত বেশ,
বসন-বিহীনা কে রে সমরে।
মদন-মথন-উরসী, রূপসী
হাসি হাসি বামা বিহরে।
প্রলয়কালীন জলদ গর্জ্জে,
তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে,
জনমনোহর শমন-সোদরা
গর্ব্ব খর্ব্ব করে॥
শস্ত্রে শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা,
প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে,
গমন শমন-নগরে।
কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে,
সমরে নিপাত রিপু-কদম্বে,
সংবর বেশ, কুরু কৃপালেশ,
রক্ষ বিবুধ-নিকরে॥ ১৯৪

খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।

হুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কামরিপু-মোহিনী ও কে বিরাজে বামা॥
তপন দহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী,
কুবলয়দল-তনু শ্যামা॥
বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী,
সমর-নিপুণা গুণধামা।
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে যার,
যমজয়ী বাজাইল দামা॥ ১৯৫

খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।

চল চল জলদ বরণী এ কার রমণী রে।
নিরখ হে ভূপ, ঈশ শবরূপ উরসী রাজে চরণ।
নখরাজি উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল,
সতত ঝলকে কিরণ।
এ কি! চতুরানন হরি,
কলয়তি শঙ্করি, সংবরণ কর রণ॥
মগনা রণমদে, সচলা ধরা পদে,
চরণে অচল চালন।
ফণিরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত,
প্রলয়ের এই কি কারণ॥
প্রসাদ দাসে ভাষে, ত্রাহি নিজ দাসে,
চিত্ত যে মত্ত বারণ।
সদা বিষয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে,
কদাচ না মানে বারণ॥ ১৯৬

বিভাস—চিমে-তেতালা।

মরি! ও রমণী কি রণ করে,
রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদভরে,
রথ রথী সারথি তুরঙ্গ ত্রাসে।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,
দিনকর কর ঢাকে চিকুরপাশে॥
আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে পতঙ্গ প্রায়,
মনে বাসি শশী খসি পড়ে তরাসে।
নিরুপমা রূপচ্ছটা, ভেদ করে ব্রহ্ম-কটা,
প্রবল দনুজ-ঘটা গেলে গরাসে॥
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল,
মরি কিবা রসাল, গান বিভাসে।
নিকটে বিবুধ-বধূ, যতনে যোগায় মধু,
দোলায়ে বদন-বিধু মৃদু মৃদু হাসে॥
সবার আসার আশা, ঘুচায়েছে আশা-বাসা,
জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে।
ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মার,
আনন্দে বাজায়ে দামা চল কৈলাসে॥ ১৯৭

বিভাস-চিমে-তেতালা।

অকলঙ্ক শশি-মুখী, সুধাপানে সদা সুখী,
তনু তনু নিরখি, অতনু চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যারে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শবরূপ, বামা রণে কে॥
শিশু-শশধর-ধরা, সুহাস মধুর ধারা,
প্রাণ ধরা ভার ধরা আলো করিছে।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর-কর ঝলকে॥
রামা অগ্রগণ্যা, বটে ধন্যা, কার কন্যা,
কিবা অন্বেষণে রণে এসেছে।
সঙ্গে কি বিকৃতিগুলা, নখ কুলা দন্ত মূলা,
আলো চুলা গায় ধূলা ভয় করে হে॥
কবি রামপ্রসাদ ভাসে, রক্ষা কর নিজ দাসে,
যে জন একান্ত ত্রাসে মা বলেছে।
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা,
তবে গো তোমায় উমা মা বলিবে কে॥ ১৯৮

বিভাস—চিমে-তেতালা।

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া, ব্রীড়াগতা সবে॥
পদ পদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায় হাসে,
অতনু সতনু অনুভবে।
রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণীসঙ্গমে মহাপুণ্য লাভে।
তরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে অনল নিভে।
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপ তাপ, কোথায় রবে॥ ১৯৯

মল্লার—খয়রা।

মোহিনী আশা বাসা,
ঘোর তমোনাশা বামা কে?
ঘোর ঘটা, কান্তি ছটা, ব্রহ্মকটা ঠেকেছে।
রূপসী শিরসী শশী, হরোরসী এলোকেশী,
মুখ ঝালা, সুধা ঢালা কুলবালা নাচিছে॥
দ্রুত চলে আন্ত টলে, বাহুবলে দৈত্য দলে,
তাকে শিবা কব কিবা, দিবা নিশি করেছে।
ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, দুষ্টচিত্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীর বাদে,
কি প্রমাদে ঠেকেছে॥ ২০০

মল্লার—খয়রা।

সদাশিব-শবে আরোহিণী কামিনী
শোভিত শোণিতধারা মেঘে সৌদামিনী॥
এ কি দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব,
মূর্তিমতী মনোভব ভব-ভামিনী॥
রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী,
পদনখে শশিরাশি গজগামিনী।
শ্রীকবিরঞ্জন ভণে, কাদম্বিনী রূপ মনে,
ভাবয়ে ভকত জনে, দিবস-রজনী॥ ২০১

মল্লার—খয়রা।

এলোকেশে, কে শবে, এলো রে বামা
নখর-নিকর হিমকরবর,
রঞ্জিত মম তনু মুখ হিমধামা॥

নব নব সঙ্গিনী, নবরসরঙ্গিণী,
হাসত ভাবত নাচত বামা।
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজ দলে,
ধরাতলে হতরিপু সমা ॥
ভৈরব ভূতপ্রমথগণ ঘন রবে রণজয়ী শ্যামা,
করে করে ধরে তাল, ববম্ বম্ বাজে গাল,
ধাঁ ধাঁ ধা গুড়্ গুড় বাজিছে দামামা ॥
ভবভয়ভঞ্জন, হেতু কবিরঞ্জন,
সুকৃতি করম সুনামা।
তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে,
ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা ॥ ২০২

ঝিঁঝিট—আড়া।

শ্যামা বামা কে ?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-বদনী রে।
কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত,
তড়িত জড়িত নব ঘন ঝলকে ॥
বিপরীত এ কি কাজ, লাজ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথ রথী গজ বাজী বয়ানে পূরে।
মম দল প্রবল, সকল হত বল,
চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে ॥
প্রচণ্ড প্রতাপরাশি মৃত্যুরূপিণী,
ঐ কামরিপু পদে এ কেমন কামিনী।
লঙ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর,
ঐ যুবতী চকিতে নয়ন পলকে ॥
ভীম ভবার্ণব-তারণ হেতু,
ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু,
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপালেশ জননী কালিকে ॥ ২০৩

খাম্বাজ—তিওট।

চিকণ-কালরূপা সুন্দরী
ত্রিপুরারি হৃদে বিহরে।
অরুণ-কমলদল, বিমল চরণতল,
হিমকর-নিকর রাজিত নখরে ॥
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির-কলাপ নাশে,
ভাষে সুধা অমিত করে।
ভ্রমে কোকনদদল, মধুকর চঞ্চল,
অযুগতি পতিত যুবতী-অধরে ॥

সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা,
কি কঠিনা দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণ হর, বরষতি শর খর,
কত কত শত শত রে ॥
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি,
ভাবিয়া নয়ন ঝরে।
ও পদ-পঙ্কজ-পল্লবে বিহরতু,
মামক মানস আশ ধরে ॥ ২০৪

ঝিঁঝিট—আড়া।

সমর করে ও কে রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবনমোহিনী ॥
ললাট-নয়ন বৈশ্বানর, বাম বিধু,
বামেতর তরণি।
মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল,
নূতন জলধরবরণী ॥
শব শিব শিরে, মন্দাকিনী রাজত,
ঢল চল উজ্জ্বল ধরণী।
উরোপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,
সুচারু নখর-নিকর, সুধা-ধামিনী ॥
কলয়তি কবিরঞ্জন,
করুণাময়ী করুণাং কুরু হরমোহিনী।
গিরিবরকন্যে, নিখিল-শরণ্যে,
মম জীবন-ধন, জননী ॥ ২০৫

খাম্বাজ—তিওট।

কে হর-হৃদি বিহরে।
তনু রুচির, সজল ঘন নিন্দিত,
চরণে উদিত বিধু নখরে ॥
নীলকমলদল, শ্রীমুখমণ্ডল,
শ্রমজল শোভে শরীরে।
মরকত মুকুরে, মঞ্জু মুকুতাফল,
রচিত কিবা শোভা, মরি মরি রে ॥
গলিত চিকুর-ঘটা, নব জলধর-ছটা,
ঝাঁপল দশ দিশি তিমিরে।
গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজগবর,
কাতর মূর্চ্ছিত মহী রে।

ঘোর বিষয়ে মজি, কালীপদ না ভজি,
সুধা ত্যজিয়া বিষ পান করি রে।
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈব-বিড়ম্বন,
বিফলে মানবদেহ ধরি রে॥ ২০৬

ললিত—তিওট।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর,
তনুরুচি বিজিত, তরুণ তমাল॥
যোগিনী সকল, ভৈরবী সমরে,
করে করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধ মানস, উর্দ্ধে শোণিত,
পিবতি নয়ন বিশাল॥
নিগম সারিগম, গণ গণ গণ,
মবরব যন্ত্র মণ্ডন তাল।
তা তা থেই, দ্রিমকি দ্রিমকি,
ধা ধা তক বাজ রসাল॥
প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরি।
রক্ষ মম পরকাল।
দীন-হীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ,
বারবার কাল করাল॥ ২০৭

ললিত—তিওট।

ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে॥
তনু নব-ধারা-ধর রুধির-ধারা-নিকর,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসিছে॥
বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কালরূপে তমোরাশি রাশি নাশিছে।
কহে কবি রামপ্রসাদে, কালিকা-কমল-পদে,
মুক্তিপদ হেতু যোগী হৃদে ভাবিছে॥ ২০৮

ললিত—তিওট।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ তরুণ বয়েস।
দনুজ-দলনা ললনা, সমরে শবে, বিগলিত কেশ।
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমরে বিবাদিনী,
মদনোন্মাদিনী বেশ।
ভূত পিশাচ প্রমথ-সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে
সঙ্গিনী বড় রঙ্গিণী, নগনা সমান বেশ॥
গজ রথ রথী করত গ্রাস, সুরাসুর-নর হৃদয়-ত্রাস,
দ্রুত চলত চলত রণে গর গর, নর-কর কটিদেশ।
কহিছে প্রসাদ ভুবনপালিকে,
করুণাং কুরু জননী কালিকে,
ভব-পারাবার ভয়াবার তার,
হরবধূ হর ক্লেশ॥ ২০৯

বেহাগ—তিওট।

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক-উরসা।
বিহরে বামা স্মর হরে,
সুরী কি অসুরী, কি নাগী
কি পন্নগী কি মানুষী॥
নাসে মুকুতা-ফল বিলোর,
পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি।
এ কি করে করে করী ধরে রণে পশি,
তনুক্ষীণা সুনবীনা, বস্ত্রহীনা ষোড়শী॥
নীলকমলদল-জিতাস্য,
তড়িত জড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচকলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী।
কত ছলা কত কলা, এ প্রবলা চিত্তে বাসি,
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহতগামিনী রূপসী॥
* * * *, দিতি-সুতচয় সমর প্রচণ্ড,
সলিলে প্রবেশি।
এটা কেটা চিত্তে যেটা, হবে সেটা দুঃখরাশি,
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে, এ কি সর্ব্বনাশী॥
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস,
ঘোর তিমিরপুঞ্জ নাশ,
হৃদয়-কমলে সতত বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী।
ইহকালে পরকালে, জয়ী কালে তুচ্ছ বাসি,
কথা নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত,
শ্রীকান্ত প্রবেশি॥ ২১০॥

ছায়ানট—খয়রা।

সমরে কে রে কাল কামিনী?
কাদম্বিনী-বিড়ম্বিনী,
অপরাকুসুমাপরাজিতা-বরণী, কে রণে রমণী।

৪৮ সুধাংশু-সুধা কি শ্রমজ বিন্দু,
শ্রীমুখ না এ কি শরদ ইন্দু, কমল-বন্ধু,
বহ্নি সিন্দুরময়, এ তিন নয়নী ॥
আ মরি আ মরি মন্দ মন্দ হাস,
লোক প্রকাশ, আশুতোষ-বাসিনী।
ফণি-ফণাভরণ জিনি, গণি দন্ত কুন্দশ্রেণী।
কেশাগ্র ধরণী পরে বিরাজ,
অপরূপ শব শ্রবণে সাজ,
না করে লাজ, কেমন কাজ, মর সমাজে তরুণী ॥
আ মরি আ মরি চণ্ডমুণ্ডমাল,
করে কপাল এ কি বিশাল,
তাল তাল কালদণ্ডধারিণী।
ক্ষীণ কটিপর, নৃকর নিকর,
আবৃত কত কিঙ্কিণী।
সর্ব্বাঙ্গ শোভিত শোণিতবৃন্দে,
কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে,
চরণোপান্তে মনোদ্ভবান্তে রাখ কৃতান্তদলনী ॥
আ মরি আ মরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে চল চল,
হাসে খল খল, টল টল ধরণী।
ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিছে শিবা,
শিব-উরে শিবা আপনি ॥
প্রলয়কারিণী করে প্রমাদ,
পরিহরি ভূপ বৃথা বিবাদ,
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা,
প্রসাদ বিবাদনাশিনী ॥ ২১১ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

কে মোহিনী ভালে বাল শশী,
পরম রূপসী বিহরে সমরে বামা, বিগলিতকেশী।
তনু তনু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা,
সব্যে বরাভয়, বামকরে মুণ্ড অসি ॥
মরি কিবা অনুরূপ, নিরখ দনুজ-ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শবচ্ছলে,
পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি ॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথ রথী গজ বাজী রাশি রাশি ॥

ভণে রামপ্রসাদ সার, মা আম মহিমা যার,
চৈতন্যরূপিণী নিত্য ব্রহ্মমহিষী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ,
অসি তার বাঁশী ॥ ২১২ ॥

ললিত—রূপক।

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিত চিকুরঘটা, গমনে বরটা,
বিবসনা শবাসনা মদালসা।
ষোড়শী ষোড়শ কলা, কুশলা সরলা,
ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু,
মমুক্ষা মধুরমুখী, মধুর লালসা ॥
সোম-মৌলি-প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি হীন কর্ম্মনাশা।
হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরিহর-ব্রহ্মারাধ্যা,
হরি-পরিবার সেই, যে ভজে দিগ্বাসা ॥ ২১৩

ললিত—আড়া।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,
ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে ব'সে মহাকাল,
বেরোও গণেশমাতা, ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার ॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় এ কি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমাগরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার ॥২১৪॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমার মনে বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে,
হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী ॥
মূলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে,
চারি পদ্মে মায়া ডাকিনী।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে বেড়ে কুণ্ডলিনী ॥

স্বাধিষ্ঠানে, ব, ল, অন্তে, ষড়দলোপর-বাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী ॥
ত্রিকোণ মণিপূরে, বহ্নি-বীজ-ধারিণী।
ড, ফ অন্তে দিগ্‌দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী ॥
অনাহতে ষট্‌কোণে, দ্বিষড়দলবাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু-বীজ, শিব ভৈরবী কামিনী ॥
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ ষোড়শদল-পদ্মিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিবশঙ্করী শাকিনী ॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্র যোনি।
চন্দ্রবীজে সুধা ক্ষরে, হ, ক্ষ,
বর্ণে হাকিনী ॥ ২১৫ ॥

বিভাস—একতালা।

তারা আছ গো অন্তরে, মা আছ গো অন্তরে।
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মা ;
এক স্থান মূলাধারে, আর স্থান সহস্রারে,
আর স্থান চিন্তামণি-পুরে।
শিব শক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে ॥
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান ক'রে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্যবরে ॥
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, র, ল, ত, ক, ফ, ঠ,
ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে।
হ, ক্ষ, আশ্রয় ভুরূ, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্ত এই শরীর-ভিতরে ॥
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে।
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে ॥
অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে।
ধরা জল বহ্নি বাত, লয় লহ অচিরাৎ,
যং রং লং বং হং হৌং স্বরে ॥
ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণযুগলে সুধা ক্ষরে।
তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে ॥

উপাসনা ভেদ ভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী কালপদভরে ॥
নিদ্রা ত্যজে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব, শিব কর তারে ॥
মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি আর বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে।
আজ্ঞা-চক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
হংসীরূপে মিল হংসবরে ॥
চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর,
দশ-শত-দল শিরোপরে।
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের কথা,
যোগী ভাসে আনন্দ-সাগরে ॥ ২১৬

বিভাস—একতালা।

গিরিবর ! আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে ॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগতজননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্ক-উপরে ॥ ২১৭

৪৮

বিভাস—একতালা।

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বব বম্ বাজাইয়া গাল ॥
ভক্তে ভয় দেখাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদলম্বিত জটা-জাল ॥
শমন সমান দর্প, প্রথমেতে জলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল ॥
যেমন সাধক বটে, তার কি আপদ্ ঘটে,
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করালবদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ পরকাল।
কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ-সাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, ব'সে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ ক'রে ঢাল ॥ ২১৮

ললিত—একতালা।

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া।
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্,
ভো ভো ভো ববম্ ববম,
বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া ॥
মগন হইয়া প্রমথনাথ,
খেটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানব সাথ,
শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া।
কটিতটে কিবা বাঘের ছাল,
গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগযজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া।
শশধর-কলা ভালে শোভে,
নয়ন-চকোর অমিয় লোভে,
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে,
কেমনে পাইব ভাবিয়া ॥
আধ চাঁদ কিবা করে চিকিমিকি,
নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাক,
দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥
বিভূতি-ভূষণ মোহন বেশ,
তরুণ অরুণ অধরদেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়া।
বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি,
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল ত্রিম্‌কি দিম্‌কি হরিগুণে হর নাচিয়া।
বদন-ইন্দু ঢল ঢল ঢল,
শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহরী উঠিল কল কল কল,
জটাজুটমাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ কহিছে এ ভব-ঘোর,
শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর,
নিজ গুণে লহ তারিয়া ॥ ২১৯

পিলু-বাহার—খং।

ওহে নূতন নেয়ে।
ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে ॥
দুকূল রইল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর,
কেমন কেমন করে হে দেয়া,
মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া,
শুন ওহে গুণনিধি, নষ্ট হক ছানা দধি,
কিন্তু মনে করি এই খেদ।
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী,
মিছে তবে হইবে হে বেদ ॥
যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরী, অবলা বালা কৃশোদরী,
প্রাণরক্ষার তুমি মাত্র মূল।
অবসান হলো বেলা, এ কি পাতিয়াছ খেলা,
ঝটিৎ পারে চল প্রাণ নিতান্ত আকুল ॥
কহিছে প্রসাদ দাস, রসরাজ কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয়।
এক অঙ্গ আধা আধা, তোমারি অধীনা রাধা,
তাহে এত বাদ সাধা উচিত কি হয় ॥ ২২০

পিলু বাহার—যৎ।

ও নৌকা বাও হে ত্বরা করি নূতন কাণ্ডারী,
রঙ্গে ব্রজবধূর সঙ্গে॥
আতপ লাঘব হেতু, তরুণী ভরা তরণী।
চালন কর মনের সঙ্গে।
আপন করহে পণ, চাও হে যৌবন ধন,
হাসভাস প্রেম-তরঙ্গে॥
আগে চরাইতে ধেনু, বাজাইয়া মোহন বেণু
বেড়াইতে রাখালের সঙ্গে।
এখন হয়েছ নেয়ে, কোন্ বা বিষয় পেয়ে,
ধেয়ে হাত দিতে এস অঙ্গে॥
ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় এ কি পরমাদ,
কাজ কি হে কথার প্রসঙ্গে।
সময় উচিত কও, কোনরূপে পার হও,
দোষ আছে পাছে মন ভাঙ্গে॥২২১

মূলতানী—একতালা।

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনু-তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা মনকে কর নেয়ে॥
দক্ষিণ বাতাস মূলে পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,
কাল রবে চেয়ে॥
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে॥ ২২২

প্রসাদী সুর—একতালা।

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি,
কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি,
কেহ বলে সাযুজ্য মেলে॥
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ,
ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য,
মান্য করে সব খোয়ালে॥
এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চ জনে মিলেজুলে।
সে যে সময় হইলে অপনা আপনি,
যে যার স্থানে যাবে চ'লে॥

প্রসাদ বলে যা ছিল ভাই,
তাই হবি রে নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিশায় জলে॥ ২২৩

মূলতানী—একতালা।

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে,
কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে,
হাট ক'রে বসেছি ঘাটে,
ও মা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে নায়ে লবে গো॥
দেশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
ও মা তার ঠাঁই যে চায়, সে কোথায় পাবে গো,
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে,
আসন দে না ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে,
ভবার্ণবে গো॥ ২২৪

প্রসাদী সুর—একতালা।

তারা! তোমার আর কি মনে আছে।
মা, এখন যেমন রাখলে সুখে,
তেমি সুখ কি পাছে॥
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি,
মা গো, ও মা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি,
ডান চক্ষু নাচে॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই,
তোমারে সাধিতাম নাই,
মা গো, ও মা, দিয়ে আশা, কাটলে পাশা,
তুলে দিয়ে গাছে॥
প্রসাদ বলে মন দঢ়, দক্ষিণায় জোর বড়,
মা গো ও মা আমার দফা হলো রফা,
দক্ষিণা হয়েছে॥ ২২৫

প্রসাদী সুর—একতালা।

যাও গো জননি, জানি তোরে।
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা,
যে তোর খোসামুদি করে॥

মা মা ব'লে পাছু যে জন স্তুতি ভক্তি করে।
দুঃখে শোকে রক্ষে তারে,
দাখিল করিস্ যমের ঘরে॥
অন্নে কারে পাওয়া যায়, কীণ আলে বারি যায়,
যে জন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত জোর-জবরে।
চোখে আঙুল না দিলে পর,
দেখবি না মা বিচার ক'রে॥
ওমা হরের আরাধ্য পদ, তরে দিলি মহিষাসুরে।
যে দুকথা শোনাতে পারে,
যে জনা হেতের ধরে,
তার হয়ে আশ্রিত সদা
থাকিস্ মা পরাণের ডরে॥
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপাকণা-জোরে।
সাধ রে শ্যামার পদ, এ সব ইন্দ্রিয় হরে॥ ২২৬

প্রসাদী সুর—একতালা।

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী,
শিব ধন্য কাশী ধন্য,
ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী॥
ভাগীরথী বিরাজিত হয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি।
উত্তরবাহিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশি॥
শিবের ত্রিশূলে কাশী,
বেষ্টিত বরুণা অসি,
তন্মধ্যে মরিলে জীব শিবের শরীরে মিশি॥
কি মহিমা অন্নপূর্ণা'র,
কেউ থাকে না উপবাসী।
ও মা রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার,
চরণ-ধূলার অভিলাষী॥ ২২৭

সম্পূর্ণ

অ-পূর্ব্ব-প্রকাশিত গীতাবলী

(১)

কে রে রজনীরূপিণী রণ করে।
ঘোর চিকুর অন্ধকার,
আলু থালু দেখে মরি মা ডরে।
যত দেবগণ ধরেছে তাল,
নাচিছে বামা সমরে বিশাল,
ববম্ বম্ বাজিছে গাল,
নরশিরোহার কণ্ঠে দোলে.
রামপ্রসাদ বলে কেন হে ভূপ,
ঐ দেখ মায়ের অপরূপ রূপ,
তন্ত্র-মন্ত্র-যন্ত্ররূপিণী,
যোড়করে স্তুতি করে অমরে।

(৩)

মা চেয়ে ভাল বিমাতা।
মায়ের আমার মায়া কোথা॥
মায়ের যেটি ভাল ছেলে,
তার প্রতি স্নেহ-মমতা।
অকৃত সন্তানের প্রতি,
মা, চায় না ফিরে, কয় না কথা॥
বিমাতায় নাই ভাল মন্দ,
দুঃখী তাপী সব সমতা।
ও তার ঘৃণা নাই পাতকী ব'লে,
মা কোলে লয়, যে যায় গো তথা॥
(শেষ অংশ পাওয়া যায় নাই)

(৩)

কি ধন দিবি আর কি তোর আছে॥
তোর যত ছিল ধন-সম্পত্তি,
শিব আগে বুকে রেখেছে॥
যে ধন তোমার ছিল তারা,
সে ধন ত সব ফুরায়েছে।
শিব সেই ধনকে ব্রহ্ম জেনে,
পদতলে প'ড়ে আছে।
তোমার ধনের মধ্যে অভয় পদ,
সে ত শিবের সম্পদ পদ,
ভেবে শিব সে সম্পদ, নয়ন মুদে পড়ে আছে॥
খেয়ে ভোলা সিদ্ধি গোলা,
নেশাতে ভোর হয়ে আছে।
ডাকলে সাড়া দেয় না তারা,
ও সে ধনের ঘড়া ধ'রে আছে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ বলে,
সে ধনের অংশ দিতে হবে ব'লে,
চায় না ভোলা চক্ষু মিলে,
জেগে জেগে ঘুমায়েছে॥

(৪)

আর কি বৈদিক পূজা আছে (মা)
আমার সুযশ নাই অযশ ঘটেছে;
আমার অবকাশ হ'ল সব কাজ,
জন্ম মৃত্যু দুটো অশৌচ ঘটেছে।
চিন্তা ভার্য্যা বন্ধ্যা ছিল,
সে ভার্য্যা প্রসব করেছে॥
কাল অনুক্রমে সুসময়ে,
জ্ঞান আনন্দ নামে এক পুত্র জন্মেছে।
কুবুদ্ধি এক জনক ছিল,
সেও আমায় ত্যাগ করেছে॥
সেই পিতার লাগি হয়ে বিবাগী,
মায়া নামে আমার মা মরেছে।
রোগ শোক দুটি ভ্রাতা, কেহ কৃপণ কেহ দাতা,
ভগ্নী দুটি ক্ষুধা তৃষ্ণা,
যশ প্রশংসা নাই কারো কাছে।
প্রসাদ বলে কাজ কি বাসে,
যত বিপদ গৃহবাসে,

৪৮

এখন সম্বল লয়ে কৃত্তিবাসে,
জয় কালী ব'লে বেড়াই নেচে॥

(৫)

কালীপদ আকাশেতে
মন ঘুড়িখান উড়তেছিল,
কলুষ কুবাতাস পেয়ে ঘুড়ী,
গোপ্তা' খেয়ে প'ড়ে গেল।
মায়া কান্তা হল ভারী,
ঘুড়ী আর রাখিতে নারি,
দারাপত্য মায়া দড়ী,
এরা দুজন অরী হল।
কাপে দন্তী গেছে ছিড়ে,
ফাঁক পেয়ে তারা জিতে গেল॥
(শেষ অংশ পাওয়া যায় নাই)

(৬)

এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
ভাবীর কাছে ভাব পেয়ে মা,
সকল ভাবকে এক করেছি।
ত্রিশির মন্দলার মাঝে শুদ্ধ মন তায় রেখেছি॥
এখন তোমার পদ তোমায় দিয়ে,
তোমাতে তোমায় সঁপেছি।
ভবের হাটে এসে এবার
বেচা কেনা সব করেছি॥
জমার খাতে শূন্য দিয়ে খরচে দাখিল করেছি।
চরণে মিশায়ে প্রাণ, নূপুরে মিশাইয়ে তান,
সেই দেশের এক গান শিখেছি।
কি নাম কি নাম বাজে তান মা,
কটাক্ষে ওস্তাদ মেনেছি॥
প্রসাদ বলে পাপ পুণ্য
তোরে এবার দুই সঁপেছি।
এবার কালীনাম ব্রহ্ম জেনে
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥

(৭)

এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিহ্বলা॥
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্ত্তা ক্ষেপা,
ক্ষেপা দুটো চেলা।
কি রূপ কি গুণ ভঙ্গী,
কি ভাব কিছুই না যায় বলা।
যার নাম করিয়ে কপাল পোড়ে
কণ্ঠে বিষের জ্বালা॥
অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই)।

(৮)

ওরে তারা বলে কেন না ডাকিলাম।
(আমার) এ তনু-তরণী ভব সাগরে ডুবালাম॥
এ ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
(তাতে) ত্যজিয়া অমূল্যনিধি পাপে পুরাইলাম।
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মনডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম॥
প্রসাদ বলে মা গো আমি কি কার্য্য করিলাম।
(আমার) তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম॥

---

(৯)

বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে
ক্ষার হবে তার পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ-বালাই
মনের ময়লা, ফেল কাটি॥
কালীদহের কূলে চল,
সে জলে ধোপ ধরবে ভাল,
পাপ কাষ্ঠের আগুন জ্বাল
চাপায়ে চৈতন্যের ভাঁটি॥

(১০)

পিতৃধনের আশা মিছে॥
পিতার দলীলদস্ত ধন সমস্ত
আগে বেনামী করেছে।
সে সকল ধন কুবেরকে দিয়ে,
নিজে ক্ষেপা সেজে ব'সে আছে।

আশা ছিল মাতৃপদ, পিতা তাও দখল করেছে।
কেউ লবে ব'লে যত্ন ক'রে
আগেতে বুকে রেখেছে॥
পিতা ম'লে পুত্রে পায় ধন,
সর্ব্বশাস্ত্রে এই লিখেছে।
কিন্তু সে নয় মরবার পিতা,
মৃত্যুকে জয় করেছে॥
(শেষ অংশ পাই নাই)

(১১)

ও মণ তোর ভ্রম গেল না।
পেয়ে শক্তিতত্ত্ব হলি মত্ত,
হরিহর তোর এক হলো না॥
বৃন্দাবন আর কাশীধামের
মূল কথা মনে বোঝ না।
কেবল ভবচক্রে বেড়াও ঘুরে
ক'রে আত্মপ্রতারণা॥
যমুনা আর জাহ্নবীকে
এক ভাবে মনে মান না।
আমি বাঁশীর মর্ম্ম বুঝে (তোমার)
কর্ম্ম করা আর হল না॥
প্রসাদ বলে গণ্ডগোলে
এই যে কপট উপাসনা।
(তুমি) শ্যাম শ্যামাকে প্রভেদ কর,
চক্ষু থাক্‌তে হলে কানা॥

(১২)

দিস মা কালী ফলার খেতে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ মেলে যাতে।
ধর্ম্মলাভ হয় নিমন্ত্রণে, বুঝে দেখ মনে মনে,
অর্থ লাভ তার পরক্ষণে, দক্ষিণাটী হ'লে হাতে॥
কাম মোক্ষ নাই গো করে,
যখন এসে ঘুমাই ঘরে,
রামপ্রসাদ বলে ফলার পেলে,
ভয় থাকে না সংসারেতে।

(১৩)

মা তোদের ক্ষেপার হাটবাজার।
গুণের কথা কইব কার?
তোরা দুই সতীনে কেউ বুকে
কেউ মাথায় চড়িস্ তাঁর।
কর্ত্তা যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষেপার মূলাধার॥
চাকলা ছাড়া চেলা দুটো সঙ্গে অনিবার।
গজ বিনে গো-আরোহণে ফিরিস্ কি আচার,
মণিমুক্তা ছেড়ে পরিস্ গলে নর-শির হার।
শ্মশানে মশানে ফিরিস্ কার
কার বা ধারিস্ ধার,
রামপ্রসাদকে ভবার্ণবে কর্ত্তে হবে পার॥

(১৪)

সকলি জানিস তারা আগাগোড়া আমার যত
তবে কেনে অধম জনে অকাজে মা করিস্ রত॥
এ সকল ত' তোরই মায়া,
বাজিকরের বাজির মত।
তুই দিয়েছিস মা মনের পায়ে
মস্ত বেড়ী দারা সুত॥
দিনে দিনে দিন গেল মা,
সুপথ খুঁজে পেলাম না ত।
ঘোর নিশা যে আস্‌ছে তারা,
অপথে আর ঘুরি কত॥
(শেষ অংশ পাই নাই

(১৫)

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী ব'লে ব'স রে ধ্যানে॥
জাঁকজমকে করলে পূজা
অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা
জানবে না রে জগজ্জনে॥
ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি
কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি,
বসাও হৃদি-পদ্মাসনে॥

আলো চাল আর পাকা কলা,
কাজ কি রে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে
তৃপ্তি কর আপন মনে॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতীর আলো
কাজ কি রে তোর সে রোস্‌নাইয়ে,
তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে
দেও না জলুক নিশি দিনে॥
মেষ ছাগল মহিষাদি
কাজ কি রে তোর বলিদানে,
'তুমি জয় কালী! জয় কালী! বোলে,
বলি দাও ষড়রিপুগণে॥
প্রসাদ বলে ঢাকে ঢোলে,
কাজ কি তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী বলি, দেও করতালি,
মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥

(১৬)

তার মা তারা এ সঙ্কটে।
পেঁচে পড়েছি এসে ভবের হাটে॥
বেচা কেনা ফুরাইল মা,
সন্ধ্যে হলে এলাম ঘাটে।
এখন ভাবছি ব'সে নদীর তীরে,
তপনও বসিল পাটে॥
মায়া-নদীর বিষম বেগ মা,
তার র'য়েছে মোহনা ছুটে।
মা তোর আসান পেলে ভাসান দিয়ে,
পার হয়ে যাই সাঁতার কেটে॥
শিবের কথা অন্যথা নয়,
দিয়েছে শিব জটে রটে,
সে শিব মিথ্যাবাদী হবে যদি,
তবে রামপ্রসাদের বিপদ ঘটে॥

(১৭)

চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা করেছ কি ?
নামে জগচ্চিন্তাহরা,
কিন্তু কাজে কই মা তেমন দেখি॥
প্রভাতে দাও অর্থ-চিন্তা,
মধ্যাহ্নে জঠর-চিন্তা,
সায়াহ্নে দাও অলস চিন্তা,
বল মা তোমায় কখন্ ডাকি॥
দিয়েছ এক মায়া-চিন্তে,
ও মা! সদাই করি তাই চিন্তে,
না পারিলাম তোমায় চিন্‌তে,
মা চিন্তা কূপে ডুবে থাকি॥
ও মা! তুই গো পাষাণের মেয়ে,
পরম চিন্তামণি পেয়ে,
রহিলি পাষাণী হ'য়ে,
রামপ্রসাদকে দিয়ে ফাঁকি॥

---

(১৮)

মা দাঁড়ায়ে শিবের বুকে।
নাচছে বেটী থেকে থেকে॥
মা দাঁড়ায়ে শিবের বুকে
এ সব কথা বল্‌ব কাকে।
অন্য কেহ হ'লে পরে,
হাততালি যে দিত লোকে॥
উহু উহু মরি মরি, মা হয়েছে দিগম্বরী,
তাতে রুষ্ট নয় ভব তুষ্ট হয়ে
চরণপদ্ম হৃৎপদ্মে রাখে॥
(অসম্পূর্ণ)

(১৯)

শিব নয় মায়ের পদতলে।
ওটা মিথ্যা লোকে বলে॥
সুর-সঙ্কট নাশিতে, অসুরগণে বধিতে,
এর মূল কথা মার্কণ্ডমুনি
চণ্ডীতে লিখেছে খুলে।
দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে,
মা দাঁড়ায়ে তার উপরে,
মায়ের পদস্পর্শে দানব-দেহ
শিবরূপ হয় রণস্থলে॥
সতী হয়ে পতির বুকে
পা দিয়েছে কোন্ লোকে।
না হয় দাস ব'লে দাও অভয় পদ
রামপ্রসাদের হৃৎকমলে।

(২০)

কালী যেতে কই মন সরে।
আমার হাসি পায় আর দুঃখ ধরে॥
সবাই বলে যাব কাশী,
সে কাশীতে কি কাজ করে
আমি যার জন্যে যাব কাশী,
সেই সর্ব্বনাশী সঙ্গে ফিরে॥
প্রসাদ বলে শিবের কাশী,
আমি না তায় ভালবাসি,
আমার হৃদয়-কাশীর মধ্যে আসি,
সেই এলোকেশী বিরাজ করে।

---

(২১)

বসন পর, বসন পর, মা গো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা পদে দিব আমি গো॥
কালীঘাটে কালী তুমি,
মা গো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধা প্যারী গোকুলে গোপিনী গো।
পাতালেতে ছিলে মা গো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো॥
কার বাড়ী গিয়েছিলে মা গো,
কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্ত জবা গো॥
ডানি হস্তে বরাভয়, মা গো! বাম হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো॥
অসিতে রুধিরধারা মা গো গলে মুণ্ডমালা।
হেঁটমুখে চেয়ে দেখ পদতলে ভোলা গো॥
মাথায় সোনার মুকুট মা গো ঠেকেছে গগনে।
মা হয়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো॥
আপনি পাগল পতিও পাগল
মা গো! আরও পাগল আছে।
ও মা! রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল,
চরণ পাবার আশে গো॥

(২২)

মন কি কর ভবে আসিয়ে।
ওরে দিবা অবশেষ, অজপার শেষ,
ক্রমেতে নিঃশ্বাস যায় ফুরায়ে॥
হং বর্ণ পূরকে হয়, সং বর্ণ রেচকে হয়,
অহর্নিশি কর জপ "হংস হংস" বলিয়ে॥
অজপা হইলে সাঙ্গ, কোথা তব রবে রঙ্গ,
সকলি হইবে ভঙ্গ ভবানীরে গো ভাবিয়ে।
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয়, ততোধিক নিদ্রায় হয়,
বিনয়ে রামপ্রসাদ কয় ততোধিক সঙ্গম সময়ে॥

(২৩)

দুটো দুঃখের কথা কই।
দুটো দুঃখের কথা কই গো তারা,
মনের কথা কই॥
কে বলে তোমারে তারা দীন-দয়াময়ী।
কারেও দিলে ধন জন মা! হস্তী রথী জয়ী॥
আর কারো ভাগ্যে মজুর খাটা
শাকে অন্ন মিলে কই॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়,
আমার ইচ্ছা তেমি রই॥
ও মা তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কেহ নই॥
কারো অঙ্গে শাল-দোশালা ভাতে চিনি দই।
আবার কারো ভাগ্যে শাকে বালি
ধানে ভরা খই॥
কেউ বা বেড়ায় পাল্কী চড়ে,
আমি বোঝা বই।
মা গো আমি কি তোর পাকা ধানে
দিয়াছি গো মই॥
প্রসাদ বলে তোমায় ভুলে আমি জ্বালা সই।
ও মা আমার ইচ্ছা অভয়পদে চরণধূলা হই॥

(২৪)

খাম্বাজ—দাদরা।

আ মরি কি লাজের কথা মিন্সের উপর মাগী।
পদে পড়িয়ে ভোলা অদ্ভুত এক যোগী॥
এ কেমন নির্লজ্জ মেয়ে, পতির উপর চরণ দিয়ে,
রয়েছে উলাঙ্গী হয়ে রণ-অনুরাগী।
নয়নে দেখনা চেয়ে, শিব আছেন শব হয়ে,
এ কি সর্ব্বনাশী মেয়ে লজ্জা সরম ত্যাগী॥

(২৫)

ভৈরবী—যৎ

নেংটা মেয়ের এত আদর জটে বেটাইত বাড়ালে।
নইলে কেন ডাকতে হবে দিবানিশি মা মা বলে॥
শ্রীরাম জগতের গুরু, জটে বেটা তার গুরু,
আপনি বেটা বুঝলে না কে রইলো শ্যামার চরণতলে॥

---

(২৬)

ভৈরবী।

ন্যাংটা মেয়ে কালী।
দোষ করিলে রোষ করে না, তারেইত মা বলি॥
আপন মায়ে যেমন করে যতন জানত সকলি।
পাগলের মন যখন যেমন তখনই যায় ভুলি॥
ডাকিনী যোগিনী, কত ভূতের হলাহলি।
যত দেবের প্রধান বিষ্ণু ঈশান তারাও কৃতাঞ্জলি॥
প্রসাদ বলে নির্জ্জালে যদি যাবি চলি।
সকল ছেড়ে হৃদ্‌মাঝারে ভাবরে মুণ্ডমালী॥

---

(২৭)

খাম্বাজ—মিশ্র।

বাজ্‌বে গো মহেশের বুকে, নেমে দাঁড়া খ্যাপা মাগী।
মরেন নাই শিব আছেন বেঁচে, যোগে আছেন মহাযোগী॥
বিষে অঙ্গ জর জর, সহে না মা পদ-ভর,
নাব, নইলে ভাঙ্গবে পাঁজর, কি কঠিন গো শিব-সোহাগী।
বিষপানে যার হয়নি মরণ, সে মরবে আজ কিসের কারণ,
প্রসাদ বলে কপট মরণ ঐ চরণ পাবার লাগি॥

(২৮)

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

সাধে কি করুণাময়ী করি মা তোর উপাসনা।
কাল ভয় না থাকিলে, কেউ তোমারে সাধিত না॥
কোথা গো মা আদ্যাশক্তি, তব নামে জীব-মুক্তি।
কার হেন আছে শক্তি বিনা তুমি ত্রিনয়না॥

(২৯)

ভৈরবী—যৎ

যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে।
দয়া-হীনা না হ'লে কি লাথি মারে নাথের বুকে॥
দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ মা নাই তোমাতে,
গলে পর মুণ্ডমালা, পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা মা বলে যত ডাকি, শুনেও ত মা শুন নাকি,
প্রসাদ এম্নি লাথি খেগো তবু দুর্গা ব'লে ডাকে॥

সমাপ্ত

